কফিয়া (Coffea)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কফিয়া ক্রুডা। যে কফি আমরা চায়ের ন্যায় পান করিয়া থাকি ইহা সেই কফি কিন্তু কফিকে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়। গ্রীষ্মকালে সারাদিন বিশ্রামের পর ইহা পান করিলে শারীরিক অবসাদ অনেকটা লাঘব করে এবং ক্ষণকালের জন্য মনে স্ফুর্ত্তী আনয়ন করে কিন্তু ইহা আবার অত্যধিক পান করিলে অথবা ইহার অপব্যবহার হইলে নানা প্রকার স্নায়বীক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফরাসী ডাক্তার টেষ্টি বলিতেন ফ্রান্স দেশে এত অধিক স্নায়ুশূলের কারণই হইতেছে অভ্যস্থরূপে কফি পান করা (Dr. Teste, of Paris, used to say that Coffea was responsible for a large proportion of the neuralgias of France)। কফি স্নায়বীক বিধানের উপর গভীর কার্য্য করে—সমুদয় ইন্দ্রিয় সমূহকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তোলে। ডাক্তার ষ্টাফ বলেন—দর্শনেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল হয়, শ্রবনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়, রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় ইত্যাদি, কাজে কাজেই যে স্থলে স্নায়ুর চঞ্চলতা এত অধিকরূপে উৎপাদন হয় সেস্থলে সামান্য যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিকরূপে অনুভব হওয়া স্বাভাবিক—(When coffea acts moderately upon the healthy organism, the irritability of the organs of sense is morbidly increased, the visual power becomes more acute, the hearing more sensative, the taste is finer—hence increased susceptibility to pain—Dr Staff)। ডাক্তার হেরিংও সেই একই কথা বলিতেছেন—all the senses more acute, reads fine print easier, smell, taste and touch acute, particularly also in increased perception of sight, passive motions. Unusual activity of mind and body. Full of ideas, quick to act, no sleep on this account. Lively fancies, of full plans for future (অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়েরই অত্যন্ত প্রখরতা দৃষ্টি, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদির তীক্ষ্ণতা, ক্ষুদ্র অক্ষর সহজে পড়িতে পারা, সামান্য সঞ্চালনে অত্যধিক বোধ,

মন ও শরীরের অসাধারণ তৎপরতা, ভাবপূর্ণতা, কার্য্যের তৎপরতা ইত্যাদি হেতু নিদ্রাহীনতা।

আমরা উপরোক্ত লক্ষণ হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, কফি স্নায়বীক বিধানের উপর যথেষ্ট কার্য্য বিস্তার করে এবং কফিয়া রোগীতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অত্যন্ত উদ্দীপনা থাকে। স্নায়বীক বিধানের উপর ক্যামোমিলারও এইরূপ কার্য্য আছে কিন্তু ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ কফিয়াতে বর্ত্তমান থাকে না। হেরিং সাহেব যন্ত্রনাযুক্ত প্রদাহে একোনাইট এবং কফিয়া পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

স্নায়বীক রোগে রোগীর যদি কফি পান করা অভ্যাস না থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে কফিই উত্তম ঔষধ। কফি পান করা অভ্যাস থাকিলে ক্যামোমিলা উপযোগী।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। মন এবং শরীরের অত্যন্ত তৎপরতা (unusual activity of mind and body)।

২। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসনা এবং স্পর্শ ইত্যাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়ই অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (বেল, ক্যামো, ওপিয়ম)।

৩। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক বোধ করে, অসহ্য মনে হয়। রোগী অল্পতেই অস্থির হইয়া পড়ে (একোনাইট, ক্যামো)।

৪। নিদ্রাহীনতা, সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া থাকে, একেবারেই নিদ্রা হয় না।

৫। দন্তশূল থাকিয়া থাকিয়া হয়, বরফ কিংবা বরফবৎ শীতল জল মুখে রাখিলে উপশম হয়। জল গরম হইলে পুনরায় যন্ত্রণা ফিরিয়া আইসে (বিষমথ, ব্রাই, পালস, কষ্টিকাম, সিপিয়া)।

৬। হঠাৎ মানসিক আবেগ কিংবা হঠাৎ আনন্দ সংবাদ শ্রবণে

রোগের প্রকাশ কিংবা রোগের উপসর্গের বৃদ্ধি (কষ্টিকাম। মন্দ কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ শ্রবণে—জেলসিমিয়াম) আনন্দে কাঁদিতে থাকে। পর্য্যায়ক্রমে হাঁসে এবং কাঁদে।

——

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী লম্বা, শীর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ।

২। শিরঃপীড়া—অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে, চিন্তায়, কথা বলায়। যন্ত্রণা এক পার্শ্বে হয়, যেন পেরেক মস্তিষ্কে বিদ্ধ হইতেছে। মস্তিষ্ক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

——

দন্তশূল এবং স্নায়ুশূল—কফিয়া দুই প্রকার স্নায়ুশূলে অধিক কার্য্য করে—**প্রথমটি হইতেছে—দন্তশূল।** আমরা এই বিষয়ে ডাক্তার হেলের নিকট অত্যন্ত ঋণী—কারণ তিনিই দন্তশূলের বিশেষত্ব শীতল জল মুখে রাখিলে উপশম হওয়া, জল উষ্ণ হইলে পুনঃ যন্ত্রণা ফিরিয়া আসা—এই লক্ষণটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন—এবং বাস্তবিকই কফিয়া এবম্প্রকার দন্তশূলের একটি অব্যর্থ মহৌষধ (বিসমথ, পালস, ব্রাইওনিয়া, সিপিয়া কষ্টিকাম)।

ক্যামোমিলাও এই প্রকার দন্তশূলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু ক্যামোমিলায় সময় সময় দেখা যায় গরমে দন্তশূল বৃদ্ধি হয়, অথচ ঠাণ্ডাতেও সম্পূর্ণ উপশম হয় না কিন্তু শীতল জল মুখে দিলে স্পর্শমাত্র কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা উপশম হয়। উপশম স্থায়ী কিংবা সম্পূর্ণ হয় না, আংশিক হয়। শীতল জলে সম্পূর্ণ উপশম হইলে কফিয়াকেই প্রাধান্য দিবে, এতৎবিষয়ে কফিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণতঃ কফিয়া শিশুদিগের এবং স্নায়ুপ্রধান লোকদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে।

এই ঔষধটির সহিত যন্ত্রণা সম্বন্ধে ক্যামোমিলার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে উভয় রোগীই যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম অর্থাৎ সামান্য যন্ত্রণাতেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পরে। দন্তশূল, রজঃকষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা ইত্যাদি যে কোন যন্ত্রণাই হউক না কেন অল্পতেই অসহ্য বোধে চীৎকার করিতে থাকে কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ অনেক প্রভেদ। ক্যামোমিলার রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির, সর্ব্বদাই বিরক্তভাব কিছুতেই শান্তি নাই। একমাত্র ক্রোড়ে ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করিলেই সমস্ত রোগের উপশম থাকে। কফিয়া রোগী খিটখিটে প্রকৃতির নয় বলিলেই হয় এবং উক্ত প্রকার বিশেষ কোন মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। ক্যামোমিলা রোগী যন্ত্রণা সম্বন্ধেই অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (sensative) আর অন্য বিষয়ে তত অধিক নয়। কফিয়া রোগী যন্ত্রণা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য বটেই ইহা ব্যতীত সমুদায় ইন্দ্রিয়ই অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়—ঘ্রাণ, স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত তীক্ষ্ন। কফিয়ার যন্ত্রণার বিষয় এক কথায় ইহাই বলা যাইতে পারে, যে স্থানেই যন্ত্রণা হউক না কেন, যদ্যপি অন্য কোন ঔষধের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ না থাকে তাহা হইলে কফিয়াকেই তাহার প্রকৃত ঔষধ মনে করিতে হইবে।

! **দ্বিতীয় স্নায়ুশূল হইতেছে অর্দ্ধশীর্ষঃপীড়া** আধকপালে—(megrin or migraine) অত্যধিক কফি পান ইহার একটি অন্যতম কারণ। মহাত্মা হ্যানিমান এবিষয়ে (migraine) যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—"It comes on at the morning shortly after waking and increases little by little. The pains are intolerable and sometimes burning the integuments of the head are very sensative, and hurt when touched even so slightly. Body and mind seem excessively sensative. The patients look exhausted, they retire to lonely and dark places and close their eyes inorder to avaid the light of the day, they remain seated in an arm-chair or stretched upon a bed. The least noise and motion excites the pain. They avoid talking or being talked to or hearing others talk. The body is colder than usual,

although no chills are experienced, the hands and feet especially are very cold. They loathe all food and drink on account of continual sickness at the stomach. If the attack is very violent, a vomiting of mucus takes place, which however, does not diminish the headache, there are no alvine discharges. The pains scarcely ever ceases before evening. (Dr. Hughes) যন্ত্রণা প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অল্পক্ষণ পর হইতেই ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত ভীষণ হয় কখন কখন জ্বালার ন্যায় হয়। মস্তকের চর্ম্ম পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় এমন কি সামান্য স্পর্শ সহ্য হয় না। শরীর এবং মন সমস্তই অতিরিক্ত স্পর্শাধিক্য হইয়া থাকে, কোন কিছুর শব্দ কিংবা কাহারো কথা, কিংবা গোলমাল কিছুই সহ্য হয় না। চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া অন্ধকার স্থানে ইজি চেয়ারে কিংবা বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া থাকে—সামান্য গোলমালেই যন্ত্রণার উত্তেজনা হয়। রোগী কিছু খাইতে চায় না এবং আহারে রুচি থাকে না। সময় সময় বমন হয় (বমনে শিরঃপীড়া হ্রাস হয় না) সন্ধ্যার পর যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া আসে।

ডাক্তার ন্যাসও বলিতেছেন—মস্তকের এক পার্শ্বেই হইতেছে প্রধান স্থান যে স্থানে কফিয়ার যন্ত্রণা সাধারণতঃ আরম্ভ হয় এবং পেরেক যেন বিদ্ধ করিতেছে এই প্রকার যন্ত্রণা হইতে থাকে। পেরেক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইগ্নেসিয়াতেও রহিয়াছে কিন্তু ইগ্নেসিয়া সাধারণতঃ হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোকের প্রতিই ভাল কাজ করে)। (The particular localities where these pain (neuralgic pain) mostly occur are in the head, when the pain is generally one sided, feeling as though "nails were driving into the head")।

অৰ্দ্ধ শিরঃপীড়ায় অর্থাৎ আধ কপালে মাথা ধরায় কফিয়া একটি প্রধান ঔষধ, ইহা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ডাঃ হার্টমেনও হ্যানিমানের কথাই বলিয়াছেন। অৰ্দ্ধ শিরঃপীড়া রোগীরা অধিকাংশই অত্যন্ত কফিখোর এবং অধিকাংশ স্থলেই কফির অপব্যবহারই এই প্রকার শিরঃপীড়ার কারণ। যাহারা অধিকরূপ প্রত্যহ কফি পান করে না তাহাদিগের শিরঃপীড়ায় কফিয়া ক্রুডা একটি প্রধান ঔষধ এবং এইরূপও দেখা যায় যে উক্ত প্রকার শিরঃপীড়ায়

সাধারণ কফি পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে অতি আশ্চর্য্যরূপ ফল হয়, কাজেকাজেই অর্দ্ধ শিরঃপীড়ায় কফি গৃহস্থের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঔষধ। কফিয়া ক্রুডা অর্দ্ধ শিরঃপীড়ায় ক্ষুদ্র মাত্রায় কতদূর কার্য্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে সাধারণ কফি কয়েক মাত্রা সেবনে মন্ত্রের স্থায় অতি আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছে। (Regarding the curative effects of Coffea Cruda in hemicrania when given in small doses for a period of time in succession, we have no observation to offer, so much more frequently we have observed a fevourable and opium-like effect from a few doses of ordinary coffe in the cases of number of persons.—Dr Bahaer)।

নিদ্রাহীনতা—কফিয়া নিদ্রাহীনতার একটি অতি মহৎ ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত, বিশেষতঃ দেখিয়াছি শিশুদিগের নিদ্রাহীনতায় ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ করা হয়। শিশুদিগের নিদ্রাহীনতায় যে ইহা কার্য্যকরী হইবে এবং অন্য অবস্থায় হইবে না ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সকল বয়সেই ইহা লক্ষণানুসারে প্রয়োগ হইলে নিশ্চয়ই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এই বিষয়ে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে নিদ্রাহীনতায় নিদ্রা আনয়নের নিমিত্তও এই ঔষধের অতি নিম্নক্রম যেন কখনই ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে বরং নিদ্রা না হইয়া অনিদ্রাই বৃদ্ধি হইবে। বোধহয় এই জন্যই ডাক্তার কার কফিয়া ক্রুডায় নিদ্রাহীনতায় বিশেষ ফল না পাইয়া ইহার দোষারোপ করিয়াছেন। কফিয়া উচ্চডাইলিউসন অধিক ফলপ্রদ। ডাক্তার ন্যাসও সেই কথাই বলিতেছেন In my experience and observation, it works best in 200 potency. কফিয়া রোগীর নিদ্রাহীনতার প্রধান কারণই হইতেছে অত্যধিক মানসিক এবং শারীরিক চঞ্চলতা। কতকগুলি ভাব রোগীর মনকে নিরন্তর আলোড়িত করে, কিছুতেই নিদ্রা আসে না, সজাগ হইয়া পড়িয়া থাকে। (Makes me surprised to find Dr Ker saying that he has never known it to do any good in sleeplessness. Possibly he used it in too low dilution. I find it perticularly useful when the patient cannot get to sleep

because of ideas perpetually forcing themselves upon his mind. Dr. Bays says that the insomnia cured by Coffea is that which is owing to excessive agitation of mind or body). ইহা ব্যতীত হামের পর কাশি এবং নিদ্রাশূন্যতায়ও কফিয়া উত্তম কার্য্য করে এবং এইরূপ অবস্থায় ইহা প্রায়ই ব্যবহার হয় (cough, sleeplessness after measles (a very comnon occurrance) is wodnerfully relieved by it—Dr. Nash.)

মানসিক লক্ষণ—কফিয়া অতি সহজেই মনে হর্ষ উৎপাদন করে। সাইপ্রিপেডিয়াম (Cypripedium) নামক ঔষধের সহিত এই বিষয়ে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাইপ্রিপেডিয়াম বিশেষভাবে শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, শিশু রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করে এবং অস্বাভাবিকরূপ উৎফুল্ল এবং আনন্দভাব ধারণ করে এবং শিশুর এইরূপ অবস্থা প্রায়ই মস্তিষ্কের কোনরূপ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ জ্ঞাপন করে। সাইপ্রিপেডিয়াম উপযুক্ত সময়ে দিতে পারিলে তাহার আর ভয় থাকে না। ইহা ব্যতীত মানসিক অথবা কথাবার্ত্তার উত্তেজনাবশতঃ মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চার হেতু সংন্যাস রোগের আশঙ্কাও কফিয়ায় আরোগ্য হয়। হঠাৎ কোন প্রকার সংবাদ প্রাপ্ত হেতু যদি উক্ত প্রকার অবস্থা অথবা কোন প্রকার অসুস্থতা উৎপন্ন হয় তাহার পক্ষে কফিয়া একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু কফিয়া এইরূপ অবস্থার প্রারম্ভে উত্তম কার্য্য করে (কষ্টিকম। কুসংবাদ শ্রবণে হইলে জেলসিমিয়াম)।

চুলকানি—চর্ম্মরোগে চুলকানিবশতঃ রোগীর নিদ্রাহীনতায়ও কফিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়, এত অধিক চুলকায় যে স্থান হইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে এবং জ্বালা করে। কফিয়ায় এইরূপ অবস্থা চর্ম্মের অত্যধিক স্পর্শাধিক্যতা (Hypersensativeness) হেতুই হইয়া থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—২০০ এবং উচ্চ শক্তি অধিক কার্য্যকরী, নিম্নক্রমে নিদ্রা আনয়ন না করিয়া বরং নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইবে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—অত্যধিক মানসিক আবেগে, আনন্দে, উগ্র আঘ্রাণে, গোলমালে, খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডায়, রাত্রিতে।

রোগের উপশম—উত্তাপে, শয়নে, বরফবৎ শীতল জল কিংবা বরফ মুখে ধারণে।

ইউফ্রেসিয়া (Euphrasia)

ইউফ্রেসিয়ার যাহা কিছু তদসমুদায়ই শ্বাসপ্রশ্বাস এবং চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (Respiratory and mucous membrane) উপর প্রকাশ হইয়াছে। এতদস্থানে প্রদাহ উপৎপন্ন করিয়া প্রচুর তরল শ্লেষ্মা নিঃসরণ করায় কাজে কাজেই তরল সর্দ্দি স্রাবে (fluent coryza) ইউফ্রেসিয়াকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় এবং বাস্তবিকই ইউফ্রেসিয়া তরল সর্দ্দির একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু ইউফ্রেসিয়ার এইরূপ কার্য্য অনেকটা স্থানীয় (local)। সর্ব্বসাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার এইরূপ লক্ষণে আর্সেনিকই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইউফ্রেসিয়ায় সর্দ্দিতে যোজকত্বক অর্থাৎ শুক্লমণ্ডলের (conjunctiva) আক্রমণ হওয়া একটি বিশেষ ধর্ম্ম। তদহেতু চক্ষু হইতে তরল জলবৎ প্রচুর স্রাব নিঃসরণ হইতে থাকে এবং চক্ষু হইতে নিঃসৃত স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক (acrid) কিন্তু নাসিকার স্রাব কোমল (bland) (সেপার বিপরীত)।

ইউফ্রেসিয়ার যাবতীয় কার্য্য নাসিকা এবং চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষতঃ চক্ষু এবং নাসিকা হইতে সর্দ্দি স্রাব।

২। প্রচুর ক্ষতকারক অশ্রুস্রাব এবং তদসহিত প্রচুর কোমল নির্দ্দোষযুক্ত সর্দ্দিস্রাব (এলিয়াম সেপার বিপরীত) (Profuse acrid lachrymation, with profuse, bland coryza)

৩। চক্ষু সকল সময় জলে পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বদা চক্ষু হইতে জল নির্গত হইতেছে। প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া যায়। চক্ষুর পাতার ধার লাল এবং প্রদাহযুক্ত।

৪। ঋতুস্রাব—নিয়ম মত ঠিক সময়ে হয়, যন্ত্রণাযুক্ত। রক্তস্রাব মাত্র এক ঘণ্টা থাকে কিংবা বিলম্বে হয়। স্রাব স্বল্প, মাত্র একদিন থাকে।

৫। হুপিং কাশি—কাশির সময় প্রচুর অশ্রুস্রাব হয়, কাশি কেবলমাত্র দিবসে হয় (ফেরাম, নেট্রাম মিটর)

সাধারণ লক্ষণ।

১। প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা গলদেশ হইতে পরিষ্কার করা কালীন, প্রাতঃকালীন আহার বমন হইয়া উঠিয়া যায়—

২। রজঃবোধ—চক্ষু এবং নাসিকা হইতে প্রচুর স্রাব বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষুপ্রদাহ—ইউফ্রেসিয়া বহুকাল হইতেই চক্ষুরোগের একটি মহৌষধরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং চক্ষুরোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। প্রথমতঃ চক্ষুর পাতার প্রদাহ হয় এবং চক্ষুর পীড়ার আভ্যন্তরিক গাত্র (inner surface) বিশেষরূপ লালবর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠে। ক্রমশঃ তাহাতে ক্ষত (ulceration) দেখা দেয়—এবং চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতকারক ঘন অশ্রুস্রাব নির্গত হইতে থাকে ও তাহার স্পর্শে গণ্ড-যুগল হাজিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আলোকাতঙ্ক বর্ত্তমান থাকে—সূর্য্যের আলো সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু তদপেক্ষা কৃত্রিম আলোতে অর্থাৎ তৈলের প্রদীপ ইত্যাদিতে কষ্ট আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। বেলেডোনায় চক্ষু 'প্রদাহ—কৃত্রিম আলো একেবারেই সহ্য করিতে পারে না।

একোনাইটে—সূর্য্যের আলো আদপেই সহ্য করিতে পারে না।

ইউফ্রেসিয়ায় চক্ষুরোগে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—উহা হইতেছে স্বচ্ছাবরকে (cornea) চট্ চটে শ্লেষ্মার সমাবেশ। (tendency to an accumulation of sticky mucous on the cornea) যেন শ্লেষ্মার পর্দ্দায় চক্ষুর কর্ণিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে—চক্ষুর যে কোন প্রকার প্রদাহই হউক না কেন—এবং তৎসহিত সর্দ্দি থাকুক আর নাই থাকুক—আলোকাতঙ্ক এবং প্রচুর ক্ষতকারক অশ্রুস্রাব থাকিলে ইউফ্রেসিয়ার বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। বরং ইউফ্রেসিয়ায় প্রায়ই চক্ষুর পাতার প্রদাহ থাকে। (আর্সেনিক, এপিস, রাসটক্স) যাহাকে Blepharitis বলা হয়। আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—ইউফ্রেসিয়ার চক্ষুরোগে—অত্যন্ত অশ্রুস্রাব হয় এবং চক্ষু যেন সদা সর্ব্বদা জলে ভরিয়া আছে ও প্রাতঃকালে জুড়িয়া যায়। এই ঔষধ চক্ষুরোগে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার হইয়া থাকে।

স্ক্রফিউলাস জাতীয় চক্ষুরোগেও ইহা উত্তম কার্য্য করে—কর্ণিয়ার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুরি জন্মায়, চক্ষু হইতে নিঃসৃত-পুঁজ সদৃশ স্রাব গালে রাখিলে গাল হাজিয়া যায়। সময় সময় কর্ণিয়ার উপর শ্লেষ্মা পর্দ্দা পড়ে তাহার দরুণ রোগীর দৃষ্টি সাময়িক

অপরিষ্কার হয় কিন্তু পুছিয়া ফেলিলে অপরিষ্কার পরিষ্কার হইয়া দৃষ্টির ঘোলা ভাব কাটিয়া যায়।

আঘাত লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহেও ইউফ্রেসিয়া আর্ণিকার ন্যায় আরোগ্য হয়। কিন্তু আর্ণিকার স্রাব ক্ষতকারক হয় না এবং কর্ণিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুরি জন্মায় না—কেবল আঘাত জনিত যন্ত্রণা এবং তদ্দহেতু প্রদাহ থাকে। আঘাত জনিত চক্ষু প্রদাহের আরম্ভেই যদি ইউফ্রেসিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ক্ষত প্রকাশ পাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ কালীন মধ্যে মধ্যে এক এক বার সালফার দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন কি কর্ণিয়ার ক্ষতের দাগও ইহাতে আরোগ্য হয় এইরূপ বর্ণিত আছে।

ইউফ্রেসিয়া যদিও চক্ষুর অত্যন্ত গভীরতম প্রদেশে অধিক কার্য্য করে না কিন্তু বাতজনিত iritis এ ইহার ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় চক্ষু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চক্ষুর তারকামণ্ডল আলোতে প্রতিক্রিয়া ভাল করে না এবং প্রদাহবশতঃ aqueous humor ঘোলা হয় এবং দৃষ্টিও তদহেতু সাময়িক অপরিষ্কার হয় (If you examine the eye, you find the iris reacts very tardily to light and the aqueous humor is cloudy from the admixture of the products of inflamation).

অত্যন্তজ্বালাযুক্ত কিংবা হুলফোটানবৎ কিংবা তীরবিদ্ধবৎ (shooting) যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণার সহিত ক্ষতকারক অশ্রু স্রাব বর্ত্তমান থাকা চাই। এই শেষোক্ত লক্ষণটিই (acrid lachrymation) হইতেছে ইউফ্রেসিয়ার বিশেষ বিশেষত্ব।

ইউফ্রেসিয়ার সহিত মার্কিউরিয়াসের প্রভেদ— উভয় ঔষধেই ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ হয় এবং blepharitis এ উত্তম কার্য্য করে কিন্তু মার্কিউরিয়াসে চক্ষুস্রাব ইউফ্রেসিয়া অপেক্ষা বরং পাতলা এবং মার্কিউরিয়াসের যন্ত্রণা অগ্নির উত্তাপে এবং

স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াস প্রমেহ রোগবশতঃ চক্ষুপ্রদাহে ভাল কাজ করে।

ইউফ্রেসিয়া এবং আর্সেনিক—উভয়েরই অশ্রুস্রাব ক্ষতকারক, উভয়েতেই কর্ণিয়াতে ফোস্কা সদৃশ ফুস্কুরি (phlyctenulae) জন্মায়। উভয়ই স্ক্রফিউলাস (serofulous) রোগে ব্যবহার হয় কিন্তু আর্সেনিকের জ্বলন অগ্নিবৎ এবং বিশেষভাবে মধ্য রাত্রিতে অধিক হয় ও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং পিপাসা বর্ত্তমান থাকে, উষ্ণ জলে অথবা উত্তাপে যন্ত্রণার উপশম হয়। ইউফ্রেসিয়ায় উক্ত প্রকার জ্বলন অস্থিরতা পিপাসা কিছুই থাকে না।

ইউফ্রেসিয়া এবং রাসটক্স—উভয়েতেই প্রচুর অশ্রুস্রাব হয়, উভয়েরই অশ্রুস্রাবে গণ্ডযুগল হাজিয়া যায়। উভয়েতেই চক্ষু হইতে প্রচুর পুঁজ স্রাব হয় কিন্তু রাসটক্সের পুঁজ ইউফ্রেসিয়া অপেক্ষা পাতলা এবং রাসটক্সে প্রায়ই দক্ষিণ চক্ষু আক্রান্ত হয় কিন্তু ইউফ্রেসিয়ায় উভয় চক্ষুই আক্রান্ত হয়, ইহা ব্যতীত রাসটক্সে বাতজনিত তারকা মণ্ডলের (iris) প্রদাহ থাকে, যন্ত্রণা চক্ষুর ভিতর দিয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ঠেলিয়া বাহির হয় (darting from the eye through to the occiput) সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, এপাশ ওপাশ করা ইত্যাদি এবং নড়াচড়ায় ও উত্তাপে উপশম লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রাসটক্স বাতিকগ্রস্থ রোগীতে কিংবা জলে ভিজিয়া কিংবা অধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ হইলে ভাল কাজ করে।

বেলেডনা—তরুণ চক্ষু প্রদাহ। আলো অথবা উজ্জ্বল পদার্থ অথবা গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। চক্ষুর স্বচ্ছাবরক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়, চক্ষু হইতে উষ্ণ জল কাটে, চক্ষুর কষ্ট হেতু মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়।

সর্দ্দি—ইউফ্রেসিয়া সর্দ্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস ইত্যাদির সমকক্ষ। এলিয়াম সেপার সহিত এই ঔষধকে আমরা প্রায়ই গোলমাল করিয়া ফেলি কিন্তু ইহাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউফ্রেসিয়ার সর্দ্দিস্রাব bland কিন্তু অশ্রুস্রাব ক্ষতকারক আর এলিয়াম সেপার সর্দ্দিস্রাব ক্ষতকারক কিন্তু অশ্রুস্রাব bland। ইউফ্রেসিয়ার সর্দ্দির সহিত অত্যন্ত কাশি থাকে এবং গয়েরও যথেষ্ট উঠে।

হাম—হামের প্রারম্ভে যখন চক্ষু জলে ছল ছল করে এবং তৎসহিত যখন তরল সর্দ্দি থাকে ইউফ্রেসিয়া সেইরূপ অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। ডাক্তার হিউজ এইরূপ অবস্থায় ইউফ্রেসিয়ার সহিত একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করেন (The coryza which accompanies the commencement of measles is one to which Euphrasia is well-suited and I nearly always give it in this stage in alternation with Aconite—Dr Hughes. In measles with watery eyes and fluent coryza it is sometimes the best remedy—Nash)

হুপিং কাশি—কাশিকালীন চক্ষু হইতে অত্যন্ত জল নির্গত হইতে থাকে এবং কাশি কেবল দিনের বেলা হয় রাত্রিতে হয় না।

ঋতুস্রাবকালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় কিন্তু সময়ের বিশেষ অনিয়ম থাকে না। স্রাব কেবল এক ঘণ্টা মাত্র থাকে (flow lasting only one hour), স্বল্প অল্পক্ষণ অথবা একদিন মাত্র স্থায়ী। রোগীর অন্যান্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬, ৩০ অধিক প্রচলিত। চক্ষু প্রদাহে ইহার বাহ্যিক মূল অরিষ্টের ৪ ফোঁটা এক আউন্স পরিশ্রুত জলে মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে ফোঁটা দেওয়া হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—পালসেটিলা, (চক্ষুর স্রাব এলিয়াম সেপার বিপরীত)।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, শয্যায়, উত্তাপে, দক্ষিণের বায়ুতে।

চিনিমাম সালফ (Chinimum Sulph)

ইহা কুইনাইন নামেই বিশেষ পরিচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুইনাইন, সিনকোনার অর্থাৎ চায়নার একটি প্রধান উপক্ষার (alkaloid)। ইহার ব্যবহার আমাদিগের হোমিওপ্যাথিকে জ্বর ব্যতীত আর কোন রোগে প্রচলিত দেখা যায় না। এলোপ্যাথিকে ইহা নানান রোগে যদিও ব্যবহার হয়—কিন্তু ইহা তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান জ্বরঘ্ন (antipyretio)। কুইনাইনের জ্বরের নিজস্ব বিশিষ্ট লক্ষণ থাকা সত্বেও—তাহারা অত্যন্ত অবিচারভাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্বর বন্ধ করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়—এতদ হেতুই ইহার প্রয়োগের এত অধিক অপব্যবহার হইয়াছে এবং তজ্জন্য দেশে, অত্যন্ত কুফল উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার অধিক প্রয়োগ হেতু কত লোকের মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কত লোকের চক্ষুর দৃষ্টি অন্ধ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হইয়াছে। কত স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা দুর্ব্বল হইয়াছে, কত শিশু অকাল প্রসব হইয়াছে, কত শিশু বিকলাঙ্গ হইয়াছে। কত লোক জরাজীর্ণ প্লীহা যকৃত রোগে ভুগিতেছে। কত লোকের স্বাস্থ্য চিরজীবনের মত নষ্ট হইয়াছে। কত লোকের শারীরিক ধাতু দোষ ঘটিয়াছে। আমার মনে হয় দেশে আজ এত অধিক রোগের সৃষ্টি হইত না যদি কুইনাইনের এবম্প্রকার অপব্যবহার না হইত। কুইনাইনের গুণের কথা কেহ অস্বীকার করিবে না কিন্তু ইহার গুণের যথাযথ সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে না পারায় এত কুফলাফল দেশে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু ইদানীং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

কুইনাইন লক্ষণে, কুইনাইন এমন কি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় এবং তাহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়—নতুবা কুইনাইন গাদা গাদা খাওয়াইলেও জ্বর আরোগ্য হইবে না, বন্ধ হইবে বটে অর্থাৎ সাময়িক অবরুদ্ধ (suppress) থাকিবে কিন্তু ইহার দ্বারা ফলাফল অধিকতর খারাপ হইবে।

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু বিষদৃশ ফল কিছু না কিছু দৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক লোকের এইরূপ ধারণা যে কুইনাইন ব্যতীরেকে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয় না। ইহা তাহাদিগের

সম্পূর্ণ ভ্রম। আমরা নিত্যই এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যর্থ মনোরথ কত ম্যালেরিয়া রোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেছি, কত কুইনাইন দ্বারা ধাতুবিকারগ্রস্থ রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হইতেছে। কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু হস্তপদাদির বাত, উদরী, শোথ, পুরাতন উদরাময়, যকৃত এবং প্লীহার যান্ত্রীকদোষ ইত্যাদি সমূহ হোমিওপ্যাথি ঔষধে আরোগ্য হইতেছে। ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপমান করা হইবে। এক্ষণে আমরা কি কি লক্ষণে চিনিয়াম সালফ প্রয়োগ করিয়া থাকি তাহাই নিম্নে দিতেছি। (আমরা চিনিযাম সালফ সদাসর্ব্বদা ডাইলিউসন প্রয়োগ করিয়া থাকি। মূল ঔষধ ব্যবহার করি না)।

সময়—প্রাতে ১০টা অথবা—১১টা। বৈকালে ৩টা। বিশেষ নিশ্চয়তা নাই। A perfect regularity both in the invasion and progress of the paroxysm is always guiding.

কারণ—জলাভূমির বাষ্প, ম্যালেরিয়া।

শীতাবস্থা—পিপাসা থাকে। বৈকাল ৩টার সময় কম্প দিয়া শীত হয় (এপিস্, সিড্রন), মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে। ওষ্ঠ এবং নখ সমুদয় ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়। পৃষ্ঠ দেশের মেরুদণ্ডের অস্থিতে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ হয়।

উত্তাপাবস্থা—পিপাসা থাকে। উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল হয়। সর্ব্বাঙ্গ আগুনের ন্যায় গরম হয়। মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হয়, এবং রোগী প্রলাপ বকে। মেরুদণ্ডের অস্থিতে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ।

ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম কালীন অর্থাৎ স্থিরভাবে থাকা কালীন মধ্যে মধ্যে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। কটি দেশের মেরুদণ্ডের অস্থিতে এবং sacrunএ চাপ দিলে বেদনা বোধ।

বিচ্ছেদাবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বিচ্ছেদাবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় না। গাত্র ঘর্ম্ম শুষ্ক হইতে না হইতেই পুনরায় শীত আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ জ্বর দেখা দেয়।

তরুণ জ্বরে শীত অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতেও পারে কিংবা সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে। শীত এবং দাহ অবস্থায় জল তৃষ্ণা না থাকিলে চিনিমাম

সালফ নির্ব্বাচিত হয় না—এবং ঘর্ম্ম দাহ অবস্থার পর নিশ্চয়ই হওয়া চাই। একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চিনিনাম সালফের সকল অবস্থাতেই মেরুদণ্ডের অস্থিতে বিশেষতঃ পৃষ্ঠ দেশে (dorsal vertebra) চাপ দিলে বেদনা থাকা কর্ত্তব্য। ইহা কুইনাইনের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ইহা ব্যতীত চিনিনাম সালফে প্লীহা বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

চায়না।

সময়—সকল সময়, রাত্রি ব্যতীত। সময়ের বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। প্রত্যেক ১৪ দিন, ৭ দিন।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা বোধ করে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। জল পানে শীত বৃদ্ধি হয়।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। গাত্রে কাপড় রাখিতে ইচ্ছা করে না। মাথার যন্ত্রণা হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা থাকে। আবৃত স্থানে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

শীত এবং উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা থাকিলে চায়না নির্ব্বাচিত হয় না। ঘর্ম্ম প্রচুর হয়, গাত্রের বস্ত্র ভিজিয়া যায়।

চিনিয়াম সালফ।

সময়—প্রাতে ১০টা, ৩টা এবং ১০টা ঠিক সময় থাকে।

বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ থাকে না।

পিপাসা থাকে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে। ওষ্ঠদ্বয় এবং নখ নীলবর্ণ। পৃষ্ঠ দেশের মেরুদণ্ডে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ করে।

পিপাসা থাকে। গাত্র ত্বক উত্তপ্ত, শুষ্ক। মেরুদণ্ডে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ করে।

অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বিশ্রাম অবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। কটি দেশে চাপ দিলে বেদনা বোধ করে।

শীত এবং উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা না থাকিলে চিনিমাম সালফ নির্ব্বাচিত হয় না। উত্তাপ অবস্থার পর ঘর্ম্ম হওয়া চাই।

এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম

(Apocynum Canabinum)

ইহার বাঙ্গলা নাম সিদ্ধি। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। হোমিওপ্যাথিকে ইহা একটি বৃহৎ মূত্রকারক ঔষধ। মূত্র বৃদ্ধি করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। এপোসাইনামের মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা ব্যতীত জীবনীশক্তির উপরও যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। কারণ ইহাতে দেখা গিয়াছে সঙ্কোচক পেশীর শিথিলতা, পেশীর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

উদরী—এপোসাইনাম শোথ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়াই পরিচিত। শোথে ইহা এত অধিকরূপ প্রয়োগ হয় যে, চিকিৎসকগণ অন্যান্য লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়াই অত্যন্ত অবিচারিত (indiscriminately) ভাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে অনেকে পেটেণ্ট ঔষধরূপেও বিক্রয় করেন। ডাক্তার হেল বলেন সকল প্রকার শোথেই ইহা বিশেষ উপকারী, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, মস্তক শোথ, বক্ষঃশোথ এবং বিশেষভাবে উদরী যে কারণ হইতেই উৎপন্ন হউক, এপোসাইনাম অতি উত্তম কার্য্য করে। (Anasarea, hydrocephalus, hydrothorax and specially ascites of all kinds and from all causes cured by it. And all that is known is just this—that Apocynum has virtues of a remarkable kind in the treatment of all varieties of dropsy.)

Dr. A. Clifton says—the dropsy in which the decoction of Apocynum will act beautifully is where passive congestion and enlargement of the liver are the primary causes of the ascites, leading to cardiac dilatation and kidney inaction—the urine containing small amounts of albumen but gives no true evidence of Bright's disease. In this Apocynum is all sufficient.

in removing the water, stimulating the kidneys to pass as much as two quarts in 24 hours. Besides this it acts well in Rheumatism, with oedema of feet and scanty secretion.

ডাক্তার ক্লিফটন বলেন—যকৃতের রোগ এবং বিবৃদ্ধি যখন উদরীর মুখ্য কারণ হয় এবং তদহেতু হৃদপিণ্ডের প্রসারণ এবং মূত্রপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে এপোসাইনামকে উচ্চস্থান দেওয়া উচিত। এতদসহ মূত্রে কিঞ্চিৎ এলবিউমেন প্রকাশ পাইলেও কিন্তু প্রকৃত ব্রাইট ডিজিজ (Bright disease) বলা হইতে পারে না।

এপোসাইনামের শোথ রোগে যান্ত্রিক গোলযোগ প্রায়ই থাকে না। রোগী খাদ্যদ্রব্য সহ্য করিতে পারে না, যাহা আহার কিংবা পান করে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্সেনিক)। এপোসাইনামে জলপিপাসা থাকে, (এপিসে থাকে না) কিন্তু জল সহ্য হয় না।

বক্ষকুদক (Hydrothorax)—মস্তকে ভার ভার বোধ, নিম্নোদর এবং পদযুগলের স্ফীতি, বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বদা তন্দ্রাযুক্ত, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠ কাঠিন্য অথচ মলশক্ত নয়, মূত্র স্বল্প অথবা প্রচুর অথবা সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু অসাড়ে প্রস্রাব। বক্ষঃস্থল এবং epigastric প্রদেশের চাপ বোধ এবং তদহেতু কথা বলিতে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে কষ্ট, সঙ্গে হৃদস্পন্দন এবং নাড়ীর গতির অনিয়ম ইত্যাদি লক্ষণসমূহ বক্ষকুদকে (cardiac dropsy) প্রায় বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক—এপোসাইনামের সহিত ইহার কতক বিষয়ে অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে—পিপাসাবোধ এবং জলপান করে, উভয়েতেই জলপান করা মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়। উভয়েতেই উদরে অর্থাৎ epigastric প্রদেশে খালি খালি বোধ হয় কিন্তু আর্সেনিক রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং পিপাসায় তারতম্যও রহিয়াছে। আর্সেনিক পুনঃ পুনঃ পান করে অথচ পরিমানে অল্প অল্প খায় আর এপোসাইনাম অধিক অধিক জল পান করে।

হেলিবোরাস এবং ডিজিটালিস্—ইহাদিগেতেও এপোসাইনামের ন্যায় নিশ্চেষ্টতা এবং নাড়ীর দুর্ব্বলতা যদিও রহিয়াছে কিন্তু

বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ না থাকিলে এপোসাইনামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডিজিটালিসের নাড়ীর গতি ইণ্টারমিটেণ্ট এবং দুর্ব্বল, ইহার নির্ব্বাচন নাড়ীর উপরই অধিক নির্ভর করে।

মস্তক শোথ—মস্তক শোথে (hydrocaphalous) এপোসাইনামের প্রয়োগ দেখা যায়। সম্মুখস্থ অস্থি ঠেলিয়া থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্র ফাঁক (wide open) হইয়া যায়। দৃষ্টি বক্র হয় এবং এবং রোগের চরম অবস্থায় এক কিংবা উভয় চক্ষুর দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায় এবং শরীরের এক পার্শ্ব সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়, একটি পা এবং একটি হাত সর্ব্বদা নাড়িতে থাকে। এপিসের সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু এপোসাইনামে এপিসের ন্যায় চিকুকীর শব্দ থাকে না। কিন্তু এপিস অপেক্ষা বারাবাড়ি অবস্থাতেও এপোসাইনাম ব্যবহার হয়।

উদরাময়—মল প্রচুর জলবৎ তরল পীত কিংবা কটা আভাযুক্ত এবং কথন কথন অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত। হঠাৎ বেগের সহিত সমুদয় মল একসঙ্গে হঠাৎ বহির্গত হয় বোতলের ছিপি খুলিয়া গেলে যেরূপ হয়। মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশী এত অধিক দুর্ব্বল যে মল আপনা হইতে বহির্গত হইয়া যায় অথবা বায়ু নিঃসরণেই বাহির হইয়া পড়ে। মলত্যাগান্তে রোগী নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং নিম্নোদর শূন্য বোধ করে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয় এবং শীতল ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায়। যদিও এলোজের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু মল সম্বন্ধেই ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে—যেহেতু এলোজের মল জেলির ন্যায় শ্লেষ্মাবৎ এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় ও পেটের যন্ত্রণা উপুড় হইলে উপশম হয় আর এপোসাইনামের মল জলবৎ তরল।

রজঃলোপ—অল্পবয়স্ক বালিকাদিগের কষ্ট রজঃ (amenorrhoea) সহ পদযুগল এবং নিম্নোদরের স্ফীতি এবং শোথ প্রকাশ পাইলে এপোসাইনাম অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

শোথ রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় এপিস, এপোসাইনাম এবং ডিজিটালিসে বিশেষ কোন উপকার না হইলে ব্ল্যাটাওরিয়েণ্টালিস প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ইহাও দেখিয়াছি।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্টই অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হয়। আমি স্থান বিশেষে মূল অরিষ্ট কিংবা ১x, ৩x, ইত্যাদি ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—শোথ রোগে এসেটিক এসিড, এপিস, চায়না, ডিজিটালিস।

এপিস, এপোসাইনাম, ডিজিটালিসে শোথের কোন উপকার না হইলে ব্ল্যাটা ওরি এন্‌টালিসে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

এবিস ক্যানডেন্‌সিস
(Abies canadensis)

শৈষ্মিক ঝিল্লির উপর কার্য্য প্রকাশ করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটায়। এবিস ক্যানাডেনসিসে পাকাশয়ের লক্ষণই বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে। পাকাশয় এবং নিম্নোদর জ্বালা করে এবং ফাঁপিয়া উঠে ও তৎসহিত হৃৎকম্পন বর্ত্তমান থাকে। এবিস ক্যানাডেনসিসে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—পরিপোষনক্রিয়ার অভাব হেতু জরায়ু চ্যুতি।

মাত্রা—১x, ৩x, ৬x ক্রম

এবিস নাইগ্রা (Abies Nigra)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ—ইহার একমাত্র ব্যবহার পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাকাশয়ের যন্ত্রণা আহারের পরই সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। রোগী মনে করে সে কোন অজীর্ণ দ্রব্য কিংবা সিদ্ধ ডিম্বের ন্যায় শক্ত পদার্থ আহার করিয়াছে, ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয়ের মুখে আটকাইয়া রহিয়াছে। পাকাশয়ের ঊর্দ্ধদেশে যেন শক্ত কি একটি পদার্থ গিট্ পাকাইয়া রহিয়াছে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩x, ৬ এবং ৩০ শক্তি ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—নাক্স, চায়না, পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—আহারের পর।

এবসিন্থিয়াম (Absinthium)

এবসিন্থিয়ামকে মৃগী রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয় ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে মৃগী রোগ সদৃশ হস্ত পদের আক্ষেপ (spasm) প্রকাশ পায়। নানা প্রকার অবাস্তব বস্তু দর্শন করে এবং রোগী প্রলাপ অবস্থায় হাটাহাটি করিয়া বেড়ায়, স্থির হইয়া থাকে না।

নিদ্রাহীনতা—এবসিন্থিয়ামকে টাইফয়েড জ্বরে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে রক্তাধিক্যতা হেতু নিদ্রাহীনতার উচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃঘূর্ণনে রোগী শরীরের পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয় (with a tenduay to fall backward)। মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক খুঁচুনি হয় (spasmodic facial twitching)।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, সিকিউটা, আর্টিমিসিয়া।

মাত্রা—১x, ৩x, ৬x, ৬ নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত।

একালিফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। কলিকাতার স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার টনিয়ার ইহা আবিষ্কার করেন।

ইহার সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র কার্য্য রক্তোৎকাশে (Haemoptysis)। ইহাকে ক্ষয়কাশের প্রারম্ভের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ডাক্তার ক্লিফটন বলেন ফুসফুসের টিউবার কিউলোসিসের দরুন রক্তকাশের ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কাশিশুষ্ক এবং কাশির সহিত রক্ত উঠে। প্রাতে এবং রাত্রিতে অধিক হয়। কোনপ্রকার জ্বর থাকে না। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং খুব প্রচুর হয় না। রোগী ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে। বক্ষঃস্থলে সকল সময় যন্ত্রণাও থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউশন—১x, এবং ৬ষ্ঠক্রম প্রয়োগ হয় কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসককে নিম্নক্রম ১x, ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই। আমি নিজেও ২x, ৩x ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মিলিফোলিয়াম, ফস্ফরাস।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে।

একটিয়া স্পাইকেটা (Actea spicata)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বাত রোগে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শরীরের বৃহৎ সন্ধিস্থল সমূহ আক্রান্ত হয় না বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থল অধিক আক্রান্ত হয় এবং বিশেষভাবে হস্তের মনিবন্ধ। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে রোগী ভ্রমণের পুর্ব্বে অর্থাৎ স্থির অবস্থায় ভালই থাকে, কিন্তু যতই ভ্রমণ অর্থাৎ হাটাহাটি করে অর্থাৎ রোগী সামন্য ক্লান্ত হইলেই সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয় এবং ফুলিয়া উঠে।

ভাইওলা ওডোরেটা—ইহাতে দক্ষিণ মনিবন্ধ আক্রান্ত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬x ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কলোফাইলাম, সিমিসিফিউগা, লেডাম।

এডোনিস ভার্ণালিস (Adonis Vernalis)

বাত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হৃৎপিণ্ডের পেশীর fatty degenration এর অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। এডোনিস ভার্ণালিসকে হৃৎপিণ্ডের শোথ (cardiac dropsy) রোগে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। নাড়ীর এবং হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল—হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা, স্পন্দন (palpitation) এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট ইত্যাদি প্রকাশ পায়। প্রস্রাব স্বল্প এবং এলবিউমেন যুক্ত।

মাত্রা—৫ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ডিজিটালিস, ক্রেটেগাস, কনভাল, ষ্ট্রোফেনথাস।

এমিগডেলাস পারসিকা
(Amygdalus Persica)

শিশুদিগের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃসত্ত্বাবস্থাকালীন এবং ভীষণ বমনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার এডসন বলেন—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনে যতই ঔষধ আমি ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু এমিগডেলাসকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখিয়াছি—(Dr. C. C. Edson says—It will more frequently allay the vomiting of pregnant women than any remedy I have ever met)।

শিশুর পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয়, কোনপ্রকার খাদ্য সহ্য হয় না। শিশু অনবরত বমন করিতে থাকে।

মাত্রা—৪।৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

এমেগডেলা এমারা (Amygdala Amara)

তালুমূল স্ফীতি এবং প্রদাহের অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণায় এমেগডেলা নির্ব্বাচিত হয়। টাকরা এবং গলদেশ গাঢ় লালবর্ণ হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগী কোন কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারে না—সময় সময় রোগী যন্ত্রণায় চেঁচাইতে থাকে। এইপ্রকার লক্ষণে ডিফ্থিরিয়াতেও এমেগডেলা উত্তম কার্য্য করে। তালুমূলের প্রদাহ এবং অত্যন্ত তীব্র তরুণ যন্ত্রণা হয়। গলদেশ, উপজিহ্বা এবং টাকরা এতদসমুদায়

স্থান অত্যন্ত গাঢ় লালবর্ণ এবং দুর্ব্বলতা এই কয়েকটি লক্ষণই হইতেছে এমেগডেলার বিশেষ পরিচায়ক।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট উত্তমকার্য্য করে।

এলিউমেন (Alumen)

ইহার বাংলা নাম ফটকিরি।

এলিউমেনের প্রয়োগ রক্তস্রাব এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত স্বরভঙ্গ এবং টিসুরকঠিনতায়ও ইহা প্রয়োগ হয়।

রক্তস্রাব—এলিউমেন টাইফয়েডে উদর হইতে রক্তস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে যকৃতের ন্যায় চাপযুক্ত এবং চাপ সমুদায় বৃহৎ আকারের এতদসহ রক্তাম্বু (serum) বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা বিশেষ থাকে না।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে। মলত্যাগের কিছুমাত্র ইচ্ছাই হয় না এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া যায়। রোগী অত্যন্ত কোঁথায় অথচ মল নির্গত হয় না। মল গুট্‌লে গুট্‌লে, মলত্যাগ হইলেও, তথাপি মল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়।

ক্ষত—ক্ষতের মধ্যস্থল শক্ত এবং কঠিন হয়। এই কঠিনতা এলিউমেনের একটি স্বভাব। গ্রন্থি, এপিথেলিওমা, (epithelioma) ইত্যাদি বহুদিন প্রদাহ হইয়া ক্ষত অবস্থায় পরিণত হয়। ক্ষতের পার্শ্ব এবং মধ্যস্থল সমুদয় কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

স্বরভঙ্গ—গলার স্বর সম্পূর্ণ বসিয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি হয়।

হৃৎকম্পন (**Palpitation**) রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে হৃৎকম্পন বৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—অতি উচ্চক্রম এবং ২০০ শক্তি অধিক ফলপ্রদ।

রোগের বৃদ্ধি—শিরঃপীড়া ব্যতীত যাবতীয় উপসর্গ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

এমোনিয়াম বেঞ্জোইকাম
(Ammonium Benzoicum)

ইহার আর একটি নাম বেঞ্জোয়েট অফ এমোনিয়া (**Benzoate of Ammonia**)। গেঁটে বাতযুক্ত ব্যক্তিদিগের এলবিউমিনিউরিয়ায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলির গেঁটেবাতে তরল পদার্থের সমাবেশ হয়। প্রস্রাব ধূঁয়ার মত, স্বল্প এবং এলবিউমেন যুক্ত। দক্ষিণ মূত্রপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—২x চূর্ণ, ৬ এবং ৩০ শক্তি প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—টেরিবিন্থ, বেঞ্জোয়িক এসিড।

এলবিউমিনিউরিয়া—ক্যালমিয়া, হেলোনিয়াস, মার্ককর বার্বেরিস, ক্যান্থারিস।

এমোনিয়াম ব্রোমেটাম
(Ammonium Bromatum)

ইহাকে ব্রোমাইড অফ এমোনিয়াও বলা হয় (Bromide of Ammonia)। ইহার প্রয়োগ পুরাতন কণ্ঠনালী এবং গলকোষের শ্লেষ্মায়, স্নায়ুশূলবৎ শিরঃপীড়ায় এবং মেদাধিক্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গলদেশ সুড় সুড় করিয়া শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশির উদ্রেক হয় এবং কাশি রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। শেষ রাত্রি ৩টার সময় কাশিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—কেহ কেহ ১x ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন—কিন্তু ২০০ শক্তি অধিক প্রচলিত।

এমনিয়াম কষ্টিকাম (Ammonium Causticum)

ইহার প্রয়োগ আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে অধিক দেখিতে পাই। গলার স্বর বসিয়া যায়, গলদেশে জ্বালাজনক কাঁচা কাঁচা বোধ (burning rawness in throat)।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

এমোনিয়াম ফস্‌ফরিকাম
(Ammonium Phosphoricum)

এমোনিয়াম ফস পুরাতন গেঁটেবাত গ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইপ্রকার ব্যক্তিদিগের ব্রোঙ্কাইটিস এবং অঙ্গুলির সন্ধিস্থলের ও হস্তের পশ্চাদ্দেশের অস্থিগুলমতে উত্তম কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাতে, স্কন্ধ দেশের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণার, বক্ষঃস্থলের চারি পার্শ্বে চাপ বোধ, ইত্যাদিতেও এমোনিয়াম ফসের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্দ্দি—নাসিকা এবং চক্ষু হইতে জলবৎ তরল সর্দ্দি স্রাব হয় এবং তদসহিত হাঁচি থাকে—ইহা কেবলপ্রাতেই অধিক হয়।

মূত্র—গোলাপি রংযুক্ত তলানি পড়ে।

প্রয়োগবিধি—৬x চূর্ণ অধিক প্রচলিত।

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম
(Ammonim muriaticum)

রোগী এবং কটি স্নায়ুশূল—এমন মিউর বিশেষভাবে নিস্তেজ এবং অলস প্রকৃতি মোটা অথবা স্থূলকায় শরীর অথচ হস্তপদাদি অত্যন্ত অধিক শীর্ণ এবং পাতলা, এই প্রকার দেহগঠনবিশিষ্ট লোকের প্রতি ভাল কাজ করে। কার্ব্বনেটের ন্যায় এমন মিউরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ভীষণ প্রদাহ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু এমন মিউরের কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলের উপর অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। বাম জানুতে এই প্রকার যন্ত্রণা হয়, মনে হয় যেন tendons অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, রোগীকে এই জন্য খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতে হয়। এমন মিউরের স্নায়ুমণ্ডলের উপর যথেষ্ট কার্য্য আছে

বলিয়াই কটি স্নায়ুশূলে (sciatica) ইহা অতি উত্তম কার্য্য করে এবং কটিস্নায়ু-শূলের ইহাকে একটি বৃহৎ ঔষধ বলা হয়। উপবেশন কালে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় কিন্তু চলাফেরায় কতকটা উপশম হয়। কোন অঙ্গচ্ছেদ হওয়ার (amputation) পর ছিন্নাগ্রের স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও এমন মিউর একটি উপযুক্ত ঔষধ। পায়ের গোড়ালির ক্ষতহেতু ভীষণ যন্ত্রণায়ও এমন মিউর প্রায়ই প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যায় বৃদ্ধি হয় এবং ঘর্ষণে (rubbing) উপশম হয়। পায়ের গোড়ালির যন্ত্রণায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও ব্যবহার হয়। পালসেটিলা—(প্রদাহ থাকে) কষ্টিকম, ম্যাঙ্গানাম (কোন প্রকার ভার গোড়ালির উপর সহ্য করিতে পারে না)। এণ্টিমনি ক্রুডাম, লেডাম, গ্র্যাফাইটিস, ইগ্নেসিয়া (রাত্রিতে জ্বালা করে)। নেট্রাম কার্ব্ব (গোড়ালির পেশীতে যন্ত্রণা হয়)। স্যাবাইনা—বিশেষভাবে plethoric ব্যক্তিক ধাতু-বিশিষ্ট স্ত্রীলোকেই অধিক কার্য্য করে।

ম্যাঙ্গানাম—বাতগ্রস্থ লোকদিগের পায়ের গোড়ালির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গোড়ালীতে রোগী কোন প্রকার ভার সহ্য করিতে পারে না।

এণ্টিমনিক্রুডাম—গোড়ালি টাটায় এবং শক্ত স্থানে হাটিতে কষ্ট হয় এমন কি মেজেতে পা ফেলিতেই পারে না। গ্র্যাফাইটিস, লেডাম এবং নেট্রাম কার্ব্ব—গোড়ালিতে ফোস্কা হয়। সিপিয়া—গোড়ালিতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এলিয়াম সেপা—জুতা পড়িয়া ঘষা লাগিয়া গোড়ালীতে ক্ষত হইলে তাহা আরোগ্য হয়।

এমন মিউর—সন্ধিস্থলের সঙ্কোচনেও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থল মচকাইয়া গেলে এবং তাহা পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে (chronic sprains) এমন মিউর প্রয়োগে ভাল কাজ পাওয়া যায়। সন্ধিস্থলের fibrous tissu র উপরও ইহা কার্য্য করে। কাজেকাজেই hamstring tendonsএর সঙ্কোচনেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। রোগীর হাটাহাটির সময় উক্ত স্থানসমূহে শক্ত টান টান বোধ হয় কিন্তু ক্রমাগত হাটাহাটিতে যন্ত্রণা টের পাওয়া যায়না।

পেশী কিংবা tendons এর সঙ্কোচন কষ্টিকামেও রহিয়াছে কিন্তু কষ্টিকামের উক্ত স্থানসমূহে বাস্তবিকই সঙ্কোচন হয় এবং উক্তস্থান সমূহে বিকৃত অবস্থা (arthritis deformans) উৎপন্ন করে (সাইমেক্স, নেট্রামমিউর)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে এমনমিউয়ের যথেষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে। Inguinal এবং hypogastric প্রদেশে এত অধিক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ থাকে যে যাহাদ্বারা এমনমিউর জরায়ু এবং ডিম্বাশয় রোগের যে একটি ঔষধ তাহার পরিচয় পরিষ্কার রূপে পাওয়া যায়। রোগী কুচকিতে (যে কোন কুচকিতে হউক) টান টান যন্ত্রণা অনুভব করে। সময়ে সময়ে উক্ত স্থান যেন মচকাইয়া (spranis) গিয়াছে রোগীর এইরূপ মনে হয়। কুচকির উক্তপ্রকার যন্ত্রণাবশতঃ রোগী কুব্জ হইয়া হাটিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সোজা হইতে পারে না কুচকিতে টান পড়ে যেন ছিঁড়িয়া যাইবে। এই প্রকার লক্ষণ হইতে এমনমিউর জরায়ুচ্যুতি এবং ডিম্বাশয়াদির রোগের চিকিৎসাতে প্রয়োগ হয়।

স্ত্রীলোকের এইপ্রকার রোগের সহিত প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। এমনমিউরের কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা ম্যাগনেসিয়া মিউরের মলের ন্যায় শক্ত, মলদ্বার হইতে নির্গত হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং অতি কষ্টে মল নির্গত হয়। মলের রং একপ্রকার হয় না, পালসেটিলার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল (no two stools alike—Pulsatilla)।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাবও উক্ত লক্ষণসহ প্রকাশ থাকিতে দেখা যায়। শ্বেতপ্রদর স্রাব ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় অথবা কটাবর্ণ এবং শ্লেষ্মাবৎ কিন্তু প্রত্যেক মূত্রত্যাগের পর স্রাব হয়।

সর্দ্দি—জলবৎ তরল ও কটু ওষ্ঠ এবং নাসিকা হেজিয়া যায়। দিন অপেক্ষা রাত্রিতে নাসিকা অধিক সাঁটিয়া ধরে। এক সঙ্গে উভয় নাসারন্ধ্র বন্ধ না হইয়া এক একবার একটি হয়। গলদেশ এবং তালুমূল (tonsil) প্রদাহ হয় এবং দপ দপ করিতে থাকে রোগী তদহেতু মুখ হাঁ করিতে পারে না। রোগীর মুখ এবং গলদেশ চট্‌চটে শ্লেষ্মায় ভরিয়া থাকে, শ্লেষ্মা শীঘ্র বহির্গত হয় না, অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাবকামীন তরল ভেদ ও বমি এবং উদর হইতে রক্তস্রাব হয় ঋতুস্রাব রাত্রিতেই অধিক হয়। মেটেরিয়া মেডিকায় এমনমিউর এবং বভিষ্টা এই দুইটি ঔষধেরই উল্লেখ অধিক দেখা যায় যাহাতে ঋতু কিংবা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব কেবল রাত্রিতেই হয়। (ক্রিয়োজোটে ঋতুস্রাব কেবল শয়ন অবস্থায় হয়, বসিলে কিংবা দাঁড়াইলে বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামে হাঁটাহাঁটি, চলাফেরায় কেবল হয়, হাঁটাহাঁটি কিংবা চলাফেরা বন্ধ করিলে স্রাবও বন্ধ হইয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব—কেবল রাত্রিতে এবং শয়নাবস্থায় হয়, চলাফেরা হাটাহাটিতে বন্ধ হইয়া যায়)।

ডাইলিউসন—৬× এবং ষষ্ঠ কিন্তু ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার করি।

এমোনিয়াম পিকরেটাম
(Amonium Picratum)

ইহা ম্যালেরিয়া স্নায়ুশূল এবং পৈত্তিক বমনে ব্যবহার হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহা ৭ দিন৮ ১৪ এইরূপ পর পর হয় এবং যন্ত্রণা কর্ণ চক্ষু, চুয়াল ইত্যাদি স্থানে বিস্তারিত হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬× চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়।

এনেথেরাম (Anatherum)

ইহা চর্ম্ম এবং প্রস্রাবের রোগে অধিক প্রয়োজন হয়। শরীরের নানা স্থানে যন্ত্রণাযুক্ত স্ফীতি হইয়া পুঁজোৎপাদন করে। গ্রন্থির প্রদাহেতেও ইহা ব্যবহার হয়।

ইহা হয়।

চর্ম্মরোগ—হার্পিস (herpes), ক্ষত এবং অর্ব্বুদ মস্তকের খুলির ত্বকে এবং—আঁচিলসদৃশ মাংসের বৃদ্ধি চক্ষুর ভ্রূতে প্রকাশ পায়—এতদ্ব্যতীত স্ফোটক এবং অর্ব্বুদ নাসিকাগ্রেও হয়।

প্রস্রাব—ঘোলা, ঘন এবং শ্লেষ্মায় পূর্ণ। সকল সময় প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া থাকে। মূত্রাশয় সামান্য প্রস্রাব ধারণেও অক্ষম, সময় সময় অসাড়ে মূত্র নির্গত হয়।

ডাইলিউশন—৩০ শক্তি।

এঙ্গুষ্টুরা (Angustura)

ইহার সম্পূর্ণ নাম এঙ্গুষ্টুরা ভেরা। বাত এবং পক্ষাঘাতের উপসর্গে এবং লম্বা অস্থির ক্ষতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী হাটিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। সমুদায় সন্ধিস্থলে খট খট শব্দ হয়।

ক্ষত—অস্থিক্ষতে এঙ্গুষ্টুরিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাকে ফ্লুরিক এসিডের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। লম্বা অস্থিতে ক্ষত অধিক হয়, ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত।

পরিপাক ক্রিয়া—মুখের স্বাদ তিক্ত। কফি পান করিবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা (Irresistible desire for coffee)।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

এন্টিমনিয়াম আর্সেনিকোসাম
(Antimonium Arsenicosum)

ইহার প্রচলিত নাম এন্টিম আর্স। ইহা অত্যন্ত শ্বাসকষ্টযুক্ত বায়ুস্ফীতি (Emphysema—Effusion of air into the cellular tissue) এবং কাশিতে উত্তম কার্য্য করে। আহারে এবং শয়নে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণপার্শ্বের রসোৎপাদনযুক্ত (with exudation) প্লুরিসিতেও ইহা নির্ব্বাচিত.হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ।

এরেলিয়া রেসিমোসা (Aralia Racmosa)

ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে হাঁপানি এবং কাশিতে। হাঁপানি এবং কাশি শয়নে বৃদ্ধি হয়।

হাঁপানি এবং কাশি—কাশি শুষ্ক, প্রথম নিদ্রার পর প্রায় মধ্য রাত্রিতে কাশি হয়। রাত্রিতে শয়নে হাঁপানি বৃদ্ধি হয়। রোগী উপশম পাইবার নিমিত্ত উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়, উঠিয়া না বসিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস শুষ্ক, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত বাঁশির ন্যায় জোরে শব্দ হয় দূর হইতে শুনা যায়। গয়েরর প্রথমে বিশেষ কিছুই উঠে না। অত্যন্ত স্বল্প, ক্রমশঃই বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা উষ্ণ এবং লবণস্বাদযুক্ত। ইহার সহিত আর্সেনিকের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু এরেলিয়ায় হাঁপানি শুষ্ক, আর্সেনিকের তরল।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, রাত্রি ১১ টায় (কাশি)।

রোগের উপশম—শয্যায় উঠিয়া বসিলে।

এরেনিয়া ডাইয়েডেমা (Arania Diadema)

ইহা একটি মাকড়সাজাতীয় ঔষধ। ডাক্তার গ্রেভোল বর্ণিত Hydrogenoid ধাতুগ্রস্থ রোগীদিগের পার্শ্বে ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে স্যাঁৎসেতে স্থানে বাসে রোগীর যাবতীয় রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি হয় (নেট্রাম সালফ, ডালকামারা, নাক্স মস্কেটা, রাসটক্স্, রড ভেনড্রন)। কাজেকাজেই এরেনিয়া ডাইয়েডেমা ধাতুগ্রস্থ লোক স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কিংবা স্যাঁৎসেতে বায়ুতে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

জ্বর—এরেনিয়ার জরে সাময়িকতা (periodicity) এবং শীতলতা (coldness) বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। জর পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া হয় কিন্তু যখন জর হইতে আরম্ভ হয়, তখন ঠিক একই সময়ে হয়। প্রত্যহ কিংবা একদিন কিংবা সাত দিন পর পর হয় এবং জরের আক্রমণের নিয়মের ঠিক থাকে (same hour, every day or every other day (Ced. Sab). Great regularity of Paroxysm)। ঠাণ্ডা লাগিয়া জলে ভিজিয়া, বৃষ্টিতে কাজ করিয়া, জলে দাঁড়াইয়া থাকায় এতদ কারণহেতু জর হয়।

শীত অবস্থা—শীত অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, শীতভাব সকল সময় লাগিয়া থাকে। ঠাণ্ডায়, বাদলায়, বৃষ্টিতে শীত অধিক বৃদ্ধি হয়। শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত শীতে কন্ কন্ করিতে থাকে, রোগী মনে করে অস্থিসমুদায় যেন বরফে প্রস্তুত হইয়াছে। প্লীহা বিবৃদ্ধি হয় এবং শিরঃপীড়া খোলা মুক্ত বায়ুতে সম্পূর্ণ উপশম হয়।

এরেনিয়ায় উত্তাপ অবস্থা এক প্রকার থাকেই না বলিলে হয় এবং ঘর্ম্মও প্রকাশ থাকে না। শীতলতাই (coldness) হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ এবং এই শীতলতা কিছুতেই উপশম হয় না এবং কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না।

সিড্রণ—ইহাতে যদিও জর ঘড়ির ন্যায় ঠিক একই সময়ে প্রত্যহ হয়। এরেনিয়ায় শীতলতা লক্ষণই কেবল থাকে, উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম থাকে না কিন্তু সিড্রনে উত্তাপ, মস্তকে রক্তাধিক্যতা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক হাইড্রোজেনিসেটাম
(Arsenic Hydrogenisatum)

আর্সেনিক অপেক্ষা আর্সেনিক হাইড্রোজেনিসেটামের কার্য্য অধিক প্রবল। এই হেতু অনেকে আর্সেনিক হাইড্রোজেনিসেটাম অধিক প্রয়োগ করেন। রক্তাল্পতা, উদ্বিগ্নতা, রক্তপ্রস্রাব, রক্তস্রাব—ইত্যাদি এবং লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গত্বকে ফুস্কুড়ি এবং গোলাকার ক্ষতেও ইহা ব্যবহার হয়।

মাত্রা—নিম্নক্রম ৬x, ৬ সাধারণতঃ ব্যবহার হয়।

আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম ফ্লেবাম
(Arsenicum Sulfuratum Flavum)

শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং লিঙ্গের স্থানের চর্ম্ম হাজিয়া যায় এতদ্ব্যতীত শ্বেত কুষ্ঠ, শল্কযুক্ত উপদংশরোগহেতু চর্ম্ম রোগ (Leucoderma and squamous syphelides), কটি স্নায়ুশূল এবং জানুদেশের চারি পার্শ্বে যন্ত্রণায়ও আর্সেনিক সালফিউরেটাম ফ্লেবাম উত্তম কার্য্য করে। শ্বেত কুষ্ঠ এবং উপদংশ হেতু শল্ক (scales) যুক্ত চর্ম্মরোগে ইহাকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

মাত্রা—৬x চূর্ণ।

আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম রুবরাম
(Ars sulph rubrum)

প্রচুর সর্দ্দিযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এতদসহ অত্যন্ত জ্বর এবং দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। অগ্নির উত্তাপেও শীত ভাব কাটে না। আর্স সাল্ফ রুবরাম নির্ব্বাচনে চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

ডাক্তার ইউনান সাহেবকে এই ঔষধটি প্রায়ই ব্যবহার করিতে দেখিতাম, তাঁহার এই ঔষধটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল—যাঁহারাই তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন মিশিয়াছেন তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

মাত্রা—৬x চূর্ণ।

আর্টিমিসিয়া ভালগারিস
(Artimisia Vulgaris)

মৃগীরোগে ইহার সুনাম আছে। বিশেষতঃ শিশু এবং বালিকাদিগের যৌবন সময়ে মৃগী রোগ দেখা দিলে আর্টিমিসিয়া ভালগারিসকে অনেকে প্রাধান্য দেন।

চক্ষুর আঘাতে আভ্যন্তরিক এবং ব্যহ্যিক ব্যবহারও হয়।

আর্টিমিসিয়ায় মৃগী রোগে পীপিলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভূতি থাকে না। ভয় পাইয়া, প্রবল মানসিক উত্তেজনা কিংবা হস্ত মৈথুনবশতঃ মৃগী রোগ প্রকাশ পায়। আক্রমন ঘন ঘন হয়।

স্বপ্ন সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশিপাওন—(**Somnambulism**) রাত্রিতে শয়ন অবস্থা হইতে উঠিয়া ঘুমের ঘোরে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করে অথচ ৫২ পরবর্ত্তী প্রাতঃকালে কিছুই মনে থাকে না—এবং কিছুই জানে না।

জ্বর—জ্বরে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্ম রসুন গন্ধযুক্ত।

চক্ষু এবং দৃষ্টি—রঙীন আলোতে শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। দৃষ্টি যন্ত্রণাযুক্ত এবং অপরিষ্কার হয়। চক্ষু ঘর্ষণে উপশম বোধ করে।

মৃগী রোগ (Epilepsy)—আর্টিমিসিয়াকে মৃগী রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বালকদিগের যৌবন সময়ে ইহার আক্রমণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আর্টিমিসিয়ার মৃগী রোগের বিশেষত্ব হইতেছে কোন প্রকার মৃগী রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে পীপিলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভূতি হয় না।

হস্ত মৈথুন জনিতও মৃগী রোগ প্রকাশ পায়। একবার আক্রমণ আরম্ভ হইলে তাহা ঘন ঘন হইতে থাকে। আক্রমণে মস্তক পশ্চাদ্দিকে এবং মুখ বিবর বামপার্শ্বে বাঁকাইয়া ফেলে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এবিসিন্থ, সিনা, সিকিউটা।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬x, ৬,৩০ অধিক ব্যবহার হয়। এই প্রকার কথিত আছে মদের সঙ্গে দিলে উত্তম কার্য্য করে।

এস্ক্লেপিয়াস টিউবারোসা
(Asclepias Tuberosa)

বক্ষঃস্থলের পেশীতে ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বমনোদ্বেগসহ শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, পাকস্থলী এবং উদরে বায়ুর সমাবেশ, ব্রোঙ্কাইটিস, প্লুরিসি, সর্দ্দি ইত্যাদিতেও ব্যবহার হয়।

কাশি—শুষ্ক কাশি, শ্বাসপ্রশ্বাসে বিশেষতঃ বাম ফুস্‌ফুসের যন্ত্রণা। বাম বক্ষঃস্থলের বোঁটা হইতে নিম্নে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণে এসক্লেপিয়াস অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণা সম্মুখদিকে নত হইলে উপশম বোধ করে।

সর্দ্দি—সর্দ্দির সহিত মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা থাকে, সর্দ্দি পীতবর্ণ চট চটে।

আমাশয়—সাদা শ্লেষ্মা আমাশয়ের সহিত সর্ব্বশরীরে বাতের যন্ত্রণা হয়। মল পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধযুক্ত।

মাত্রা—১x এবং নিম্নক্রম প্রয়োগ হয়।

এসপ্যারিগাস অফিসিনালিস
(Asparagus Officinalis)

মূত্র যন্ত্রের উপর হইয়া কার্য্য অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এতদ্ব্যতীত রক্ত এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায়ও ইহা ব্যবহার হয়।

সার্দ্দি—তরল জলবৎ সর্দ্দি স্রাব হয়। কপালে এবং নাসিকার মূলদেশে যন্ত্রণা হয়।

প্রস্রাব—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব ত্যাগকালীন মূত্রমার্গে সূক্ষ্ম সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং জ্বালাও করে। মূত্রাশয়ের প্রদাহ এবং তদসহিত পুঁজ, শ্লেষ্মা এবং কুন্থন থাকে।

হৃৎস্পান্দন—হৃৎস্পন্দনসহ বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ করে। নাড়ীর গতি দুর্ব্বল; বামস্কন্ধে এবং বাম হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণাসহ মূত্রাশয়ের উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসকালীন বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপ বোধ করে।

মাত্রা—৬,৩০ ক্রম ব্যবহার হয়।

এসপাই ডোসপার্ম্মা (Aspidosperma)

ডিজিটালিস যে প্রকার হৃৎপিণ্ডের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এসপাইডোস পার্ম্মাও সেইপ্রকার ফুস্ ফুসের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাকে digitalis of lungs বলা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের কার্য্যে বলসঞ্চার করতঃ রক্তের oxidation এর সাময়িক বিঘ্নতা দূরীভূত করিয়া এবং কার্ব্বনিক এসিড নিঃসরণ করাইয়া ইহা ফুসফুসে বলবিধান করে। মূত্রনাশ বিকার জনিত শ্বাস কষ্টে (uraemic dyspnoea) ফুসফুস স্নায়ুর thrombosis এবং pulmonary stenosis ইত্যাদিতেও এসপাই ডোস পার্ম্মা উত্তম কার্য্য করে।

শ্বাসপ্রশ্বাশ যন্ত্রে বল বিধান করিয়া রক্তে oxygen চলাচলের বৃদ্ধি করে। শারীরিক পরিশ্রমে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—

("Want of breath" during exertion is the guiding 'symptoms)।

হাঁপানি—হৃৎপিণ্ডের হাঁপানিতেও (Cardiac Asthma) ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। হাঁপানির ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—১x চূর্ণ কিংবা মূল অরিষ্ট কয়েক মাত্রা প্রতি ঘণ্টা দেওয়া হয়।

এষ্টেকাস ফ্লুভিয়েটিলিস
(Austacus Fluviatilis)

এষ্টেকাসের চর্ম্মরোগ এবং আমবাতই হইতেছে বিশিষ্ট লক্ষণ। সমুদায় গাত্রময় আমবাত প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়। এষ্টেকাসে দেখিতে পাওয়া যায় লসিকা গ্রন্থিসমূহ (lymphatic glands) বিশেষতঃ গলদেশের গ্রন্থি আমবাতের সহিত ফুলিয়া বড় বড় হয়। আর একটি বিশেষ লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে যকৃতের দোষ, ইহা এষ্টেকাসে আমবাতের সহিত বর্ত্তমান থাক উচিৎ।

মাত্রা—৬,৩০ এইপ্রকার ক্রম অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—এপিস, রাসটক্স, নেট্রাম মিউর

অরম মিউরিএটিকাম নেট্রোনেটাম
(Aurum Muriaticum Natronatum)

ইহা স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং অধিকাংশ ব্যবহার জরায়ু মুখের কঠিনতায় এবং জরায়ুর বিবৃদ্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন জরায়ু প্রদাহে এবং জরায়ু ভ্রংশে ইহা উত্তম কার্য্য করে, সমুদায় বস্তি প্রদেশ জরায়ুতে যেন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তদহেতু রোগী বস্তি প্রদেশের নিম্নে ভার ভার বোধ করে। জরায়ু গ্রীবা এবং যোনিদেশে ক্ষতও প্রকাশ পায়। ডিম্বাশয় শক্ত এবং কঠিন হয়।

মাত্রা—৩x, ৬x চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়।

এভেনা স্যাটাইভা (Avena Sativa)

ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে—স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষতঃ স্নায়ু দৌর্ব্বল্যে, লিঙ্গের শিথিলতায় এবং আফিং খাওয়া অভ্যাস নিবারণে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। জীবনীশক্তির অপচয় হেতু দুর্ব্বলতায় এভেনা স্যাটাইভা বলকারক ঔষধরূপে কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতাসহ হৃৎস্পন্দন, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদিতেও উত্তম কার্য্য করে।

মানসিক লক্ষণ—কোন একটি বিষয়ে মন স্থির রাখিতে পারে না।

শিরঃপীড়া—ঋতু স্রাব সময়ে স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা হেতু শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। মস্তকের তালু অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। মূত্রের সহিত ফস্‌ফেট নিঃসরণ হেতু মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া হয়।

ধ্বজভঙ্গ—অত্যধিক স্ত্রী সহবাস কিংবা জীবনীশক্তির অপচয় হেতু লিঙ্গের শিথিলতা। শারীরিক এবং স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা সহ লিঙ্গের শিথিলতায় ইহাকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

সমগুণ ঔষধ—আল্‌ফাল্‌ফা—বলকারক (tonic) ঔষধ, ইহা অনেকটা এভেনা স্যাটইভার সমকক্ষ কিন্তু এভেনা স্যাটাইভা স্নায়বীক দৌর্ব্বল্যতা সহ লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় অধিক কার্য্যকারী—

প্রয়োগবিধি—১০ ফোঁটা হইতে ২০ ফোঁটা উষ্ণ জলে অধিক ফলপ্রদ। আফিং খাওয়া নিবারণে প্রতি গ্রেন আফিং এ ৪।৫ ফোঁটা এভেনা স্যাটাইভা মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়।

এলেট্রিস ফ্যারিনোসা (Aletris Farinosa)

ইহা একটি উৎকৃষ্ট জরায়ু tonic অর্থাৎ বলকারক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা জরায়ুর রোগে এবং রজঃ কষ্টেতে অধিকরূপ ব্যবহার করেন। ইহা আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক সিনিসিও এবং হেলো নিয়াসের অনেকটা সমতুল্য ঔষধ। রোগী রক্ত শূন্য ফ্যাকাসে এবং শিথিল

অবস্থাযুক্ত (relaxed condition) বিশেষরূপে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতাতেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় রোগী সকল সময় ক্লান্ত, জরায়ু ভ্রংশ এবং শ্বেতপ্রদর ইত্যাদিতে কষ্ট পায়।

জরায়ুভ্রংশ—এলেট্রিসের জরায়ুভ্রংশের সহিত ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে, মলত্যাগ করিতে ভীষণ বেগ দিতে হয়। মুখে প্রচুর ফেনা ফেনা লালা (saliva) সমাবেশ হয়। পরি পোষণ ক্রিয়ায় দোষ হেতু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত জরায়ুভ্রংশে এলেট্রিস উত্তম কার্য্য করে।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল, খাদ্যদ্রব্য পেটে গিয়া পড়িয়া থাকে, শীঘ্র পরিপাক হয় না—রোগী কষ্ট বোধ করে।

ঋতুস্রাব—প্রচুর এবং সময়ের পূর্ব্বে ঋতুস্রাব হয় এবং প্রসবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত ঋতুস্রাব পরিষ্কারও হয় না—স্বল্প এবং যন্ত্রনাযুক্ত হয়। জরায়ু ভারী বোধ হয়।

প্রয়োগবিধি—মুল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেলোনিয়াস, চায়না।

আল্‌ফালফা (Alfalfa)

ইহা একটি উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পরিপোষন ক্রিয়ার কার্য্যে সাহায্য করিয়া শরীরে বল বিধান করে—ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, মনের স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে, রোগী সুনিদ্রা ভোগ করে, স্নায়ুর দৌর্ব্বল্যতা দূরীভূত করে অর্থাৎ মানসিক এবং শারীরিক শক্তি সঞ্চার করিয়া রোগীর নষ্ট স্বাস্থ্যকে ফিরাইয়া আনে। আল্‌ফালফা—বহুমূত্র রোগেও নির্ব্বাচিত হয়। পরিপোগন ক্রিয়ার দোষ হেতু উপসর্গেই আল্‌ফালফা উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি—মুল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোটা দিনে ৩।৪ বার সেবনীয়।

এলষ্টোনিয়া (Alstonia)

এলষ্টোনিয়া প্রয়োগ ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত উদরাময়, আমাশয় পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতায় দেখিতে পাওয়া যায়—এতদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়া জনিত উদরাময়ে এবং রক্ত শূন্যতায়ও এলষ্টোনিয়া নির্ব্বাচিত হয়। ভীষণ ভেদ হয় এবং পেটে খিল ধরে। উদরাময় জলবৎ তরল এবং যন্ত্রণা শূন্য।

এলষ্টোনিয়া—জ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে টনিকরূপে কার্য্য করে।

এলষ্টোনিয়ার সহিত চায়নায় কতক লক্ষণের সাদৃশ্য রহিয়াছে। চায়নায় কার্য্য না হইলে এলষ্টোনিয়া ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ৩×, ৬×।

এমোনিয়াকাম গাম্মি (Ammoniacum Gummi)

ইহা আরব দেশে প্রচুর পাওয়া যায়—প্রচলিত কথায় ইহাকে গাম (Gum) বলা হয়। ইহা অত্যন্ত চটচটে আঠা বিশেষ।

চক্ষুরোগে এমোনিয়াকাম গাম্মির প্রয়োগ দেখা যায়। চক্ষুর দৃষ্টির দুর্ব্বলতায়—কৃত্রিম আলোতে রাত্রিতে কার্য্য করার দরুণ জ্বালা এবং যন্ত্রণা হইলে ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। চক্ষু লাল হয় এবং ভিতরের কোনের দিকে দপ দপ যন্ত্রণা হয়। ইহাকে বেলেডোনা এবং রুটায় মধ্যস্থলে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বেলেডোনা অত্যধিক কার্য্য করা হেতু চক্ষু রক্তাধিক্য হইলে এবং রুটা সূক্ষ্ম কার্য্য করা দরুন কিংবা চক্ষুর অত্যধিক কার্য্য হেতু যন্ত্রণার উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি—৬× চূর্ণ প্রচলিত।

এপিয়াম গ্রেভিওলেনস

(Apium Graveolens)

ইহাতে ভীষণ মূত্র অবরোধ লক্ষণ প্রকাশ পায় ও দপদপানি শিরঃপীড়া এবং বুক জ্বালা থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল, গলদেশ এবং হস্তদ্বয় স্ফীত হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে এপিয়ামের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—উভয় ডিম্বাশয়ে ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়, উবুর হইলে এবং বাম পার্শ্বে পদদ্বয় গুটাইয়া শয়ন কালীন যন্ত্রণা উপশম হয়।

প্রয়োগবিধি—৬x,৩০।

একোনাইটাম ফেরক্স

(Aconitum Ferox)

ইহার কার্য্য একোনাইট নেপিলাস অপেক্ষা অত্যন্ত গভীর হইলেও কিন্তু ইহা একোনাইট নেপিলাসের ন্যায় অধিক জ্বরঘ্ন (antipyretic) নয় বরং অধিক মূত্রকারক (diuretic)। হৃৎপিণ্ডের শ্বাস কষ্ট (cardiac dyspnoea), স্নায়ুশূল এবং তরুণ গেঁটে বাতে একোনাইট ফেরক্স উত্তম কার্য্য করে। শ্বাসকষ্টে রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। উঠিয়া বসিতে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত হইতে থাকে—মনে হয় শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের পেশী পক্ষাঘাত-গ্রস্থ হইয়া শ্বাস রোধ হইবে।

প্রয়োগবিধি—নিম্নক্রম ১x, ৩x ৬x, ৬ ইত্যাদি অধিক প্রচলিত। তরুণ রোগে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়।

এনাগ্যালিস (Anagallis)

চর্ম্মের উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষণ চুলকায় এবং গাত্রের সর্ব্বত্র সুড় সুড় করে। এনাগ্যালিস প্রয়োগে কাঁটা পেরেক ফুটিয়া গেলে তাহা বহির্গত হইয়া যায় (সাইলিসিয়া) শরীরের কোন স্থানে আঁচিল হইলে তাহা কোমল করিয়া নষ্ট করিয়া দিবার ক্ষমতাও এনাগ্যালিসে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এনাগ্যালিস জলাতঙ্ক (Hydrophobia) এবং শোথ রোগের একটি অতি প্রাচীন ঔষধ।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া প্রায়ই চক্ষুর ঊর্দ্ধ প্রদেশে অধিক হয় এবং কফি পানে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

প্রস্রাব—মূত্রমার্গে জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং সহবাস ইচ্ছা উৎপাদন করে—লিঙ্গের ছিদ্র পথ জুড়িয়া যায়, প্রস্রাব নানান ধারে নির্গত হয়, প্রস্রাব নির্গত হইবার পূর্ব্বে রোগীকে পেট চাপিতে হয়।

চুলকানি—গাত্রত্বক ভীষণ চুলকায়, শুষ্ক ভূষির ন্যায় পীড়কা-হস্তদ্বয়ে এবং অঙ্গুলিতে বিশেষরূপে প্রকাশ পায় এবং হস্তের চেটো অত্যন্ত আক্রান্ত হয়।

প্রয়োগবিধি—১x, ৩x, ৬x।

এপোসাইনাম এণ্ড্রোসি মাইফোলিয়াম (Apocynum Androsae Mifolium)

বাতের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমুদয় সন্ধিস্থলে, পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, পদদ্বয়ের তলায় ইত্যাদি স্থানের বাতে ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় এক স্থানে থাকে না। হস্ত পদ স্ফীত হয়, আক্রান্ত স্থান আড়ষ্ট বোধ করে এবং টানিয়া বেঁচিয়া ধরে। পদদ্বয়ের তলা অত্যন্ত উত্তপ্ত

হয় (সালফার) এবং প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। এপোসাইনাম এণ্ড্রোসিতে একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সমুদায় দ্রব্য মধুর ন্যায় গন্ধ এবং আস্বাদ বোধ করে।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট কিংবা ১x

এপোমর্ফিয়া (Apomorphia)

ইহার বমন এবং বমনোদ্বেগ হইতেছে বিশেষ লক্ষণ। সমুদায় শরীর বিশেষরূপ মস্তক অধিক উত্তপ্ত বোধ করে, এতদ্ব্যতীত কেবল শুধু শুধু বমনোদ্বেগ এবং শিরঃপীড়া, বুকজ্বালা ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে। ইহাকে অনেকে অন্তঃসত্বাবস্থায় এবং সামুদ্রিক বমনে উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

প্রয়োগবিধি—৬x, ৬।

আর্সেনিকাম ব্রোমেটাম (Arsenicum Bromatum)

ইহা একটি এণ্টিসোরিক (Anti-psoric) এবং এণ্টিসিফিলিটিক (Anti-syphilitic) ঔষধরূপে পরিচিত। Harpetic পীড়কা, উপদংশজনিত উপমাংস, গ্রন্থি স্ফীতি, এবং কঠিনতা, কর্কট রোগ, দুরারোগ্য ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর এবং বহুমূত্রে আর্সেনিক ব্রোমের ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আমরা হাঁপানিতে নিদ্রা আনয়নের জন্য কেবল আর্সেনিক না দিয়া তদসহিত

আর্সেনিক ব্রোম প্রয়োগ করি। ইহাতে রোগী অনেক সময় অত্যন্ত উপশম বোধ করে।

প্রয়োগবিধি—প্রত্যহ মূল অরিষ্ট ২।৩ ফোঁটা করিয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়। বহুমূত্রে এক গ্লাস জলে ৩ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ ৩ বার সেবনীয়।

এরেগেলাস লামবারটি (Aragalus Lamberti)

স্নায়ুমণ্ডলের উপর অধিক কার্য্য প্রকাশ পায়। রোগীর মানসিক অবস্থার ঠিক থাকে না। অত্যন্ত বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, সমুদয় বিষয় গোলমাল হইয়া যায়। পেশী মণ্ডলের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না। পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়।

মানসিক অবস্থা—অত্যন্ত বিষন্ন, স্ফূর্ত্তী থাকে না। প্রাতঃকালে সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, খিট্‌খিটে, বিরক্ত ভাব, মানসিক অবস্থায় গোলমাল, উদাসীন, একলা থাকিতে ইচ্ছা করে। অস্থির এবং হতাশ ভাবাপন্ন নিরুৎসাহ।

মাত্রা—৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি।

এনিলাইনাম (Anilinum)

ইহাতে ভীষণ শিরঃঘূর্ণন এবং শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে মুখমণ্ডল purple অর্থাৎ ঈষৎ বেগুনে বর্ণ হয়। লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। মূত্র পথে অর্ব্বুদ (tumor) প্রকাশ পায়। এতদসহিত অত্যন্ত রক্তশূন্যতা, ক্ষুধামান্দ্য; বিবর্ণ গাত্র ত্বক, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—নাক্স, কটা, মার্কিউরিয়াস।

শক্তি—৬।

এনিসাম ষ্টেল্লাটাম (Anisum Stellatum)

ইহা ইল্লিসিয়াম (Illicium) নামেও পরিচিত। বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণায় এবং থাইসিসে ইহার সুনাম রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলের তৃতীয় পাঁজরার স্থানে (Pain in the region of third rib), বুকাস্থি (sternum) হইতে এক ইঞ্চি কিম্বা দুই ইঞ্চি প্রায়ই দক্ষিণ পার্শ্বে কদাচিৎ বাম পার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণার সহিত কাশি থাকে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ কাশে। সমুদয় ফুস্ফুস ব্যাপিয়া ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং পূঁজ সদৃশ গয়ের উঠে, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, হৃৎস্পন্দন (palpitation), মুখ ক্ষত (apthae) এবং রক্তোৎকাশ (Haemoptysis) বর্ত্তমান থাকা সম্ভব।

মার্টাস্ কম্মিউনিস, পিক্সলিকুইডা এবং থেরিডিওন এই ঔষধসমূহে বাম বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধ প্রদেশে যন্ত্রণা হয় কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় যদি উক্ত ঔধধ সমুহে বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বের যন্ত্রণা উপশম না হয় সেইরূপ স্থলে এনিসাম ষ্টেল্লাটাম প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায় যদিও এনিসাম বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বের যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু উভয় পার্শ্বেও ইহা প্রয়োগ হয় ইহা স্মরণ রাখিবে। এনিসামে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বক্ষঃস্থলের যে পার্শ্বেই যন্ত্রণা হউক—কিন্তু তৃতীয় পাঁজরার স্থানে যন্ত্রণা ইহার বিশেষ লক্ষণ।

শক্তি—৬, ৩০।

আরক্টিয়াম লাপ্পা (Arctium Lappa)

চর্ম্মরোগের ইহা একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহার চর্ম্মরোগের বিশেষত্ব হইতেছে—চর্ম্মরোগ অধিকাংশ স্থলেই মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে অধিক প্রকাশ পায়। পীড়কা সমূহ দুর্গন্ধ এবং রসযুক্ত হয় এবং ঈষৎ কটাবর্ণ সাদা মামড়ি,

পূর্ণ ও তদসহ নিকটবর্ত্তী গ্রন্থি সমূহ প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং এমনকি বগলের গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া পাকিয়াও উঠে।

প্রস্রাব—প্রচুর প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের পর মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—জরায়ুভ্রংশ এবং জরায়ু প্রদেশে ভীষণ টাটানি যন্ত্রণা হয়, তৎসহ যোনি প্রদেশস্থ টিস্থ সমুদয় শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এতদ লক্ষণ সমূহ দাঁড়াইলে, হাটাহাটি করিলে, পদদ্বয় উচু নিচু স্থানে পড়িয়া গেলে কিংবা ঝাঁকি লাগিলে বৃদ্ধি হয়।

বাত—ইহার বাতের লক্ষণ অনেকটা ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। হস্ত পদে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া নিম্নদেশে, হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিতে বিস্তারিত হয়। সমুদায় সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয়।

শক্তি—নিম্ন ক্রম ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার হয়।

আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনাম
(Artemisia Abrotanum)

আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনামের প্রয়োগ হঠাৎ মেরুদণ্ডের প্রদাহে এবং পুরাতন মজ্জোষে (myelites) দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ পশ্চাদ্দেশে কনকনে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সঞ্চালনে উপশম হয়—সঙ্গে সঙ্গে অসাড় বোধ এবং পক্ষাঘাতের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনাম বিশেষরূপে বাতগ্রস্থ রোগীদিগের সন্ধি স্থলের যন্ত্রনায় এবং আড়ষ্টতায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়—কিন্তু কোন প্রকার রোগ অবরুদ্ধজনিত রোগেই ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়, এতদ্ব্যতীত ইহাতে রোগ স্থানান্তরিত (metas-

tasis) প্রবণতাও অত্যন্ত অধিক থাকে। বাত হঠাৎ কিংবা কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহার হেতু হস্ত পদ হইতে বক্ষঃস্থলে স্থানান্তরিত হয়—অর্শ শস্ত্রোপচার (operation) কিংবা উদারাময় অবরুদ্ধ হেতু পাকাশয়ের রোগ প্রকাশ পায়।

শক্তি—৩০, ২০০।

এরাণ্ডো (Arundo)

ইহা একটি সর্দ্দি এবং শ্লেষ্মার ঔষধ। নাসারন্ধ্র এবং টাকড়া অত্যন্ত চুলকায়। তরল সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে, কোন দ্রব্যের গন্ধ বোধ করিতে পারে না। হাঁচি এবং নাসারন্ধ্রের চুলকানি অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়।

উদরাময়—কেলকরিয়া কার্ব্ব, ক্যামোমিলা ইত্যাদির ন্যায় দুগ্ধ পোষ্য শিশুদিগের উদরাময় হয়। মল সবুজবর্ণ এবং মলদ্বার জ্বালা করে।

এতদ্ব্যতীত ইহা চুলকানি এবং ইকজিমাতেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

এজাডিরেক্‌টা ইণ্ডিকা (Azadirachta Indica)

ইহা নিমের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। অপরাহ্নে জ্বর এবং সর্ব্বাঙ্গে বাতের ন্যায় বেদনা ইহার বিশেষত্ব। সামান্য শীত শীত বোধ হইয়া জ্বর আসে, মুখমণ্ডল, হস্ত এবং পদ অত্যন্ত অধিক উত্তপ্ত হয়। শরীরের উর্দ্ধদেশে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। যন্ত্রণা বুকাস্থি (sternum), পাঁজরা, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ এবং হস্তপদের অঙ্গুলি ইত্যাদি সমুদায় স্থানে যন্ত্রণা হয়। পুরাতন ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x।

এসিড ক্রাইসোফেনিক

(Acid Crysophanic)

চর্ম্ম রোগেই ইহার বিশেষ প্রয়োগ। দদ্রুরোগে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। দদ্রু রোগ ব্যতীত ইকজিমা চুলকানি ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার হয়। নিম্নাঙ্গে ইকজিমা প্রকাশ পায় এবং ভীষণ চুলকায়। প্রচুর দুর্গন্ধ রস স্রাব বর্ত্তমান থাকে। কর্ণের পার্শ্বে এত অধিক হয় যে, সমুদায় কর্ণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ মামড়িতে আবৃত হইয়া যায়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ শক্তি। ৪ হইতে ৮ গ্রেণ পরিমাণ এক আউন্স ভেস্লেলিনে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রলেপ দেওয়া হয়।

এগারিকাস ফ্যালইডিস

(Agaricus Phalloides)

পরিপাক ক্রিয়ার উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; ভেদ এবং বমন ইহার প্রধান লক্ষণ। মলত্যাগের বেগ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে—অথচ পেটে কিংবা মলদ্বারে কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না। শীতল জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে। অতি শীঘ্র শ্বাস প্রশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটে—খুব দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে ধীর হয় এবং ধীর শ্বাস প্রশ্বাস হইতে দ্রুত হয়। সর্ব্বশরীর হীমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মূত্র লোপ পায় অথচ শরীরের প্রান্ত দেশ সমূহে শীতল কিংবা খিলধরা যন্ত্রণা হয় না।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

এলিয়াম স্যাটাইভা (Allium Stativa)

ইহা রসুন। মোটা লোকদিগের অগ্নিমান্দ্য এবং শ্লেষ্মা রোগে অধিক ব্যবহার হয়। জানুদেশে এবং কটি দেশের পেশীতে যন্ত্রনা হয়। থাইসিস রোগে এলিয়াম স্যাটাইভার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশি এবং শ্লেষ্মা হ্রাস করে। গাত্রোত্তাপ স্বাভাবিক হয়। শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং নিদ্রা নিয়মিত রূপে হয়।

লালাস্রাব—আহারের পর এবং রাত্রিতে প্রচুর মিষ্ট স্বাদযুক্ত লালা প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—ভীষণ ক্ষুধা বোধ করে। উদ্গারে জ্বালা হয়। খাদ্য দ্রব্যের সামান্য পরিবর্ত্তণে পরিপাক ক্রিয়ার কষ্ট উপস্থিত হয়। জিহ্বা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—সর্ব্বদা উদরে যন্ত্রাণা লাগিয়া থাকে।

কাশি—সর্ব্বদা গলায় ঘড় ঘড় শ্লেষ্মার শব্দ লাগিয়া আছে। শয্যা ত্যাগ করার পর প্রাতে কাশি হয় এবং প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। শ্লেষ্মা চট চটে শীঘ্র উঠে না বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ করে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যাপ্সিকাম, সেনেগা, কেলিনাইট্রিকাম।

পরিপূরক—আর্সেনিক।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

— —

এলনাস (Alnus)

চর্ম্মরোগে গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং পাচকরসের অসম্পূর্ণ নিঃসরণ হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। গ্রন্থি ফুলিয়া খুব বড় হইলে এবং অন্য ঔষধে শীঘ্র-উপকার না দর্শিলে এলনাসকে একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। পাচক রসের (gastric juice) নিঃসরণ ভালমত না হইয়া অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পাইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদরে জোনিপথ হাজিয়া যায়, অতি সামান্যতেই রক্তস্রাব হয়।

রজঃকৃচ্ছ্রতা—রজঃকৃচ্ছ্রতায় কটিদেশে হইতে নিম্নপ্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

গ্রন্থিস্ফীতি—চুয়ালের নিম্নগ্রন্থিই অধিক স্ফীত হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

এমন এসেটিকাম (Ammon Aceticun)

ইহাতে প্রচুর শর্করাযুক্ত প্রস্রাব হয় এবং এত অধিক ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় যে রোগীর সমুদায় শরীর ভিজিয়া যায়। ইহার ঘর্ম্ম অনেকটা চায়নার ন্যায় প্রচুর।

ডাইলিউসন—৩০।

এনাকার্ডিয়াম অক্‌সিডেণ্টলি
(Anacardium Occidentali)

বিসর্প এবং মুখমণ্ডলে ফোস্কাযুক্ত পীড়কা প্রকাশ পায়। স্পর্শবোধশূন্য অর্থাৎ অসাড় প্রকৃতির কুষ্ঠ ব্যাধিতেও ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আঁচিল, কড়া, ক্ষত পদদ্বয়ের তলার বিদারণেও ইহার ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০

এন্থ্রাকোকালি Anthrakokali

ঘা পাঁচড়া, চুলকানি, বিদারণ ইত্যাদি, চর্ম্মরোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুরাতন বাত, পিত্তবমন, পেটফাঁপা ইত্যাদিতেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নচূর্ণ শক্তি।

এণ্টিমনিয়াম সালফিউরেটাম অরেটাম
(Antimonium Sulphuratum Auratum)

ইহা পুরাতন নাসিকা এবং ভূজনলীর শ্লেষ্মার রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—হস্ত মুখ ধৌতকালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (nosebleed when washing)। নাসিকা এবং গলদেশে প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়। রোগী কোন দ্রব্যের গন্ধ বোধ করিতে পারে না।

কাশি—শুষ্ক কাশি। কণ্ঠনালী কুট কুট করে। ভুজনলী শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া উঠে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। গলায় এবং কণ্ঠনলীতে শক্তশ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। শীতকালে কাশির বৃদ্ধি হয়।

চুলকানি—হস্ত এবং পায়ের তলা অত্যন্ত চুলকায়।

ডাইলিউসন—৩x,৬x চূর্ণ।

এণ্টিপাইরিন (Antipyrine)

আলকাতরা হইতে প্রস্তুত। এই ঔষধটি মানসিক অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্তন ঘটায়। রোগী পাগল হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়। অসম্ভব বস্তু দর্শন এবং শ্রবণ করে। মস্তক যেনসঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়। কর্ণের নিম্নে শিরঃপীড়া হয় এবং কর্ণে যন্ত্রণা হয়। চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। চোখের পাতা স্ফীত হয়। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়। গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে। দুর্গন্ধ পূঁজযুক্ত গয়ের উঠে। বমন বমনেচ্ছা থাকে তৎসহ জ্বালা এবং যন্ত্রণা থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় চুলকায়। ঋতু বন্ধ থাকে এবং জলবৎ শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়। তরল সর্দ্দি হয়। নাসারন্ধ্র জ্বালা করে এবং ফুলিয়া উঠে। সমুদায় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, গাত্রত্বক ভীষণ চুলকায়। আমবাত প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৩x শক্তি।

এসেটেনিলিডাম (Acetanilidum)

শীতলতায় স্পর্শাধিক্যতা বৃদ্ধি করে। হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উৎপন্ন করে। শ্বাস প্রশ্বাস এবং Blood pressure হ্রাস করে। গায়ের উত্তাপ কমাইয়া দেয়।

হৃৎপিণ্ড—দুর্ব্বল এবং গতি অনিয়ম, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি নীল বর্ণ হয়। এলবিউমিনিউরিয়া প্রকাশ পায়। পদদ্বয় এবং গুল্‌ফ সন্ধি স্ফীত হয়।

জ্বর—গাত্রোত্তাপ হ্রাস করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা ইহাকে এই হেতু Antifebrinum বলা হয়। গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইলে ইহা প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডকে অবসাদ করিয়া গাত্রোত্তাপ অতি সত্বর হ্রাস করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার প্রয়োগ আমরা অধিক দেখিতে পাই না। ইহার অবসাদক এবং জরঘ্ন গুণ আছে বলিয়া ইহা শিরঃপীড়ায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

মাত্রা—হোমিওপ্যাথিক মাত্রা ৬x। জ্বর হ্রাস করিতে, স্নায়ুশূল যন্ত্রণা এবং শীড়পীড়ার আশু উপকার করিতে ১ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

আর্সেনিকাম মেটালিকাম

(Arsenicum metalicum)

এই ঔষধের পর্য্যায়শীলতা একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগ প্রত্যেক ২।৩ সপ্তাহ পর পর ফিরিয়া ফিরিয়া হয়। রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে।

রোগী লোকসঙ্গ ভালবাসে না, একলা থাকিতে চায়। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। শিরঃপীড়া শয়নে এবং মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়, চুলকায়, জ্বালা করে এবং স্ফীত হয়। চক্ষুও ফুলিয়া উঠে, জল পড়ে, জ্বালা করে, দিবসের এবং গ্যাসের আলো ভাল বোধ করে না।

উদরাময় জ্বালাজনক, মল জলবৎ, তরল, মলত্যাগের পর যন্ত্রণার উপশম হয়।

ডাইলিউশন—৬

অরাম আইওড (Aurum Iod)

হৃৎপিণ্ডের আবরকের পুরাতন প্রদাহে, হৃৎপিণ্ডের (valvular) উপসর্গে নাসিকা পিনাসে, বৃকরোগে, অস্থি প্রদাহে, ডিম্বাশয়ে তরল পদার্থ সমাবেশ বশতঃ টিউমার সদৃশ অবস্থায় (cyst) ইহা ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০, ২০০।

অরাম সালফ

(Aurum Sulph)

স্তনের প্রদাহে, স্ফীতিতে, যন্ত্রণায়, স্তনের বোঁটার বিদারণে এবং তদহেতু অত্যন্ত যন্ত্রনায় অরাম সালফ প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০, ২০০।

অরাম আস´ (Aurum ars)

উপদংশ জনিত শিরঃপীড়া, রক্তশূন্যতা এবং নীলপাণ্ডু রোগে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত বৃক রোগ (Lupus), থাইসিস্ ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার হয়। ইহা অতি অল্প সময়ে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

অরাম মিউর (Aurum mur)

ইহাতে জ্বলনযুক্ত ক্ষতকারক পীতবর্ণ শ্বেতপ্রদর স্রাব, হৃৎপিণ্ডের উপসর্গ, গ্রন্থির প্রদাহ, লিঙ্গ এবং জিহ্বায় আঁচিল, স্নায়ু মণ্ডলীর বিকৃতি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইহা সাইকোটিক ঔষধ, আবদ্ধ স্রাবকে পুনরায় প্রকাশ করে।

রজো নিবৃত্তিকালে জরায়ু রক্তস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (হাইড্রাসটিন)।

রোগীর কোন কিছু কর্ম্মে ইচ্ছা হয় না, অলসপ্রকৃতি, ইহা ব্যতীত শোষ নালী ইত্যাদি ক্ষত, দাঁতের মাড়ি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ স্রাবে, গলদেশের ক্ষতে ইত্যাদিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

ডাইলিউসন—৬×, ৩০, ২০০।

অরাম মিউর কেলি (Aurum mur kali)

জরায়ু কঠিনতার এবং রক্তস্রাবে ইহার ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

ইথিয়প্‌স্ মার্কিউরিয়ালিস (Aethiops mercurialis)

ইহার আর একটি নাম Black Sulphur mercurialis। স্ক্রফিউলাস অর্থাৎ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিতে, চক্ষুপ্রদাহে, কাণ পাকা, পুঁজযুক্ত পীড়কা এবং বংশজাত উপদংশ রোগে অধিক প্রয়োগ হয়। নিম্ন ক্রম বিশেষতঃ ২× চুর্ণ সচরাচর ব্যবহার হয়।

ইথিয়প্‌স এণ্টিমোনালিস
(Aethiops Antimonalis)

ইহাতে ইথিয়প্‌সের সহিত এণ্টিমণি সংযোগ রহিয়াছে। ইহার কার্য্য ইথিয়প্‌স মার্কিউরিয়ালিস্ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। ইহাতে উক্ত ঔষধের সমুদায় লক্ষণ—গ্রন্থি স্ফীতি, কাণপাকা, স্ক্রফিউলাস চক্ষুরোগ, স্বচ্ছাবরকের ক্ষত ইত্যাদি সমুদায়ই রহিয়াছে। অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অনেকে ইহাকে অধিক অনুমোদন করেন। ইহা ৩× চূর্ণ ব্যবহার হয়।

এরেলিয়া হিস্‌পাডা (Aralia hispada)

ইহা এপোসাইনাম ক্যানাবিনামের সমতুল্য ঔষধ এবং ইহা শোথ রোগ সহ মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যাডিয়েগা (Badiaga)

ইহা রুশদেশের টাটকা স্পঞ্জ হইতে প্রস্তুত হয়। দুইটি স্থানে ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ গ্রন্থি সমূহে এবং দ্বিতীয়তঃ হৃৎপিণ্ডে।

গ্রন্থি প্রদাহ—গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করে। গ্রন্থির কঠিনতাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ যে কোন স্থানের গ্রন্থি কঠিন এবং বিবৃদ্ধি হউক ব্যাডিয়াগাকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে। বাগী চিকিৎসায় ইহার সুনাম আছে। ইহাকে কার্ব্বএনামিলিসের সমকক্ষ ঔষধ বলা হয়। বাগী সুচিকিৎসিত না হইয়া দরকচা হইয়া গেলে ব্যাডিয়েগা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হৃৎপিণ্ড—হৃৎপিণ্ডেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন প্রকার অশান্তিজনক উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে, ব্যাডিয়েগা প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় এতৎ বিষয়ে ইহা অনেকটা কফিয়া এবং ফস্ফরাসের সমতুল্য। আমরা এইরূপ স্থলে কফিয়াকেই প্রাধান্য দিয়া থাকি কিন্তু তথাপি ব্যডিয়াগাকে ভুলিবে না। ব্যাডিয়াগার হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক গোলযোগে কোন কার্য্য নাই।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনায়াম, কার্ব্বএনামেলিস, কেলি আইওড।

অনুপূরক (**Complementary**)—সালফার, মার্কআইওড।

শক্তি—৬,৩০,২০০।

ব্যালসামাম পেরুভিয়ানাম
(Balsamum Peruvianum)

ব্রোঙ্কাইটিস্ এবং থাইসিস—বায়ুনলীভুক্ত শ্লেষ্মায় (Bronchial catarrh) যখন পুঁজবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয় ব্যালসাম পেরু তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (Balsum of Peru should be remembered as an admirable remedy in bronchial catarrh when there is formation of muco-pus)। প্রচুর পুঁজবৎ শ্লেষ্মা গয়ের উঠে। এতদ্‌সহ দুর্ব্বলতা, হেকটিক জ্বর এবং নৈশঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ব্যালসাম পেরুকে থাইসিসের একটি মহৎ ঔষধ বলা হয়। ইহার পুঁজবৎ ঘন পীতাভ সাদা প্রচুর গয়ের হইতেছে বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত শব্দযুক্ত শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয় (কেলিসালফ, এন্টীমটার্ট)। শ্লেষ্মা অত্যন্ত তরল ; হেকটিক জ্বর, নৈশ ঘর্ম্ম ইত্যাদি থাকিলেও এবং রোগ ভীতিজনক হইলেও উল্লিখিত শ্লেষ্মা থাকিলে ব্যালসাম পেরুকে একটি উত্তম ঔষধ জানিবে—(The Balsum

of Peru is an excellent remedy even though night sweats and hectic fever show the disease to be progressing alarmingly—Farrington.)

ব্যালসাম পেরু Catarrhal phthisis অর্থাৎ শ্লেষ্মাপ্রধান থাইসের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত (ষ্ট্যানাম)। ব্যালসাম পেরুর সহিত এই কয়েকটী ঔষধকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ইল্লিসিয়াম এনিসেটাম—পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা এবং তদসহ বাম কিংবা দক্ষিণ তৃতীয় পাঁজরার স্থলে যন্ত্রণা।

পিক্সলিকুইডা—পুঁজযুক্ত গয়ের এবং তদসহ বাম পার্শ্বের তৃতীয় পাঁজরায় যন্ত্রণা।

মাইওসটিস—প্রচুর গয়ের, শুষ্কতা এবং নৈশঘর্ম্ম।

প্রস্রাব—মূত্র স্বল্প এবং প্রচুর শ্লেষ্মাতলানি পড়ে, মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মা (চিমাফিলা)।

শক্তি—ইহা নিম্নক্রম ১x অধিক প্রয়োগ হয়। হেকটিক জ্বরে ৬x ক্রম অধিক উপকারী।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্যালসাম টোলুটেলাম—প্রচুর গয়েরযুক্ত পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে উপযুক্ত।

ব্যারোসমা (Barosma)

মূত্রযন্ত্রের উপর ইহার একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, পুঁজবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (muco purulent) ইহার বিশেষ লক্ষণ, কতক বিষয়ে ইহা কোপেবা থুজা, চিমাফিলা ইত্যাদির সমকক্ষ।

শক্তি—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ব্যারাইটা আইওড (Baryta Iodata.)

লসিকাগ্রন্থির উপরই ইহার প্রধান ক্রিয়া। গ্রন্থি স্ফীত হইয়া কঠিন আকার ধারণ করে, বিশেষতঃ তালুমূল প্রদাহ হইয়া শক্ত হইলে ব্যারাইটা আইওডকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত গলদেশের গ্রন্থিও শক্ত হয় এবং শিশুর শারীরিক গঠন এবং মানসিক বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের অভাব থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনায়াম, মার্কআইওড, কার্ব্বএনা মেলিস।

শক্তি—৬× চূর্ণ।

বেলিস পেরিন্নিস (Bellis Perennis)

ইহা চোট, আঘাত, টাটানি এবং মচকানর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষরূপে বস্তি এবং নিম্নোদরের আঘাতে টাটানি যন্ত্রনায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। পেশীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যেন মচকাইয়া গিয়াছে রোগী এই প্রকার খোঁড়াইতে থাকে। কোন প্রকার আঘাত হেতু শৈরীক রক্তের সমাবেশ এবং কালশিরা। শস্ত্রোপচারের (operation) পর গভীর নিম্ন-প্রদেশের টিস্যুর আঘাত। স্নায়ুতে আঘাত প্রাপ্ত হেতু অত্যন্ত টাটানি এবং শীতল জলে অবগাহন অসহ্য।

বস্তি প্রদেশস্থ যন্ত্র সমূহের আঘাত হেতু যন্ত্রণা। মচকান এবং আঘাতের বেলিস পেরিনিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (excellent remedy for sprains and bruises)। আঘাত না লাগিয়া আঘাতের ন্যায় অবস্থা হইলেও বেলিস পেরিনিস নির্ব্বাচিত হয়।

জরায়ু এবং নিম্নোদর—স্তন এবং জরায়ু রক্তাধিক্য হয়। স্তন এবং জরায়ুতে টাটানি এবং পেশন বৎ যন্ত্রণা হয় (as if squeezed) অন্তঃসত্বাবস্থায় শিরা প্রসারণ হয় (varicose veins)। অন্তঃসত্বাবস্থায় রোগী হাটিতে পারে না। নিম্নোদরের গাত্রে জরায়ুতে আঘাতবৎ যন্ত্রণা হয়।

স্ফোটক—শরীরের সর্বত্র ফোঁড়া প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

শক্তি—নিম্নক্রম ৬x, ৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্ণিকা, আর্সেনিক, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, হেমামেলিস।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডা, অবিরাম সঞ্চালন।

রোগের বৃদ্ধি— বাম পাশে, গরম জলে স্নানে, শয্যায় উত্তাপে।

বেঞ্জিনাম (Benzenum)

ইহা বেঞ্জোল নামেও পরিচিত। রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখা যায় এবং ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইলে লোহিত রক্ত কনিকা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শ্বেত রক্ত কনিকা বৃদ্ধি পায়। কাজে কাজেই ইহাকে leucaemia (শ্বেত কনিকা বৃদ্ধি হইয়া প্লীহা বিবৃদ্ধি) রোগের একটি ঔষধ বলা যাইতে পারে। লিউকেমিয়াই হইতেছে ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ এতদ্ব্যতীত চক্ষুতেও কিছু উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষু খোলা অবস্থাতেই রোগী অবাস্তব বস্তু দর্শন করে। চক্ষুর পাতা কাঁপিতে থাকে আলোকেও ঘোলা দেখে। চক্ষুতে এবং চক্ষুর পাতায় যন্ত্রণা হয়, চক্ষু তারকার অধিক রূপ প্রসারণ হয়।

শক্তি—৬, ৩০, ২০০।

বার্ব্বেরিস একুইফোলিয়াম

(Berberis Aquifolium)

আমরা বার্ব্বেরিস একুইফোলিয়ামের প্রয়োগ একমাত্র ব্রনে অধিক দেখিতে পাই। (A remedy that in small doses a drop or so of the tincture in water, is said to drive away pimples from the face.) মুখে ব্রন এবং মেচেতা প্রকাশ পায়। গাত্র ত্বক ফুস্কুড়িযুক্ত শুষ্ক খস্‌খসে, চর্ম্ম হইতে মৎস্যের আইসের ন্যায় সূক্ষ্ম পাপড়ি উঠে। কপালে ফুস্কুড়ি প্রকাশ পাইয়া তাহা মুখমণ্ডলে বিস্তারিত হয়।

শক্তি—মূল অরিষ্ট ২।৩ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়।

ব্ল্যাটা ওরিএণ্ট্যালিস (Blatta Orientalis)

ব্ল্যাটা ওরিএণ্ট্যালিস আর্স্লা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা সর্ব্ব প্রথম স্বর্গীয় ডাক্তার ডিঃ, এন, রায় মহাশয় ঔষধে পরিণত করেন। ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে এই প্রকার কথিত আছে যে, স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চা পান করিত। একদা ভৃত্য চা প্রস্তুত হইয়া গেলে দেখিতে পায় চায়ের কেট্‌লিতে একটি আর্স্লা সিদ্ধ হইয়া মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভৃত্য সেই চা ফেলিয়া না দিয়া সকলকে তাহাই পান করিতে দেয়। যাহারা চা পান করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে এক জনের হাঁপানি রোগ ছিল। তিনি সেই চা পান করিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় সমুদায় হাঁপানি রোগীকে আর্স্লা সিদ্ধ জল পান করিতে দিতেন এবং তাহাতে হাঁপানির বিশেষ উপকার হইতে দেখিয়া ইহাকে ঔষধে পরিণত করা হয়।

ব্ল্যাটা হাঁপানির ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত। অনেকে ইহাকে হাঁপানির পেটেণ্ট ঔষধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ইহা হৃষ্টপুষ্ট লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

মাত্রা—হাঁপানির টানের সময় মূল অরিষ্ট কিংবা ১x, ব্যবহার হয়। হাঁপানির পর কাশির জন্য ৩০, ২০০ শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

বোথ্রপ্স ল্যাঙ্কিওলেটাস
(Bothrops Lanciolatus)

ভগ্ন স্বাস্থ্য রক্তস্রাবী ধাতুতে বোথ্রপ্স অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শরীরের সমুদায় ছিদ্রযুক্ত স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। জিহ্বার কোন দোষ নাই অথচ চুয়াল বন্ধ করিতে পারে না। দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যন্ত্রণা হয়।

চক্ষু—দিনকানা, সূর্য্য উঠিলে অর্থাৎ দিনে দেখিতে পায় না। চক্ষুতেও রক্তস্রাব হয়।

মুখমণ্ডল—ফোলা থমথমে এবং যেন নেশাখোরের ন্যায়।

গলদেশ—লালবর্ণ শুষ্ক, সঙ্কুচিত। গলাধঃকরণ কঠিন, তরলদ্রব্য ভিতরে যায় না।

পাকস্থলী—কৃষ্ণবর্ণ বমন হয়। অত্যন্ত রক্ত বমন (Haematimesis)। পেট ফাঁপা।

শক্তি—৬, ৩০।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পাশে।

বিউটিরিক এসিড (Butyrlc Acid)

মাখম হইতে এই এসিড পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—সামান্য বিষয়েই মনের অশান্তি। আত্মহত্যার চিন্তা, সকল সময় ভয় এবং উদ্বিগ্নতা।

শিরঃপীড়া—উপর তলায় যাইতে কিংবা দ্রুত সঞ্চালনে মস্তকে কষ্ট হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ক্ষুধা থাকে না। সমস্ত পেট জুড়িয়া প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়। রাত্রিতে পেটে যন্ত্রনা হয়। পাকস্থলী ভার ভার বোধ হয়। নিম্নোদরে নাভির নিম্নে খিল ধরা বেদনা হয়। মলত্যাগ কালীন কোঁথানি এবং যন্ত্রণা হয়।

কটিবাত—কটি দেশের মধ্যস্থলে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। হাটা-হাটিতে বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ের গোড়ালির সন্ধি স্থলেও যন্ত্রণা হয়।

নিদ্রা—নিদ্রা কিছুই হয় না। নিদ্রিতাবস্থায় ভীষণ প্রকৃতির স্বপ্ন দেখে।

ঘর্ম্ম—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়—এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে দ্রুত হাঁটাহাটিতে, উপর তলায় যাওয়ায়

ডাইলিউসন—৬x।

বিউফো (Bufo)

ভেকের গলদেশের গ্রন্থি ফরসেক্ দ্বারা চাপিয়া যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য এবং মানসিক লক্ষণ—স্নায়ুমণ্ডলীতে বিউফোর কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। নীচ প্রবৃত্তি সমূহকে

উত্তেজিত করিয়া তোলে। মাদক জাতীয় দ্রব্য পান করিবার ইচ্ছা হয় এবং ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন করে। স্নায়ুমণ্ডলীতে কার্য্য প্রকাশ করতঃ ঝাঁকুনি, শরীরের পেশীর আক্ষেপিক আনর্ত্তন, গাত্রত্বকে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত ইত্যাদি উৎপন্ন করে। মানসিক এবং শারীরিক শক্তির ক্ষীণতা, জড় বুদ্ধিতা (imbecility) আনয়ন করে। এতদ্বিষয়ে বিউফো অনেকটা ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীর ন্যায়—বুদ্ধি বিকাশের অভাব পরিলক্ষিত হয়, শরীর বৃদ্ধি হইতেছে অথচ রোগীর শিশুবৎ আচরণ পরিষ্কার থাকিয়া যায়, অথবা শিশুর শারীরিক গঠন এবং মানসিক লক্ষণ উভয়ই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। বিউফোতে এতদ লক্ষণের সহিত মৃগী রোগের যাবতীয় উপসর্গ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মৃগীরোগের লক্ষণের সহিত জননেন্দ্রিয়ের রোগের সংস্রব থাকা উচিত। (Epileptic symptoms, more or less connected with derangements of the sexual sphere, seems to come within the range of this remedy) রোগী হস্তমৈথুন করিবার জন্য একলা থাকিতে চায় এবং নিরিবিলি জায়গা সন্ধান করিয়া বেড়ায়। বিউফোর ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। হস্তমৈথুন জনিতই মৃগীরোগের প্রকাশ।

শরীর এবং মন দুর্ব্বল, স্মরণ-শক্তি ক্ষীণ, জড়ভাবাপন্ন, আচরণ শিশুবৎ নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির একলা নিরিবিলি থাকিতে চায়, অতি সহজেই হাসিয়া ফেলে এবং কাঁদিয়া উঠে।

মস্তক—মস্তকের তালুতে যেন উষ্ণ বাষ্প উঠিতেছে এইরূপ বোধ। মস্তিষ্ক অসাড় মনে হয়। মুখমণ্ডল ঘর্ম্মেতে ভিজিয়া ওঠে।

চক্ষু এবং দৃষ্টি—চক্‌চকে উজ্জ্বল দ্রব্যের প্রতি তাকাইতে পারে না। চক্ষুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়।

কর্ণ—গীতবাদ্য সহ্য হয় না, (এম্ব্রা), সামান্য গোলমালেই অস্থির বোধ করে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের অতি পূর্ব্বে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া থাকে। ঋতুস্রাবের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে মৃগীরোগের আক্ষেপ (spasm) হয়। যে সমুদায় বালিকাদিগের মৃগীরোগের প্রবণতা থাকে, তাহাদিগের ঠিক

ঋতুস্রাবের সময়ে কিংবা কথন কখন পূর্ব্বে এবং ঋতুস্রাব হইতেছে এইরূপ অবস্থায় মৃগীরোগের আক্রমণ বৃদ্ধি হয়। বালিকা ঋতুস্রাব সময়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং মৃগীরোগের পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ হইতেছে তাহা টেরও পায় না। (When the girl lies in an unconscious condition during the menestrual period and has several epileptic spasms which she has no realization of until told and then she is too much dazed to understand if she needs Bufo).

কর্কট রোগ—স্তনের কর্কট রোগে অগ্নিবৎ জলন এবং আক্রান্ত স্থানের চারি পার্শ্বের ফোস্কায় বিউফো সাময়িক আশু উপশম দিবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বড় বড় পীতবর্ণ ফোস্কা প্রকাশ পায়। বিউফো বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয় যখন রক্তের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া যায় (it is specially useful when the milk is mixed with blood) স্তন গ্রন্থিসমূহ শক্ত আকার ধারণ করে।

স্তন ব্যতীত জরায়ুর কর্কট রোগেও বিউফো নির্ব্বাচিত হয়। কর্কট রোগ হেতু জরায়ুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত রক্তমাখা শ্বেদপ্রদর স্রাব হয়। প্রদাহযুক্ত স্ফীত জরায়ুর উপর প্রচুর ফোস্কা পড়ে এবং তরল পীতবর্ণ রস নির্গত হইতে থাকে—বিউফোর এতদাবস্থা মৃগী রোগের সহিত অধিক প্রকাশ পায়।

ডিম্বাশয় প্রদাহ এবং জ্বালা—ডিম্বাশয় এবং বস্তি প্রদেশে অগ্নিবৎ জলন হয়। বাধক বেদনায় ঋতু স্রাবের সময় এইরূপ যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। ডিম্বাশয়ে জ্বালা করে, উত্তপ্ত হয় এবং সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়।

পুং জননেন্দ্রিয়—কখন কখন লিঙ্গের অত্যন্ত উত্তেজনা হয় আবার কখন কখন ধ্বজভঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু রোগী অত্যন্ত বদ প্রবৃত্তিভাবাপন্ন সকল সময় হস্ত লিঙ্গ দেশে দেয় এবং লিঙ্গ ঘাঁটাঘাটি করে। অত্যন্ত শীঘ্র রেতঃ পাত হয় এবং সহবাসে বিশেষ সুখ বোধ করে না। এতদসহ উপদংশ রোগের ন্যায় কুচকি প্রদেশের গ্রন্থির প্রদাহ হয়।

মৃগীরোগ (Epilepsy)—হস্ত মৈথুন এবং স্ত্রী সহবাস ক্রিয়ায় মৃগী সদৃশ আক্ষেপে (spasm) বিউফো একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর হস্ত মৈথুন

করিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং তদহেতু একলা একলা গোপনে গোপনে থাকিতে চায়। সহবাস ক্রিয়া কালীন অনেক সময় ভীষণ কনভালসন আরম্ভ হয়—বিউফোর এই প্রকার মৃগীবৎ আক্ষেপ—সহবাস ইচ্ছায় লিঙ্গের উত্তেজনা হইতে কিংবা solar plexus হইতে উত্থিত হয়, আরো দেখিতে পাওয়া যায়—বিউফোর এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগী মানসিক উত্তেজনা বশতঃ অস্পষ্টভাবে অনবরত বকিতে থাকে এবং তাহা অন্যে বুঝিতে না পারার দরুণ অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতে থাকে। কনভালসনের পর রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং অজ্ঞান ও ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

ইহাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যোনি এবং গলদেশে পূঁজযুক্ত ফোস্কা উৎপন্ন হইয়া কনভালসন প্রকাশে বিউফো নির্ব্বাচিত হয়। বিউফো ব্যতীত নাক্স এবং সাইলিসিয়ায়ও কনভালসন solar plexus হইতে সুড় সুড় বোধ আরম্ভ হইয়া হয় এবং সুড় সুড় বোধ solar plexus হইতে উর্দ্ধ দিকে উঠিতে থাকে। এক সময় মনে হয় যেন ইঁদুর হস্ত বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। আবার কোন কোন স্থলে সুড় সুড় বোধ কুক্ষি প্রদেশ হইতে জরায়ু এবং নিম্নে অবতরণ করে।—

সাইলিসিয়া পূর্ণিমা এবং অমাবশ্যায় অধিক হয়।

ইণ্ডিগো—বিউফোর যেমন মৃগী রোগের আক্রমণ স্ত্রী সহবাস এবং হস্ত মৈথুন ইত্যাদি হেতু হয়, ইণ্ডিগোর তেমনি কৃমির উপসর্গ হেতু হয়। ইণ্ডিগোয় রোগী বিমর্ষ এবং বিষন্ন প্রকৃতির যদি রোগী অধিক উত্তেজিত প্রকৃতির হয় সেইরূপ স্থলে কৃমির দরুণ হইলেও নাক্স এবং বিউফোকে চিন্তা করিবে।

আর্টিমিসিয়া ভালগারিস—ইহা মৃগী রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষতঃ যখন ভয় পাইয়া কিংবা কোন প্রকার উত্তেজনা পূর্ণ মানসিক অনুভূতি বশতঃ হয়। কনভালসনের আক্রমণ ছাড়িয়া ছাড়িয়া পুনঃপুনঃ হয় এবং কনভালসনের পর রোগী নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে।

বিসর্প (Erysepelas) এবং ফোস্কা—বিউফোর চর্ম্ম রোগ অনেকটা বিসর্প সদৃশ। চর্ম্মোপরি বড় বড় ফোস্কা পড়ে, ফোস্কা গুলি

ফাটিয়া ক্ষতকারক স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং ক্ষত দেখিতে কাঁচা কাঁচা। হস্তের চেটো এবং পায়ের তলায় বৎসরে বৎসরে ফোস্কা হয়। চুলকানি এবং জ্বালা থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলউসন—৬, ৩০ এবং ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্যারইটা কার্ব্ব, এষ্টেরিয়াস।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ ঘরে, নিদ্রা ভঙ্গে, উত্তাপে।

রোগের উপশম—স্নানে, ঠাণ্ডা জলে এবং উষ্ণজলে পদদ্বয় রাখিলে।

ক্যাডমিয়াম সালফ (Cadmium Sulph)

ক্যাডমিয়াম সালফ যদিও সম্পূর্ণরূপে প্রুভিং হয় নাই, তথাপি ইহাতে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে যাহাতে ইহাকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ক্যাডমিয়াম সালফের কতকগুলি লক্ষণ অনেকটা আসেনিকের সমতুল্য। রোগীর অবসন্নতা অনেকটা আসেনিকের ন্যায়। কলেরা, পীত জ্বর (yellow fever) এবং বমনে অত্যন্ত ভীষণরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অন্য পক্ষে আবার ইহাতে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় লক্ষণও প্রকাশ থাকে—রোগী নড়চড়া ভাল বাসেনা—চুপ করিয়া স্থির হইয়া থাকে, সঞ্চালনে রোগ বৃদ্ধি হয়।

ক্যাডমিয়াম সালফের প্রধান কার্য্য পাকস্থলীতে দেখিতে পাই। পরিপাক ক্রিয়ার লক্ষণই হইতেছে ক্যাডমিয়াম সালফের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া এবং বমন—যাহা কিছু আহার করা যায় তরল দ্রব্য কিংবা খাদ্যদ্রব্য হউক তদসমুদায়ই টক হইয়া যায়। অম্বল উদ্গার উঠে। ভীষণ কাঠ বমি এবং বমনোদ্বেগ। কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কফি গুড়ার

ন্যায় বমন হয় (Black vomit)। পাকস্থলী অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সবুজ বর্ণের কিম্বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন হয় এবং রোগী বমনান্তে ভীষণ অবসন্ন হইয়া পড়ে। পাকস্থলীতে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণাও হয়। এমন কি পাকস্থলীর কর্কট রোগেও ক্যাডমিয়াম সালফ নির্ব্বাচিত হয়। ক্যাডমিয়াম সালফের বমনের সহিত: ইপিকাক, এণ্টিমটার্ট এবং আর্সেনিককে চিন্তা করা যাইতে পারে। পাকস্থলী যেন কার্য্যশূন্য হইয়াছে কোন দ্রব্যই পরিপাক হয় না সমুদায়ই বমন হইয়া উঠিয়া যায়, ভীষণ বমন এবং বমনোদ্বেগ। রোগী স্থির হইয়া থাকিতে চায়। ক্যাডমিয়াম সালফে অবসন্নতা এত অধিক বর্ত্তমান থাকে যে ইহাকে আর্সেনিকের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু 'আর্সেনিক রোগী অস্থির প্রকৃতির এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। আর ক্যাডমিয়াম সালফ রোগী বলে—আমার সহিত কেহ কথা বলিও না, আমাকে বিরক্ত করিও না, আমাকে স্থির হইয়া থাকিতে দাও, আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও। কোন কিছু পরিপাক না হওয়া দরুণ রোগী কিছুই খাইতে চায় না। না খাইয়া রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পাকস্থলীরকর্কট রোগ, তদহেতু জ্বালা, অবসন্নতা এবং বমন ক্যাডমিয়াম সালফে সম্পূর্ণ উপকার না হইলেও অনেকটা উপশম করিতে পারে। ইহা স্মরণ রাখিবে ক্যাডমিয়াম সালফ কর্কট রোগ হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে এবং কফি গুড়ার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বমনের আশু উপকার করিবার একটি মহৎ ঔষধ। (It is a great remedy in the gastric irritation of carcinoma, a great palliative, coffee ground vomiting)।

পাকস্থলী, অন্নবহা নলী, গলদেশ, মুখবিবর সমুদায় অম্বল জ্বালা করে (আইরিস) (Burning in the stomach extending up into the oesophagus, fluids burn all the way up into the mouth and throat, sour, acid fluids).

চক্ষু—কর্ণিয়া অসচ্ছ হয়। চক্ষু এবং মুখমণ্ডলের একপার্শ্ব আক্রান্ত হয়। রাত্রিতে দেখিতে পায় না।

পক্ষাঘাত—অসার বোধ হয়। জায়গায় জায়গায় এইরূপ হয়।

নাসিকা একটি হস্ত কিংবা শরীরের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান অসার বোধ করে (কষ্টিকাম)। পক্ষাঘাত গ্রস্ত স্থান সময় সময় যন্ত্রণাযুক্ত হয় এবং পক্ষাঘাত গ্রস্থ স্থানে যেন কিছু চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ সুড় সুড় বোধ হয়।

সংন্যাস রোগের আরোগ্য লাভের পর একটী হস্ত এবং একটি পা দুর্ব্বল থাকে (ফস্ফরাস)।

প্রাতঃকালীন বমন (morning sickness)—ক্যাডমিয়াম সালফ্‌কে অনেকে প্রাতঃকালীন বমনে এবং অন্তঃসত্বাবস্থায় পরিপাক ক্রিয়ার উপসর্গে উচ্চস্থান দেন।

নিদ্রা—রোগী নিদ্রা যাইতে গেলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় নিদ্রা যাইতে ভীত হয়। ভীষণ নিদ্রাহীনতা কিছুতেই রোগীর নিদ্রা হয় না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্ন এবং উচ্চক্রম উভয়ই ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—হাটা হাঠিতে, নিদ্রার পর (ল্যাকেসিস্) খোলা বাতাসে, উত্তেজক দ্রব্য পানে কিংবা আহারে।

রোগের উপশম—আহারে এবং বিশ্রামে।

ক্যাজুপুটাম (Cajuputum)

ইহার কার্য্য অনেকটা লবঙ্গ তৈলের ন্যায়। ক্যাজুপুটাম পেটফাঁপা এবং জিহ্বার রোগে অধিক ব্যবহার হয় এবং ইহা একটি প্রচুর ঘর্ম্মকারক ঊষধ।

মস্তক—রোগী মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে। মস্তত এত বৃহৎ বোধ হয় যে, মস্তত সামলাইতে পারে না (রোগী মনে করে তাহার শরীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—ব্যাপ্টিসিয়া। রোগী মনে করে তাহার শরীর কাঁচের প্রস্তুত স্পর্শ করিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে—থুজা। রোগী মনে করে সে অন্তঃসত্বা হইয়াছে, শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইবে—ভিরেট্রাম এলবাম)

জিহ্বা এবং অন্ননালী—জিহ্বা মনে হয় ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ফুলিয়া সমুদায় মুখঘায়ে যেন ভরিয়া গিয়াছে। অন্ননালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, শক্ত জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

হিক্কা—হিক্কার একটি উৎকৃষ্ঠ ঔষধ। সামান্য কারনেই হিক্কা উপস্থিত হয়।

পাকাশয় শূল—ক্যাজুপুটাম বায়ুর সমাবেশ বশতঃ পাকাশয় শূল যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। পাকাশয় শূলের সহিত পেট ফাঁপা থাকা উচিত (Flatulent colic)

সমগুণ ঔষধসমূহ—এসাফিটিডা, ব্যাপ্টিসিয়া।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x।

ক্যালকেরিয়া হাইপোফস্‌ফরিকা
(Calcarea Hypophosphorica)

ক্রমাগত পুনঃ পুনঃ ফোঁড়া হওয়া বশতঃ জীবনী শক্তি দুর্ব্বল হওয়ায় ফস্‌ফরাস অধিক মাত্রায় দেওয়া প্রয়োজনে সেইরূপ স্থলে ক্যালকেরিয়া হাইপোফস ১x, ২x প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হয়, শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নৈশ ঘর্ম্ম হয়, রোগীকে টিউবারকিউলোসিস রোগের দিকে লইয়া যায়।

ডাক্তার ন্যাস তাঁহার গ্রন্থে এতদ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম তিনি লিখিতেছেন—একবার আমি এইরূপ একটি রোগী পাই। রোগীর বয়স মাত্র ৮ বৎসর। হাঁটুর সন্ধিস্থলে ৪।৫টি ফোঁড়া হইয়াছে, ক্ষত টিবিয়া অস্থি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধেক অস্থি খাইয়া ফেলিয়াছে, অস্থি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, বালকটি অত্যন্ত কৃশ

হইয়া পড়িয়াছে। কিছুই খাইতে চাহে না। ক্ষুধা নাই। মৃত ব্যক্তির ন্যায় ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। বালকের মাতাকে আমি বলিলাম—ইহা অস্ত্র চিকিৎসকের কার্য্য, যাহা হউক আমি কতদূর উন্নতি করিতে পারি চেষ্টা করিব। এই বলিয়া আমি ১x চূর্ণ প্রতিদিন এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। এক সপ্তাহ পর দেখিতে পাইলাম রোগীর এবং ক্ষতের অনেক উপকার হইয়াছে এবং বালকের মাতা বলিলেন—"ছেলে খাই খাই করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে।" এই প্রকার কিছু অধিক দিন উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। তদবধি আমি যে কোন স্থানের বৃহৎ ফোঁড়ায়, যে স্থলে পূঁজের সঞ্চার হইয়াছে এই ঔষধ ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাইয়াছি—পূঁজ শোষণ হইয়া ফোঁড়া বসিয়া গিয়াছে।

ক্যালকেরিয়া পিক্রেটা
(Calcarea Picreta)

পুনঃ পুনঃ ফোঁড়ার কিংবা পুরাতন ফোঁড়ার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষ ভাবে যে স্থানের চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা যেমন পদদ্বয়, মলদ্বার ইত্যাদি স্থানের অস্থিতে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ অথবা ৩০ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া এসেটিকা
(Calcarea Acetica)

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র এবং কাশি—কাশি তরল এবং বৃহৎ

চাপ চাপযুক্ত শ্লেষ্মা গয়েরের সহিত উঠে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। স্কন্ধদেশ পশ্চাতে ঠেস দিলে উপশম হয়। নিশ্বাস পরিত্যাগ কালীন শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড় ঘড়, শব্দ হয়।

শিরঃঘূর্ণন—খোলা মুক্ত বায়ুতে শিরঃঘূর্ণন হয়।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

ক্যালকেরিয়া আইওডেটা

(Calcarea Iodiata)

স্ক্রফিউলাস রোগীদিগের বিশেষতঃ গ্রন্থির স্ফীত, তালমূল প্রদাহ ইত্যাদিতে এই ঔষধটি অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। শিশু থলথলে পেশীযুক্ত এবং ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য। যাবতীয় নিঃসরণ (secretion) প্রচুর এবং পীতাভ। জরায়ু অর্ব্বুদেও (Fibroid) কেলকেরিয়া আইওড অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

কেলকেরিয়া আইওডের নির্ব্বাচন ধাতু প্রকৃতির (constitution) উপর নির্ভর করে। ইহার গ্রন্থির স্ফীতিই হইতেছে প্রধান লক্ষণ।

তালুমূল (tonsils)—তালুমূল প্রদাহ হইয়া বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয় এবং তালমূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত সদৃশ শ্লৈষ্মিক কোষ (crypts) থাকে।

ক্ষত—ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না (indolent ulcer) এবং শিরা প্রসারণ অর্থাৎ Varicose veins যুক্ত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা, সাইলিসিয়া, মার্ক-আইওড।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

(Calcarea Ranalis Preparata)

ক্যালকেরিয়া রেনালিস প্রিপেরেটা

ইহা মূত্রশিলা চূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। মূত্রশিলা, মূত্ররেণু রোগে ইহা ১৮৪৬ সাল হইতে সুনামের সহিত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ডাঃ ব্রেডারনল ইহার উপকারিতা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেন। এতদ্ব্যতীত যাহারা মূত্রশিলা রোগে ভোগে তাহাদিগের দস্ত শর্করাও (tartars) ক্যালকেরিয়া রেনালিস প্রিপেরেট-প্রয়োগে দূরীভূত হয়।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ ব্যবহার হয়।

ক্যালকেরিয়া সিলিকেটা

(Calcarea Silicata)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং ইহার কার্য্য বহুদিন স্থায়ী। যে সমুদায় উপসর্গ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বহুদিনে একটি রোগে শেষে পরিণত হয়। সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। রোগী দুর্ব্বল, শীর্ণ, শীতল এবং শীত শীত বোধ করে কিন্তু অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে অস্বস্তি বোধ করে।

মানসিক লক্ষণ—অন্যমনস্ক, উদাসীন, আত্মবিশ্বাসহীন এবং অত্যন্ত ভীতু।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী খালি থাকিলে রোগী পেটে শীতলতা বোধ করে। অত্যন্ত পিপাসা হয়। আহারান্তে পেট ফাঁপিয়া ওঠে। বমন এবং উদ্গার হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র—শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। প্রচুর পীতাভ সবুজ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—উচ্চশক্তি ২০০ অধিক ব্যবহার হয়।

ক্যালোট্রোপিস (Calotropis)

ইহাকে উপদংশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু ইহা মার্কারির পর নির্ব্বাচিত হয়, যে স্থলে মার্কারি নিরাপদে আর দেওয়া যাইতেছে না এবং দেওয়া নিরাপদও নহে অথচ অনেক দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ স্থলে উপদংশে উত্তম কার্য্য করে। উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। ইহা ব্যবহারে শীঘ্র শরীরকে সুস্থ করিয়া দেয়। উপদংশ ক্ষত এবং গাত্রের দাগ আরোগ্য হইয়া যায়। উপদংশের দরুণ রক্ত শূন্যতা শীঘ্র দূরীভূত হয়। ক্যালোট্রোপিসের একটি বিশেষ লক্ষণ হইতেছে পাকস্থলীর উত্তাপ।

উপদংশ ব্যতীত ক্যালোট্রোপিস গোদ, কুষ্ঠ এবং তরুণ আমাশয়েও ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কারি, পটাসিয়াম আইওড, সার্সা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এক ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটা, প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবনীয়।

ক্যাম্ফর মন-ব্রোমেটা (Camphor Mono-Bromata)

ইহাকে মন ব্রোমাইড অফ ক্যাম্ফরও (Mono-bromide of Camphor) বলা হয়। স্নায়বীক চঞ্চলতা (Nervous excitability) ইহার বিশেষ

লক্ষণ। দুগ্ধলোপ, স্বপ্নদোষ, যন্ত্রণাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস, শিশু কলেরা ইত্যাদিতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—দিক নির্ণয়ে ভ্রম হয়—উত্তরকে দক্ষিণ, পূর্ব্বকে পশ্চিম এইরূপ ভ্রম ধারণা। হিষ্টিরিয়া কখন হাসে কখন কাঁদে।

ডাইলিউসন—২x চূর্ণ।

কার্ব্বনিয়াম অক্সিজেনিসেটান
(Carboneum Oxygenisatum)

ইহা হার্পিস (Herpes Zoster), পোড়া নাড়াঙ্গা, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাতি রোগে নির্ব্বাচিত হয়। শীতলতা এবং **তন্দ্রা** ইহার বিশেষ লক্ষণ। দাঁতে দাঁত অত্যন্ত ভীষণরূপে লাগিয়া যায় (Jaws firmly clenched) এবং তন্দ্রাভাব বহুদিন পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে, শীঘ্র কাটে না।

ডাইলিউসন—১x।

কার্ব্বানয়াম সালফিউরেটাম
(Carboneum Sulphuratum)

কার্ব্বন সালফ হোমিওপ্যাথিকে বহুদিন মদ্যপান হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী মুক্ত বায়ু, খোলা দরজা জানালা অত্যন্ত পছন্দ করে। কর্কট রোগের বৃদ্ধি নষ্ট করিতে কার্ব্বন সালফ অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্য আহারে রোগের বৃদ্ধি হয়। কার্ব্বভেজের স্থায় হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ হয়, শৈরিক রক্তের সমাবেশ হয়। হস্তপদের স্পর্শ চেতনার হ্রাস হয়।

মানসিক লক্ষণ—খিটখিটে রাগী, উদ্বিগ্ন প্রকৃতির, তন্দ্রাযুক্ত। অন্যমনস্ক, অবাস্তব বস্তু দর্শন এবং শ্রবণ করে, মন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল।

মস্তক—মস্তকে ব্যথা হয় মনে হয় যেন শক্ত টুপি পড়িয়া রহিয়াছে অথবা কোন প্রকার বন্ধনি দ্বারা মস্তক বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। চুল পড়িয়া যায়। রোগী মস্তকে গোলমাল বোধ করে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মস্তকের তালুদেশে ওঠে এবং তালুদেশে সারাদিন লাগিয়া থাকে।

চক্ষু—কার্ব্বন সালফে চক্ষুতে অনেক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়—দৃষ্টির দুর্ব্বলতা, অদূরদৃষ্টি, (myopia), চক্ষুর স্নায়ুর শুষ্কতা, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি নানাপ্রকার উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আলোকাতঙ্ক, অক্ষিপুটের কম্পন ইত্যাদিও প্রকাশ পায়।

কর্ণ—শ্রবণেন্দ্রিয়েরও অনেক গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণে গুণ গুণ, ঝিন্ ঝিন নানাপ্রকার শব্দ হয়, মনে হয় যেন সঙ্গীত যন্ত্র বাজিতেছে। কর্ণ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ হয়।

নিম্নোদর—নিম্নোদরে যন্ত্রণা হয়—যন্ত্রনার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোদরের জায়গায় জায়গায় ফুলিয়া উঠে, ইহা যেন স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায় (wandering swelling)। পেট কাঁপার সহিত পেট ডাকা থাকে।

ধ্বজভঙ্গ—সহবাসের কোন প্রকার ইচ্ছা থাকে না ইচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। লিঙ্গ শিথিল শুষ্ক হয়, লিঙ্গের উত্থান শক্তি কিছুমাত্র থাকে না। প্রচুর বীর্য্যস্খলন হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—১x, ৩x অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালীন ভোজনের পর স্নান।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ু।

ক্যাসকেরা স্যাগ্রেডা (Cascara Sagrada)

কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা নির্ব্বাচিত হয়। এক এক বার ১০।১৫ ফোঁটা করিয়া সেবনে কোষ্ঠকাঠিন্য সাময়িক উপশম করে।

বাত—পেশী এবং সন্ধিস্থলের বাতে এবং তদসহ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ক্যাসকেরা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। আমরা ইহা এইরূপ স্থলে নিম্নক্রম ৬ অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকি।

ক্যাসক্যারিলা (Cascarilla)

ইহার পরিপাক ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। রোগী তামাকের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। বমনের আকাঙ্ক্ষা ইহার অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ।

রোগী উষ্ণ খাদ্য সামগ্রী আহারের ইচ্ছা করে। বমন এবং বমনেচ্ছা পেটে যন্ত্রণাও হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শ্লেষ্মা জড়িত, (গ্র্যাফাইটিস) মলের সহিত উজ্জল রক্ত নির্গত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় থাকে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ক্যারিকা পাপেয়া (Carica Papaya)

ইহা কাঁচা পেঁপের আটা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট হজম কারক ঔষধ। যাহাদিগের পেটে বায়ুর সমাবেশ অধিক হয় এবং যাহা আহার করে তাহা শীঘ্র পরিপাক হয় না, উদ্গার ওঠে, বুক জ্বালা করে,

তাহাদিগেতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহা আহারের অব্যবহিত পরই সেবনীয়। ইহা পরিপাক ক্রিয়ায় মূল অরিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ইহার কার্য্য আর একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে লিঙ্গের মধ্যস্থল পর্য্যস্ত যন্ত্রণা প্রকাশ পায় মনে হয় যেন কোন খস খসে বস্তু জোরে বাহির হইয়া আসিবে বাম অণ্ডকোষেও যন্ত্রণা হয়। প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রথম মূত্র ত্যাগ করিতে মূত্র শীঘ্র বাহির হইতে চায় না—যেন কিছুতে আটকাইতেছে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

সিরিয়াম অক্জেলিকাম

(Cerium Oxalicum)

আক্ষেপযুক্ত প্রতিক্ষিপ্ত (spasmodic reflex) বমন এবং কাশি ইহার বিশেষ লক্ষণ। অন্তঃসত্বাকালীন এবং ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য বমনে এবং বমনযুক্ত হুপিং কাশিতে ইহা উত্তম ফল করে।

ডাইলিউসন—১x চূর্ণ।

কারসিনোসিন (Carcinosin)

কর্কট রোগ হইতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা একটি নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহা প্রয়োগে কর্কট রোগের গতি রোধ করে। স্তনের গ্রন্থির কর্কট রোগ, অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং গ্রন্থি সমূহ প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। এতদ স্থান ব্যতীত জরায়ু প্রদেশের অর্ব্বুদেও কর্কট রোগ সম্ভাবনায় ব্যবহার হয়। দুর্গন্ধ স্রাব, রক্তস্রাব এবং যন্ত্রণা কারসিনোসিন ব্যবহারে অত্যন্ত উপশম হয়।

এতদ্ব্যতীত পাকস্থলীতে বায়ুর সমাবেশ হয় এবং পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—বিউফো, কোনিয়াম, ফাইটোলেক্কা, এস্টেরিয়াস।

ডাইলিউসন—২০০ সচরাচর প্রয়োগ হয় এবং রাত্রিতে দেওয়া হয়।

ক্যাষ্টর ইকুই (Castor Equi)

ইহা ঘোড়ার খুড় হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে স্তনের বোঁটায়, চর্ম্মরোগে এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে। স্তন বোঁটা ফাটিয়া কিংবা চির খাইয়া ক্ষত হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে (গ্র্যাফাইটিস)। এতদ্ব্যতীত নখে এবং অস্থিতেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আঁচিল—আঁচিল কপালে এবং বক্ষঃস্থলে হয়।

স্তন—স্তনের বোঁটা চিরিয়া ফাটিয়া যায়। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। স্তন ফুলিয়া ওঠে। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত চুলকায় এবং স্তন বোঁটার চারিপার্শ্ব লাল হয়।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্ম এবং ওষ্ঠের ভিতরের লাল অংশ অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ত্বক পুরু হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

ক্যাষ্টোরিয়াম (Castoreum)

হিষ্টিরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে। আলোক সহ্য করিতে পারে না—দিন কানা (day blindness)। স্নায়বীক স্ত্রীলোক, যাহারা রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে না। খিটখিটে হয় এবং

দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্মে কষ্ট হয়। সকল সময় হাই উঠে। নিদ্রা ভাল হয় না এবং ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে।

জিহ্বা—স্ফীত, জিহ্বার মধ্যস্থলে মটরদানার ন্যায় গোলাকার স্ফীতি হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—বাধক যন্ত্রণা। রক্ত ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয় এবং রোগীকে এই প্রকার রক্ত নিঃসরণের সময় কোঁথাইতে হয় এবং এতদসহ জানুদেশে যন্ত্রণা থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এম্ব্রা, মস্কস, এসিড মিউর, ভেলেরিয়ানা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

চিনোপোডিয়াম এন্থেলমিণ্টিকাম
(Chenopodium Anthelminticum)

স্ক্যাপুলার যন্ত্রণা ইহার বিশেষত্ব। ইহাতে দক্ষিণ পার্শ্বের অর্দ্ধ শরীরের পক্ষাঘাত, সংন্যাস, শ্বাস-প্রশ্বাসে গভীর নাসারব সদৃশ শব্দ, হঠাৎ শিরঃঘূর্ণন ইত্যাদি প্রকাশ পায়। চিনোপোডিয়াম তৈল বড় বড় ক্রিমিতে এবং Hook wormsএ প্রয়োগ হয়।

কর্ণ—কর্ণের স্নায়ুর অবসাদ নিশ্চেষ্টতা, শুনিতে পায় না। কিন্তু জোরে শব্দ করিলে শুনিতে পায়। লোকের কথার শব্দ শুনিতে না পারিলেও অথচ গাড়ীর শব্দ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। কর্ণে গুণ্ গুণ্ ভন্ ভন্ শব্দ হয় এবং এতদসহ তালুমূলের বিবৃদ্ধিও থাকে।

পৃষ্ঠদেশ—দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে মেরুদণ্ডের সন্নিকট অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা ফুটিয়া বক্ষঃস্থলে বাহির হয়।

মুত্র—প্রচুর পীতবর্ণ ফেনা ফেনা প্রস্রাব হয়। মূত্র পথে ক্ষতকারক জ্বালা বোধ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ওপিয়ম, চায়না, চেলিডোনিয়াম।

ডাইলিউসন—৬x। Hook worm এবং ক্রিমির জন্য চিনোপোডিয়াম তৈল প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর ১০ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়।

চিরএন্থাস চিরি (Cheranthus Cheri)

ডাক্তার কুপার কর্ণ বধিরতায় ইহার উপকারিতা সমর্থন করেন। বামপার্শ্বের কর্ণের বধিতার জন্য ইহা অধিক উপযুক্ত। কর্ণে পূঁজ জন্মায় অথচ পূঁজ বহির্গত হয় না। ইহা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়। জলের সহিত এক ফোঁটা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে হয়।

চিমাফিলা আমবেলেটা (Chimaphila Umbellata)

মূত্রপিণ্ড এবং জননেন্দ্রিয়ে ইহার প্রধান কার্য্য। নাসিকা এবং মধ্যান্ত্রত্বচ গ্রন্থিও (Lymphatic and mesenteric gland) আক্রান্ত হয়। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকের স্তনেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোকের প্রস্রাবে কষ্ট।

চিমাফিলার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূত্রাশয় রোগে বিশেষতঃ তরুণ কিংবা পুরাতন মূত্রাশয় হইতে শ্লেষ্মাস্রাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মূত্রের সহিত প্রচুর শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে। প্রস্রাব স্বল্প হয় এবং দড়ির ন্যায় পূঁজবৎ শ্লেষ্মা তলানি পড়ে। Prostatic gland ও বিবৃদ্ধি থাকে।

চক্ষু—বাম চক্ষুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং তদসহিত চক্ষু হইতে জল নির্গত হইতে থাকে। অক্ষিপুট চুলকাইতে থাকে।

মূত্র—প্রস্রাব ত্যাগ করিতে কোঁথ দিতে হয়। প্রস্রাব ঘোলা অপরিষ্কার। দুর্গন্ধযুক্ত, রজ্জুবৎ কিংবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে এবং প্রচুর তলানি পড়ে। প্রস্রাব ত্যাগকালীন জ্বালা বোধ করে এবং মূত্র ত্যাগান্তে কোঁথাইতে হয়। প্রস্রাব নিঃসরণের পূর্ব্বে রোগীকে কোঁথ দিতেই হইবে (must strain before flow comes)। প্রস্রাব স্বল্পও হয়।

A good remedy for chronic bladder troubles where pus or pus and blood are much in evidence in the urine.

মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis)—তরুণ মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহে চিমাফিলার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাব অবরোধ হয় এবং বিটপ প্রদেশে যেন একটি গোলাকার বল লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (feeling of a ball in perineum) (ক্যানাবিস ইণ্ডিকা)। মূত্রপিণ্ড স্থলে দপ দপ করে। প্রস্রাবে শর্করা থাকে। (ক্যাপসি, গ্রাইণ্ডেলিয়া)। দাঁড়াইয়া পা ফাঁক করিয়া সম্মুখ দিকে শরীরকে নত না করিলে প্রস্রাব করিতে পারে না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিকপাট প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে। যোনি দেশে যন্ত্রণা এবং উষ্ণ বোধ হয়।

অর্ব্বুদ (tumor)—স্তনে যন্ত্রণাযুক্ত অর্ব্বুদ (tumor) প্রকাশ পায় কিন্তু অর্ব্বুদ ফাটিয়া ক্ষত হয় না। দুগ্ধ নিঃসরণ হইতে থাকে। স্তন খুব শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। অত্যন্ত বৃহৎ আকারের স্তনযুক্ত স্ত্রীলোকের স্তনগ্রন্থির অর্ব্বুদে চিমাফিলা অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং অর্ব্বুদে যন্ত্রণা হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—মূত্রাশয়ের গ্রীবা হইতে লিঙ্গের মুখ পর্য্যন্ত জ্বালা করে। গ্লিটস্রাব হয় এবং মুখশায়ী গ্রন্থি প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—পুঁজযুক্ত প্রস্রাবে মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা অধিক উপযুক্ত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চিমাফিলা ম্যাকিউলেটা, উভা, ইপিজিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, শীতল প্রস্তরে কিংবা মেজেতে উপবেশনে, বামপার্শ্বে।

চিওন্যান্থাস (Chionanthus)

শিরঃপীড়ায় এই ঔষধটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শিরঃপীড়া—দুর্ব্বলতা, পৈত্তিক, ঋতুস্রাব অর্থাৎ যে কোন কারণ বশতঃই হউক—ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। চক্ষুর উপরে কপালে শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। চক্ষুতেও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, পিত্তশূল ইত্যাদি রোগেও ইহা ব্যবহার হয়। (has been found to be a remedy for certain classes of habitual sick-headache, pain over eyes, nausea, pressing at root of nose, retching)

শিরঃপীড়া—নাসিকাগ্রে মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা হয়। মস্তক নত করিলে এবং নাড়াইলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু—চক্ষু পীতবর্ণ হয়।

জিহ্বা—পীত লেপাবৃত। প্রচুর লালাস্রাব হয় এবং শুষ্ক হইয়া থাকে অথচ জল পিপাসায় শুষ্কতা কাটে না।

পরিপাক ক্রিয়া এবং যকৃৎ—নাভির নিকট কামড়ানি যন্ত্রণা হয়। মনে হয় অন্ত্রের চারিপার্শ্ব রজ্জুর দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে একবার হঠাৎ টান পড়িতেছে আবার শিথিল হইতেছে। যকৃত বড় হয় এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিণ্য, ন্যাবা, কাদা-কাদা পীতবর্ণ মল, জিহ্বা অত্যন্ত অধিকরূপ লেপাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, পিত্তশূল, যকৃত প্রদেশস্পর্শাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। সিয়ানোথাস যে প্রকার

প্লীহার বিবৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ চিওন্থানথাস সেই প্রকার যকৃত বিবৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মূত্র—মূত্র পুনঃ পুনঃ হয় এবং পিত্তযুক্ত ও high specific gravity। প্রস্রাব অত্যন্ত ঘোরবর্ণ।

গাত্রত্বক—পীতবর্ণ এবং ঘর্ম্মযুক্ত।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট এবং ১xক্রম।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনকোনা, সিয়ানোথাস্ চেলিডোনি, কার্ডুয়াস, পডফাইলাম, লেপটেণ্ড্রা।

ক্লোরাম (Chlorum)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় উপর, শ্বাসনলীর দ্বারের সঙ্কোচন হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

মানসিক লক্ষণ—রোগী মনে করে পাগল হইয়া যাইবে। স্মরণশক্তিহীন হয় বিশেষতঃ নাম মনে থাকে না।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র—শ্বাসনলীর আক্ষেপ (spasm)। মনে হয় দম বন্ধ হইয়া যাইবে। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের নল যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। কণ্ঠনালীর আক্ষেপ হইয়া হঠাৎ শ্বাসকষ্ট। সময় সময় নিশ্বাস সহজে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারে না। মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়। অনেকক্ষণ স্থায়ী বাঁশীর শব্দের ন্যায় জোরে শ্লেষ্মার শব্দ হয়। জিহ্বা সম্পূর্ণ শুষ্ক।

ডাইলিউসন—৬ শক্তি।

কোলেসটেরিনাম (Cholesterinum)

কোলেসটেরিনামের যকৃতের উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতের কর্কট রোগে, যকৃতের রক্তাধিক্যতায় ইহার সুনাম রহিয়াছে। যকৃত প্রদেশ জ্বালাকরে। হাটাহাটির সময় হস্ত দ্বারা যকৃতের স্থান ধরিয়া থাকিতে হয় নতুবা কষ্ট বোধ করে। এতদসঙ্গে ন্যাবা, পিওশিলা ইত্যাদি লক্ষণও থাকা সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অক্ষি গোলকের স্বচ্ছ পদার্থ (vitreous body) অস্বচ্ছ হয়।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

কোলাস টেরাপিনা (Cholasterrapina)

ইহা পদদ্বয়ের এবং ডিমির খিলধরার যন্ত্রণার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন অন্যান্য নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় না, তখন ইহার বিষয় স্মরণ করিবে। ইহা নিম্নক্রম ব্যবহার হয়।

সাইমেক্স (Cimex)

ইহাকে বাংলায় ছাড়পোকা বলা হয়। ইহার ব্যবহার জ্বরে, স্নায়ুর সঙ্কোচনে অধিক ব্যবহার হয়।

শিরঃপীড়া—মদ্যপান হেতু ভীষণ শিরঃপীড়া এবং ক্রোধ, সমুদায় দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলে। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের সম্মুখাংশের অস্থিতে যন্ত্রণা হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ হইতে বাম ডিম্বাশয়ে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

জ্বর—সমুদায় শরীর শীত শীত বোধ করে। মনে হয় যেন বায়ু হাঁটুদ্বয়ে লাগিতেছে। শরীরের সমুদায় সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা। মনে হয় যেন পেশী বন্ধনী (tendons) সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে বিশেষরূপে হাঁটুতে এই লক্ষণটি অধিক প্রকাশ পায় তদহেতু রোগী হাঁটু সোজা করিতে পারে না (এমনমিউর)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শুষ্ক গুট্‌লে গুট্‌লে (ওপিয়ম) এবং শক্ত।

ডাইলিউসন—২০০ শক্তি।

সিনেরেরিয়া (Cineraria)

ইহার সম্পূর্ণ নাম সিনেরেরিয়া ম্যারিটিমা সাক্কাস। ছানির (cataract) ইহা একটি অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, বহুকাল হইতে ছানি চিকিৎসায় ইহা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় ছানির আরম্ভ অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং অল্পদিনে ছানি সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়। ইহা বিশেষতঃ আঘাতজনিত ছানিতে অধিক কার্য্য করে। ইহা কেবল বাহ্যিক ব্যবহার করিতে হয় প্রত্যহ ৪।৫ বার ছানিযুক্ত চক্ষুতে ফোঁটা দিতে হয়। ইহা কিছু বেশীদিন ব্যবহার করা উচিত।

সমগুণ ঔষধ—কস্ফরাস, ক্যানাবিস, কষ্টিকাম, ন্যাপথালিন, লেডাম, নেট্রাম মিউর।

সিনামোনাম (Cinnamon)

ইহার বাংলা নাম দারুচিনি। ইহার প্রয়োগ রক্তস্রাবে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলী নাসিকা, ফুসফুস ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়।

কটিদেশে ঝাঁকি লাগিলে কিংবা উচুনিচু জায়গায় পড়িয়া গেলে প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব হয় প্রসবান্তিক • রক্তস্রাবেও সিনামোনাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে হয়, প্রচুর বহুদিন স্থায়ী, উজ্জ্বল লালবর্ণ। আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা থাকে (Bearing down sensation)।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ইপিকাক, ট্রিলিয়াম।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

সিস্‌টাস্‌ ক্যানাডেন্‌সিস
(Cistus Canadensis)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল সোরিক ঔষধ। গ্রন্থির (Glands) বিবৃদ্ধি, হারপেটিক পীড়কা (Herpetic eruptions) এবং পুরাতন স্ফীতিতে (chronic swelling) ইহার অত্যন্ত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী ঠাণ্ডা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য শরীরের নানাস্থানে ঠাণ্ডা বোধ করে। এতদ্ব্যতীত বিষাক্ত ক্ষত, দংশন এবং ধ্বংস প্রমুখীন ক্ষতেও সিসটাসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থির উৎকট রোগে সিসটাসের সুনাম রহিয়াছে।

ক্ষত এবং চুলকানি—মুখমণ্ডল চুলকায় জ্বালা করে এবং মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে মামড়ি পড়ে। বৃক রোগ (lupus), অস্থিক্ষত, রক্তস্রাবী কর্কট রোগ ইত্যাদিতে সিসটাসের সুনাম রহিয়াছে। দাঁতের

মাড়িতেও ঘা হয়। মুখ বিবর শীতল বোধ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়। মাড়ি হইতে পুঁজ নির্গত হয় (মার্কর, ক্রিয়োজোট, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া)। জিহ্বা বহির্গত করিতে মুখ বিবরে আঘাত বোধ করে।

কানপাকা—কর্ণ হইতে জলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ-স্রাব হয়। কর্ণের চারিপার্শ্বে দক্রুবৎ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

পাকস্থলী—আহারের পূর্ব্বে এবং পরে পাকস্থলী অত্যন্ত শীতল বোধ করে এবং সমুদায় নিম্নোদরও শীতল বোধ করে।

উদরাময়—তরল শীতাভ, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। ফল খাইয়া উদরাময়।

গ্রন্থির স্ফীতি—গ্রন্থির স্ফীতিতেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গ্রীবা দেশের গ্রন্থি স্ফীত এবং শক্ত হইয়া দড়ির ন্যায় গিট গিট আকার ধারণ করে। স্তন গ্রন্থিও প্রদাহ এবং প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। গ্রীবাদেশের গ্রন্থির স্ফীতির দরুণ মস্তক একপার্শ্বে বক্র হইয়া যায়। সময় সময় গ্রন্থি স্ফীত হইয়া পুঁজোৎপাদন হয়।

চর্ম্মরোগ—সর্ব্বাঙ্গ চুলকায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রনাযুক্ত ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। এতদসহ গ্রন্থির প্রদাহ এবং কঠিনতা থাকে। হস্তের চর্ম্ম শক্ত, পুরু, শুষ্ক, বিদারণযুক্ত গভীর ফাটা ফাটা এবং চুলকায়। শীতকালে এবং শীতলজলে হস্ত ধৌতে বৃদ্ধি হয়। চুলকানিতে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কোনায়াম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, কার্ব্বোএনা।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০। দুর্গন্ধ স্রাবে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধোত করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা
(Clematis Erecta)

ইহা প্রধানতঃ স্ক্রফিউলাস, প্রমেহ এবং উপদংশ গ্রস্থ রোগীদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং বিশেষরূপে চর্ম্ম, গ্রন্থি এবং জননেন্দ্রিয়ের রোগে উত্তম কার্য্য করে। এতদজ্ঞানে ইহার যথেষ্ট কার্য্য থাকিলেও কিন্তু অণ্ডকোষের ও কোষরর্জ্জুর প্রদাহে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। ক্লিমেটিসে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে তন্দ্রাভাব (sleepiness) রোগী যেন সর্ব্বদা তন্দ্রার নিমগ্ন • হইয়া রহিয়াছে।

একশিরা (Orchites)—প্রমেহজনিত একশিরায় ক্লিমেটিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অণ্ডকোষ প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হয় অণ্ডকোষ এবং কোষরজ্জুও কোন কোন স্থলে প্রদাহ হয়, আবার কোন কোন স্থলে প্রদাহ হয় না অণ্ডকোষের দক্ষিণ অংশ এবং দক্ষিণ কোষরজ্জু অধিক আক্রান্ত হয়। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু হয়। অণ্ডকোষ ভারি হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এবং অনেক সময় কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হইয়া টানিয়া খেঁচিয়া ধরে।

প্রমেহ এবং মূত্র কৃচ্ছ্র—প্রমেহের প্রথম অবস্থায় যখন প্রদাহ মূত্র কৃচ্ছে পরিণত হয়। মূত্রে শ্লেষ্মা থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু পুঁজ থাকিলে ইহা প্রায় প্রায়াগ হয় না। প্রস্রাব থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া আটকাইয়া (fits and starts) হয় কিংবা রোগীকে প্রস্রাব নিঃসরণের জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। প্রস্রাব সহজে আসে একসঙ্গে হয় না। ফোঁটা ফোঁটা হয়, মূত্রমার্গ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণার সহিত নির্গত হইয়া অবশেষে যন্ত্রণাশূন্য প্রচুর মূত্র নিঃসরণ হয়।

চর্ম্মরোগ—লালবর্ণ জলনযুক্ত এবং ফোস্কাযুক্ত। ভীষণ চুলকায়, শীতলজলে অত্যন্ত চুলকায়। মুখমণ্ডলে, হস্তে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশের খুলির চর্ম্মে অধিক হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যান্থারিস, ফস্ফরিক এসিড, সাইলিসিয়া স্পঞ্জিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, শীতলজলে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ুতে।

কোবেলটাম (Cobaltum)

কোবেলটামের ব্যবহার পুংজননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার এবং রেতঃ স্খলন বশতঃ—মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা, কটিশূল, স্বপ্ন দোষ ইত্যাদিতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

কটিবাত (backache)—কটিবাতে কোবেলটামকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু কোবেলটামে অনিচ্ছা কিংবা স্বইচ্ছা অর্থাৎ যে কোন কারণবশতঃ রেতঃপাত হউক তদহেতু কটিদেশে যন্ত্রণা হইলে উত্তম কার্য্য করে। ইহার কটিদেশের যন্ত্রণায় সহিত রেতঃ স্খলন কারণ থাকা চাই। রেতঃস্খলনের পরবর্ত্তী প্রাতে কিংবা তৎপরবর্ত্তী সময়ে যন্ত্রণা অধিক প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত উপবেশনকালীনও যন্ত্রণা অধিক বোধ করে হাঁটাহাঁটিতে এবং শয়নে উপশম বোধ করে। (উপবেশনে কটিদেশের

যন্ত্রণা অধিক হয়—জিঙকাম কোবেলটাম, সিপিয়া, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, বার্ব্বেরিস, রাসটক্স্ ভেলেরিয়ানা)। রেতঃপাতের পর কটিদেশের নিম্নে যন্ত্রণায় সহিত পদ দ্বয়ের দুর্ব্বলতাও বোধ করে।

রেতঃস্খলন এবং পুংজননেন্দ্রিয়—লিঙ্গের উত্থান ব্যতীতও রেতঃপাত হয়। লিঙ্গের উত্থান শক্তির আংশিক হ্রাস হয়। দক্ষিণ অণ্ডকোষ যন্ত্রণা হয়। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়, নানানপ্রকার কুৎসিত স্বপ্ন দেখে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, জিঙকাম, সিলিনিয়াম, এগনাস ক্যাসটাস।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

কোকা (Coca)

ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা বিশেষতঃ যাহারা এণ্ডিজ পর্ব্বতে আরোহণ করিত তাহারা ইহা অধিক ব্যবহার করিত। ইহা ব্যবহারে আরোহণজনিত ক্লান্তি ও তদহেতু কষ্ট এবং বায়ুর বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অসমান চাপ হেতু অস্বস্থি বোধ সমুদয় দূর হইয়া যাইত। বৃদ্ধ লোক বিশেষতঃ যখন উক্তরূপ বায়ুর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না, পাহাড় পর্ব্বতে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয় তাহাদিগেতে কোকা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (আর্স, রাসটক্স, পর্ব্বত আরোহণজনিত কষ্ট এবং ক্লান্তি অনেকটা উপশম করে)। ইহা পর্ব্বতারোহীদিগের উত্তম ঔষধ (The mountaineer's remedy)। পর্ব্বতারোহণজনিত হৃৎস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট, উদ্বিগ্নতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধিতে এবং যে স্থলে শারীরিক এবং মানসিক অত্যধিক পরিশ্রম হেতু মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুর দুর্ব্বলতা ঘটে সেইরূপ স্থলে কোকাকে উচ্চস্থান দেওয়া উচিত (ফ্লুরিক এসিড)।

মানসিক লক্ষণ—বিষাদ, বিষন্ন, লাজুক, খিটখিটে, লোকসঙ্গ ভালবাসে না, একা নিভৃতে, গোপনে থাকিতে চায়, (আলো এবং লোকসঙ্গ ভালবাসে—ষ্ট্রেমোনিয়াম।) অন্ধকার এবং নিভৃত স্থান ভালবাসে—কোকা।

শিরঃপীড়া—পর্ব্বত কিংবা উচ্চস্থানে আরোহণজনিত শিরঃপীড়া (headaches of high altitudes) এবং তদহেতু মূর্চ্ছা ও কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়।

ধ্বজভঙ্গ—ধ্বজভঙ্গের সহিত বহুমূত্র রোগ বর্ত্তমান থাকে।

স্বরভঙ্গ—কথা যাহাতে পরিষ্কার হয় তদহেতু দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৫।৬ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিলে গলার স্বর পরিষ্কার হয়।

শ্বাসকষ্ট—বয়োজ্যেষ্ঠ ক্রীড়াশীল ব্যক্তিদিগেতে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহারা তামাক ও মদ অধিক পান করে তাহাদিগের শ্বাসকষ্টে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

দন্ত পোকা খাওয়া (caries of teeth)—কোকা ব্যবহারে দন্ত পোকা খাওয়া নিবারণ করে।

হৃদস্পন্দন (Palpitation)—বায়ু আবদ্ধ হেতু (আর্জেন্টাম নাই, নাক্স) কিংবা অধিক পরিশ্রম কিংবা হৃৎপিণ্ডের উপর অধিক কার্য্যবশতঃ ভীষণ হৃৎস্পন্দন হয়।

প্রয়োগ বিধি

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্স, পলিন।

কোকা—তাম্রকূটের বিষঘ্নরূপে ব্যবহার হয়।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে, দ্রুত সঞ্চালনে, মদ্যপানে।

রোগের বৃদ্ধি—পর্ব্বতে আরোহণে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম, ৩×, ৬×।

কক্সিনেল্লা (Coccinella)

ইহা গুবরেপোকা হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার প্রয়োগ দাঁতের মাড়ির, মুখের ইত্যাদির স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় দেখিতে পাওয়া যায়। মুখে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হইয়া রোগী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে। উপজিহ্বা অত্যন্ত লম্বা বলিয়া মনে হয়। জলাতঙ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায়, উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—দক্ষিণ চক্ষুর উপরে কপালে যন্ত্রণা হয়, স্থান স্পর্শাধিক্য। কপালের পার্শ্বে এবং পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা হয়।

দন্তশূল—দপ্‌দপানি প্রকৃতির দন্তশূল যন্ত্রণা হয়, দাঁত এবং মুখ ঠাণ্ডা বোধ হয়।

স্নায়ুশূল—কপালে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণার সময় রোগী চক্ষু খুলিতে পারে না। উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, নিদ্রায় উপশম হয়।

কটি বাত—কটি এবং মূত্রপিণ্ডদেশে যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয় বরফবৎ শীতল।

কক্কাস ক্যাকটি (Coccus Cacti)

কক্কাস ক্যাকটির প্রয়োগ হুপিং কাশি এবং শ্লেষ্মাযুক্ত ক্ষয়কাশি এবং মূত্রাশয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হুপিং কাশিতেই ইহা আমরা অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।

হুপিং কাশি—হুপিং কাশির বিশেষত্বই হইতেছে প্রচুর চট্‌চটে শ্লেষ্মা বমনে কাশির উপশম (attacks end with vomiting of tough

mucous), শ্লেষ্মা দেখিতে এলবিউমেনের ন্যায় সাদা এবং দড়ির ন্যায় প্রচুর নির্গত হয়। শ্লেষ্মা যদিও অত্যন্ত প্রচুর সমাবেশ হয় কিন্তু সহজে উঠে না।

থাইসিস—প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত থাইসিসেও কক্কাস ক্যাকটি উত্তম কার্য্য করে। দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মার সহিত ক্ল্যাভিকেলের নিম্নে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়।

মুত্রপিণ্ড শূল (Renal colic)—প্রস্রাবের সহিত ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে; রক্ত প্রস্রাবও হয় এবং ইউরিক এসিডও বর্ত্তমান থাকে। মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত লালবর্ণ এবং ঘন প্রস্রাব হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়। কাল কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়। মূত্রত্যাগ কালীন বড় বড় রক্তের চাপ নির্গত হয়।

সমগুণ ঔষধসমুহ—ক্যান্থারিস, সার্সা।

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে, নিদ্রার পর, স্পর্শে, কাপড়ের চাপে, দাঁত ক্রস করিতে, সামান্য পরিশ্রমে।

রোগের উপশম—হাটাহাটিতে।

ডাইলিউসন—চূর্ণ ৩×, ৬×।

ককলিএরিয়া (Cochlearia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ককলিএরিয়া। মূত্রের উপরই ইহার একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র ত্যাগকালীন এবং মূত্র ত্যাগের পর লিঙ্গমুণ্ডে অত্যন্ত জ্বলন এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র থাকে। প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে জেলির ন্যায় পুরু হয় (urine becomes thick like jelly on standing)।

ডাইলিউসন—১×, ৩×, ৬× ক্রম।

কোডিনাম (Kodinum)

ইহা ওপিয়মের একটি উপক্ষার। ইহার ব্যবহার পেশীর আকুঞ্চন (twitching) এবং থাইসিসে দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষিপুট কম্পন—পেশীর আকুঞ্চন বিশেষতঃ অক্ষিপুটের কম্পনে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (এগারিকাস)।

থাইসিস—থাইসিসের শুষ্ক কাশিতে কোডিনাম উত্তম কার্য্য করে। কাশি শুষ্ক খুস্‌খুসে দিবারাত্র হইতে থাকে এবং রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়ে, রাত্রিতে বরং অধিক হয়।

ডাইলিউসন—তৃতীয় চূর্ণ ক্রমের একচতুর্থাংশ দিনে দুইবার করিয়া সেবনীয়।

কোমোক্লেডিয়া (Comocladia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কোমোক্লেডিয়া ডেনটেটা (Comocladia dentata) ইহা আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা রাস (Rhus) শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। কোমোক্লোডিয়ার কার্য্য চর্ম্ম এবং চক্ষুতে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার সহিত রাসটক্সের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ঔষধে যন্ত্রণা রহিয়াছে এবং সঞ্চালনে উপশম হয়, উভয় ঔষধই বিসর্প রোগে নির্ব্বাচিত হয়, উভয় ঔষধেই গাত্রত্বক স্কার্লেট রোগের ন্যায় লালবর্ণ এবং তদসহিত জ্বালা ও চুলকানি হয়, উভয় ঔষধেই অসার বোধ, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা ইত্যাদি আছে কিন্তু এই দুই ঔষধ চক্ষুর লক্ষণে পৃথক হইয়া গিয়াছে। কোমোক্লেডিয়ায় দক্ষিণ চক্ষুতে যন্ত্রণা রহিয়াছে এবং মনে হয় অক্ষিগোলক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে এবং যেন মস্তক ফুটিয়া বাহিরে বহির্গত হইয়া পড়িবে। চক্ষুর উপসর্গ উত্তাপে বৃদ্ধি হয় কিন্তু রাসটক্সের যাবতীয় রোগ উত্তাপে উপশম হয়, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

চর্ম্মরোগে কোমোক্লেডিয়ার কার্য্য থাকায় ইহাকে কেহ কেহ কুৎসিৎ চর্ম্মরোগে, কুষ্ঠব্যাধিতে, গভীর ক্ষত চারি পার্শ্ব শক্ত এই প্রকার ক্ষতেও ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

ডাইলিউসন—৩০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এনাকার্ডিয়াম, ইউফোরবিয়াম, রাসটক্স্।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে, উত্তাপে, বিশ্রামে, রাত্রিতে।

রোগের উপশম—খোলা বাতাসে।

কোণ্ডুরাঙ্গো (Condurango)

কোণ্ডুরাঙ্গোর কার্য্য মুখবিবরের কোণের বিদারণে অধিক দেখিতে পাই এবং এতদস্থলের কর্কট রোগে, কোণ্ডুরাঙ্গোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মুখের কোন ফাটিয়া চির খাইয়া যায় এবং যন্ত্রণা হয়—ইহাই হইতেছে কোণ্ডুরাঙ্গোর বিশিষ্ট লক্ষণ।

পরিপাক ক্রিয়া এবং পাকস্থলীর ক্ষত—পাকস্থলীর কর্কট রোগের যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্কট রোগ পরিপাকক্রিয়ার যন্ত্রনায় ইহা উত্তমকার্য্য করে। যন্ত্রণা শীঘ্র উপশম করিয়া দেয়। খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সর্ব্বদা পাকস্থলীতে জ্বালা হইতে থাকে। অন্নবহানলীর সঙ্কোচন হয় এবং বুকাস্থির (sternum) নিম্নে জ্বলন হয় মনে হয় এতদস্থানে খাদ্যদ্রব্য আটকাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বামকুক্ষি প্রদেশ শক্ত হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং সর্ব্বদা জ্বালা করিতে থাকে।

কর্কট রোগ (Cancer)—চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লিযুক্ত স্থানের বিদারণ হয়। ওষ্ঠে এবং মলদ্বারে কর্কট রোগ হয়। কর্কট রোগগ্রস্থ স্থান চির খাইয়া ফাটিয়া যায়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এষ্টেরিয়াস রুবেন্স, কোনিয়াম, হাইড্রাসটিস, আর্সেনিক।

কনভ্যালেরিয়া মেজালিস (Convallaria Majalis)

ডিজিটালিসে দেখ।

কোপেইবা (Copaiva)

কোপেইবার যদিও চর্ম্ম এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূত্রপথের প্রদাহ এবং প্রমেহ রোগই হইতেছে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে এবং মূত্রমার্গে অত্যন্ত জ্বলন হয় এবং দুগ্ধবৎ সাদা ক্ষতকারক স্রাব বর্ত্তমান থাকে। লিঙ্গমুণ্ডের মুখ ঈষৎ ফুলিয়া উঠে এবং ক্ষতের ন্যায় টাটানি যন্ত্রণা হয়। মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গত হয়। প্রস্রাবের গন্ধ অনেকটা ভাইওলেটের ন্যায়।

বিসর্প (Erysipelas)—নিম্নোদরের চারি পার্শ্বে বিসর্পবৎ প্রদাহ প্রকাশ পায়। শিশুদিগের পুরাতন আমবাতে ইহার প্রয়োগ সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ১x, ৩x, ৬x অধিক প্রচলিত।

কোরেলিয়াম (Corallium)

আমরা প্রধানতঃ ইহাকে উপদংশ এবং হুপিং কাশিতে অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি এবং এতদ রোগে ইহার যথেষ্ট সুনামও রহিয়াছে।

উপদংশ—উপদংশ এবং সোরা এই দুই রোগের যে স্থলে সহযোগ (combination) দেখিতে পাওয়া যায়—সেইরূপ স্থলেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। (উপদংশ এবং সাইকোসিসের সহযোগ হইলে সিনাবারিস) গাত্রত্বকে তাম্রবর্ণ পরিষ্কার চাকা চাকা দাগ প্রকাশ পায়, বিশেষরূপে হস্তের চেটোতে ইহা অধিক দেখা হয়। দাগগুলি প্রথমতঃ লালবর্ণ হইয়া ক্রমশঃ তাম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

উপদংশ ক্ষতেও কোরেলাম নির্ব্বাচিত হয় যখন ক্ষত উক্তরূপ তাম্রবর্ণ কিংবা ঘোর লালবর্ণ হয়।

হুপিং কাশি—কোরেলাম রুবরাম হুপিং কাশির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার কাশি এত দ্রুত হয় যে, রোগী কাশির পর আর সময় পায় না, কাশির উপর কাশি হইতে থাকে এইরূপ কাশিকে ইংরাজীতে minute gun cough, নাম দেওয়া রইয়াছে। দিনের বেলায় কাশি বরং কম থাকে, রাত্রিতে হুপিং কাশির আক্ষেপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে বিশেষতঃ প্রাতঃকালের দিকে অধিক হয়। শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। যখন কাশি বন্ধ হয় শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

কোরেলামের হুপিং কাশিতে কাশির পূর্ব্বে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করিতে থাকে এবং কাশির পর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মুখমণ্ডলের বর্ণ কাল হইয়া যায়।

ডাইলিউসন—৩০, শক্তি।

কর্ন্‌স সারসিনেটা (Cornus Sircinata)

ইহার মুখ ক্ষত এবং চর্ম্মরোগে যাহা কিছু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

মুখক্ষত—জিহ্বা, দাঁতের মাড়ী এবং মুখবিবরে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং এতদ্ব্যতীত মুখবিবরে গলদেশে এবং পাকস্থলীতে জ্বালা করে।

ইকজিমা—ফোস্কাযুক্ত ইকজিমা বিশেষতঃ শিশুদিগের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায় এবং মুখের ভিতরও ঘা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৬x।

কর্ন্‌স অ্যালটারনিফোলিয়া (Cornus Alternifolia)

ইহা একপ্রকার ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীরের স্থানের স্থানের চর্ম্ম ফাটিয়া চির খায় এবং চর্ম্মের ভাজে ভাজে জলবৎ চট্‌চটে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়।

করীডেলিস (Corydalis)

উপদংশ রোগে এবং তদহেতু শারীরিক গ্লানিতেও ব্যবহার হয়। অস্থি বেদনা, অস্থি অর্ব্বুদ (Gummata) প্রকাশ পায় এবং তদসহিত রাত্রিতে যন্ত্রণা অধিক হয়।

চর্ম্মরোগ—বৃদ্ধলোকদিগের মুখমণ্ডলে শুষ্ক আঁইশের ন্যায় মামড়ি পড়ে এবং অনেক সময় এতদসহ গ্রন্থির স্ফীতি ও হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ক্র্যাটেগাস (Cratægus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্রেটেগাস অক্সিক্যান্থা (crataegus oxycantha)। ইহা হোমিওপ্যাথিকের একটি প্রধান এবং উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ড বলকারক ঔষধ। (Heart tonic)। ক্র্যাটেগাস হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপর অধিক কার্য্য করে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ পরিবেষ্টিত ঝিল্লির উপর (endocardium) ইহার কোন কার্য্য নাই। হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অনিয়মতার (irregularity of heart) ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়।

পুরাতন হৃৎপিণ্ড রোগ এবং ভীষণ দূর্ব্বলতা। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত দূর্ব্বল এবং অনিয়ম। সর্ব্বশরীর শোথযুক্ত। হস্তপদ শীতল এবং রক্তশূন্য। নাড়ীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়ম। ক্ল্যাভিকেলের নিম্নে বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে যন্ত্রনাযুক্ত চাপ বোধ। বাতের পর হৃৎপিণ্ডের রোগ ইত্যাদিতে ক্র্যাটেগাস উত্তম কার্য্য করে—

হৃৎপিণ্ডের দূর্ব্বলতা এবং রোগে ক্র্যাটেগাসকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এতদবিষয়ের ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ। ইহাকে হৃৎপিণ্ডের সকলপ্রকার

রোগেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়—বহুদিনের পুরাতন হৃৎপিণ্ডের রোগে যে স্থলে দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে ক্র্যাটেগাস ব্যবহার করিতে ভুলিবে না। ক্র্যাটেগাসের বিশেষ লক্ষণ হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা, দ্রুত নাড়ী, হৃৎপিণ্ডশূল, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট। ইহাকে Heart regulator বলা হয় এবং হৃৎপিণ্ড রোগে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়।

নিউইয়র্কের ডাক্তার জেনিংসাহেব ক্র্যাটেগাসের বিষয়ে এক স্থানে লিখিতেছেন—গ্রিন নামক একজন অইরিস চিকিৎসক হৃৎপিণ্ডের রোগ চিকিৎসায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন কিন্তু কি ঔষধে তিনি এত কৃত কার্য্য হইতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না। তাঁহায় মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা প্রচার করেন—তাহার পিতা ক্র্যাটেগাস মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিতেন।

(Dr. Green, an Irish physician, had great reputation in curing heart disease, but refused to desclose his remedy. After his death his daughter gave the name of the remedy —Crataegus. Experience has demonstrated that in doses of drops of the tincture the remedy will act very well in all cases of heart disease—remarkably so in cases of long standing and where weakness is marked. The special indications for the drug are pain at the heart, rapid pulse, angina pectoris, palpitation and dyspnoea. In short as a heart ragulator it has no equal).

<u>সামান্য পরিশ্রমেই ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়—অথচ নাড়ীর</u> গতির বৃদ্ধি বিশেষ হয় না, হৃৎপিণ্ড প্রসারণ হয়, হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ দুর্ব্বল। নাড়ীর গতি ইণ্টারমিটেণ্ট এবং অনিয়ম হয়, হস্তের এবং পদের অঙ্গুলি নীলবর্ণ হয়।

বহুমূত্র (Diabetes)—শিশুদিগের বহুমূত্রে ক্র্যাটেগাস অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ষ্ট্রোফেণ্টাস, ডিজিটালিস, ন্যাজা, ক্যাক্টাস।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ ঘরে।

রোগের উপশম—মুক্ত খোলা বায়ু, বিশ্রামে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা এই ঔষধটি কিছু অধিকদিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নতুবা উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় না।

কিউবেবা (Cubeba)

শ্লৈষ্মিকঝিল্লি বিশেষতঃ মুত্র পথ ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়। পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ হয় এবং মূত্রে প্রচুর শ্লেষ্মা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে অধিক প্রকাশ পায়। প্রস্রাবের পর কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়, এতদলক্ষণে কিউবেবা প্রায়ই প্রমেহ রোগে প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার

কিউকারবিটা পেপো (Cucurbita Pepo)

ইহা আমাদের লাউ জাতীয় স্কোয়াস (squash) বিচি হইতে প্রস্তুত হয়। আহারের অব্যবহিত পরই বমনের উদ্বেগ হয় এবং এতদ্ব্যতীত অন্তঃসত্ত্বা বস্থাকালীন বমনে ও সামুদ্রিকবমনেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

ইহার বিচি ফিতা ক্রিমির (tape worms) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লাউয়ের বিচি যে প্রকার কৃমিতে ব্যবহার হয়, ইহা ও সেই প্রকারই ব্যবহার হয়।

প্রয়োগবিধি

বিচি সিদ্ধ করিয়া তাহার ছাল ছাড়াইয়া এক আউন্স আন্দাজ পরিমাণ শাঁস দুগ্ধের সরের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবনীয়। ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বদিন উপবাস থাকা উচিৎ এবং ঔষধ খাইবার এক ঘণ্টাপর ক্যাষ্টর অয়েল খাইবে।

কুপ্রাম আর্সেনিটাম
(Cuprum Arsenitum)

কুপ্রাম আর্স মূত্র পিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রমে, নানাপ্রকার অন্ত্রের রোগে, কলেরা এবং শৈশব কলেরায়, আমাশয়ে, মূত্র বিকারজনিত কনভালসনে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মূত্র পিণ্ড প্রদাহে ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

কলেরা—এই ঔষধাটিতে কুপ্রাম এবং আর্সেনিকের সংযোগ রহিয়াছে। কুপ্রামের খিলধরা যন্ত্রণা, এবং আর্সেনিকের অস্থিরতা, জল পিপাসা বমন ইত্যাদি রহিয়াছে। কাজে কাজেই যে স্থলে এই দুইটী ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই স্থলে কুপ্রাম আর্স দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, রোগী চীৎকার করিতে থাকে। আর একটি লক্ষণ এই ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ইহাও খিলধরা যন্ত্রণার সহিত প্রকাশ থাকে। ইহা স্মরণ রাখিবে কুপ্রাম এবং আর্সেনিক পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার না করিয়া কেবল কুপ্রাম আর্সেনিক যেন প্রয়োগ করা হয়।

খিলধরা (**cramps**)—পদদ্বয়ের ডিমিতে খিলধরে মধ্য রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, শয্যা হইতে উঠিয়া দাড়াইয়া থাকিলে উপশম হয়।

ডাইলিউসন—২য় এবং ৩য় চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয় কিন্তু আমি অধিকাংশস্থলে ৩০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

হিক্কা—পাকস্থলী জ্বালা করে এবং হিক্কা হয়।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

কুপ্রাম সাসফ (Cuprum Sulph)

মস্তকের তালু জ্বালা করে। সর্ব্বদা আক্ষেপিক কাশি বিরাম নাই, কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলাভ হয়।

আমরা এই ঔষধটির ব্যবহার কলেরার পর উদর শূলে এবং তদ সহিত পেট ফাঁপার বমনেচ্ছায় অধিক দেখিতে পাই। এই বিষয়ে ইহার সুনাম রহিয়াছে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

কুপ্রাম অক্‌সিডেটাম নাইগ্রাম (Cuprum Oxydatum Nigrun)

ইহা সকল প্রকার কৃমি রোগের এইটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার যোফি (Zoffe) তাহার ৬০ বৎসর অভিজ্ঞতায় ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ইহা ১x ব্যবহার হয়।

কিউরেরি (Curare)

কিউরেরি গতি বিধায়ক স্নায়ুর (motor nerves) অন্তর্ভাগে (periphery) কার্য্য করতঃ সঞ্চালন কার্য্যের পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে অথচ স্পর্শ চেতনা শক্তির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। পেশী পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয় কিন্তু তাহার বোধ জ্ঞান পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে।

পক্ষাঘাত—কিউরেরিতে প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার (reflex action) হ্রাসপ্রাপ্ত হেতু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ায় পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। নিদ্রা যাইবার

উপক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার আশঙ্কা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ কষ্টজনক। বক্ষঃস্থলে চাপ দেওয়া যায় না, বেদনা বোধ করে। বাহুযুগল দুর্ব্বল এবং ভার বোধ করে। যাহারা পিয়ানো কিংবা টাইপ রাইটিংএর কার্য্য করে তাহারা আঙ্গুলি চালনা করিতে পারে না। আঙ্গুলি তুলিতে পারে না। পদযুগল কাঁপে এবং চলিবার সময় টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়।

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাতও ইহাতে প্রকাশ পায়, জিহ্বা এবং মুখ বিবর দক্ষিণ পার্শ্বে টানিয়া খেঁচিয়া ধরে।

চর্ম্মরোগ—গাত্রত্বক অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়, কুষ্ঠব্যাধি সদৃশ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

রোগের বৃদ্ধি—শীত ঋতুতে, শীতল বায়ুতে, রাত্রি ২টায়, দক্ষিণ পার্শ্বে।

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ শক্তি।

কিউফিয়া (Cuphea)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কিউফিয়া ভিস্ কোস্সিমা (cuphea Viscossima)। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে শিশু কলেরায়। শিশু কলেরায় ইহাকে অনেকে পেটেণ্ট ঔষধরূপে প্রয়োগ করে। ডাক্তার রথ ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন।

অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বমন করিয়া ফেলে। পুনঃ পুনঃ সবুজ বর্ণ জলবৎ অম্ল গন্ধবিশিষ্ট মলত্যাগ করে। যন্ত্রণা এবং কোথানি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর অস্থিরতা এবং নিদ্রাহীনতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। উদরাময় ব্যতীত আমাশয়েও ইহা ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ইথুজা।

মাত্রা—মূলঅরিষ্ট ৫ ফোঁটা অর্দ্ধ গ্লাস জলে এক এক চামচা সেবনীয়।

সাইপ্রিপেডিয়াম (Cypripedium)

শিশুদিগের স্নায়বীক লক্ষণে দন্তোদ্গম কিংবা কোন প্রকার অন্ত্রের দোষ ntestinal) কিংবা নিদ্রাশূন্যতা বশতঃ হউক সাইপ্রিপেডিয়ামকে চিন্তা করিবে কিন্তু ইহা শিশুদিগের নিদ্রাশূন্যতায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নিদ্রাশূন্যতা—শিশু রাত্রিতে কাঁদিয়া জাগিয়া ওঠে, এবং অস্বাভাবিকরূপ প্রফুল্ল এবং আনন্দিত হয়, আনন্দে খেলিতে হাসিতে থাকে, পুনরায় নিদ্রা যাইবার কোন লক্ষণই থাকে না। শিশুদিগের এই প্রকার লক্ষণ মস্তিষ্কের রোগের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করে, সময়মত সাইপ্রিপেডিয়াম প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর প্রকাশ পাইতে পারে না।

কফিয়াও নিদ্রাশূন্যতার একটি উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু কফিয়ায় শিশু রাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া হাসি খেলা করে এই প্রকার লক্ষণ নাই।

ডাইলিউসন—৩x, ৬ এবং ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

ড্যাফ্নি ইণ্ডিকা (Daphne Indica)

শরীরের নিম্নটিস্থ, পেশী, অস্থি এবং চর্ম্মে কার্য্য করে। তামাক খাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। শরীরের কোন কোন অংশ পৃথক হইয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত।

মস্তক—মনে হয় মস্তকের খুলি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। মস্তক যেন শরীর হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। মস্তকে বিশেষতঃ মস্তকের তালু উত্তপ্ত বোধ। জিহ্বার একপার্শ্ব লেপাবৃত, লালা দুর্গন্ধযুক্ত।

বাত—দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত। যন্ত্রণা উর্দ্ধে হৃৎপিণ্ড এবং নিম্নোদরে বিস্তারিত হয়।• হাঁটু এবং জানুদেশে বাতের যন্ত্রণা প্রকাশ পায়।

নিদ্রা—কিছুতেই নিদ্রা হয় না, অনেক সময় অস্থির যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা হয় না। স্বপ্নে বেড়াল এবং কৃষ্ণবর্ণ বেড়াল দেখে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ডলিকোস (Dolichos)

ইহার অধিকাংশ উপসর্গ দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হয় এবং যকৃতের ও চুলকানির উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়

চুলকানি—ভীষণ চুলকায় অথচ কোন প্রকার স্ফীতি কিংবা চর্ম্মরোগ থাকে না। স্কন্ধদেশ, হস্তের কনুই, হাঁটু এবং চুলযুক্ত জায়গায় অধিক হয়। রাত্রিতেই ভীষণ চুলকায়।

গলাব্যথা—গলদেশে বেদনা হয়, গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে, মনে হয় গলায় মৎস্যের কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে (হেপার, আর্জেণ্টাম নাই)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত ভীষণ চুলকানি থাকে নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে। ঘন সাদা।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, চুলকানিতে, দক্ষিণ পার্শ্বে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ড্রোসেরা (Drosera)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের উপরই ইহার প্রধান কার্য্য বিশেষতঃ হুপিং কাশির ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ। থাইসিসেও ইহার অল্প-বিস্তর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

হুপিং কাশি—আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক কাশি। যখন কাশি উঠে, খুব ঘন ঘন কাশির আক্রমণ হয়, রোগী শ্বাস ফেলিতে সময় পায় না, দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। কাশি মধ্য রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, পীতবর্ণ গয়ের উঠে, সময় সময় নাসিকা এবং মুখ হইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়। কাশির শব্দ গভীর ঘস্ ঘস্ এবং ফাঁপা বাজনার শব্দের ন্যায় (ভারবাসকম)। ড্রোসেরার হুপিং কাশিতে শ্লেষ্মা অধিক থাকে না, শ্লেষ্মা যদি না উঠে তাহা হইলে বমন হয়।

কাশি—কাশি গভীর শব্দযুক্ত ঘস্‌ঘসে স্বরভঙ্গের ন্যায় এবং আক্ষেপিক। কাশি মধ্য রাত্রির পর, হামের সময় কিংবা হামের পর, উত্তাপে, জল পানে, গান গাহিতে, হাসিতে, ক্রন্দনে এবং শয়নে বৃদ্ধি হয়। কাশিতে কাশিতে রোগী বমন করিয়া ফেলে। সর্ব্বদা গলদেশ সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয়, মনে হয় গলদেশে পাখীর পালক লাগিয়া রহিয়াছে। শিশু বালিসে মাথা স্পর্শ করিলেই কাশির উদ্রেক হয় (হাইওসিয়ামাস) দিনে হয় না, দিনে বরং ভাল থাকে, ইহা রাত্রিতে শয়ন করিলে আরম্ভ হয়।

থাইসিস—হুপিং কাশির পর Laryngeal থাইসিসে ড্রসেরা নির্ব্বাচিত হয়। গলার স্বর, স্বরভঙ্গের ন্যায় হয়, কাশির সহিত পীতবর্ণ গয়ের উঠে। ডাক্তার কিউরি (Dr. Curie) বলেন ফুস্‌ফুসের থাইসিসের প্রথমাবস্থায় ড্রোসেরা ৪ হইতে ২০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োগ করিলে ইহাতে আশু উপকার হয়। প্রথমতঃ কাশি বৃদ্ধি হইতেও পারে' কিন্তু তৎপর আরোগ্যের পথে আসিতে থাকে। (Dr. Curie, indeed asserts that in the incipient stage of the disease, a cure may nearly always

be brought about by Drosera, given in doses of from four to twenty drops of the mother tincture in the twenty four hours).

ড্রোসেরা—স্যাম্বুকাস, সালফার, ভিরেট্রামের পর উত্তম কার্য্য করে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, কোরেলাম, ইপিকাক।

রোগের বৃদ্ধি—মধ্য রাত্রির পর, শয়নে, শয্যার উত্তাপে, জল পানে, হাসিলে, গান গাহিলে।

ডালকামারা (Dulcamara)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ। কচি পাতা এবং লতা হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—পেটে ভীষণ কামড়ানি যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অজ্ঞান হইয়া যায়। মৃগীবং আক্ষেপ (spasm) হইতে থকে। গাত্র ত্বক উত্তপ্ত এবং শুষ্ক হয় ও ধনুষ্টঙ্কার হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ, কোন কোন স্থলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

বাত—বাতই হইতেছে ডালকামরার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। কিন্তু ইহার বাত ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হইলেও কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডা লাগিলে ইহা অধিক হয়। কাজেকাজেই ডালকামারার বাত ঋতু পরিবর্ত্তনে অধিক প্রকাশ পায়। যখনই স্যাঁৎসেতে বায়ু বহিতে থাকে চক্ষু এবং মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি, গলা বেদনা, কটিবাত, গ্রীবার আড়ষ্টতা, ঠাণ্ডা হেতু শূলযন্ত্রণা, নৈশ উদরাময়, কর্ণশূল ইত্যাদি দেখা দেয়। দিনে গরম রাত্রিতে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে এই প্রকার অবস্থায় রোগ প্রকাশ **পাইলে ডালকামারাই হইতেছে তাহার উত্তম ঔষধ।**

একোনাইট—ডালকামারায় যে প্রকার সমুদায় লক্ষণ স্যাঁৎসেতে শীতল বায়ুতে (damp cold) বৃদ্ধি হয়। একোনাইটে সেই প্রকার সমুদায় লক্ষণ শুষ্ক শীতল বায়ুতে (dry cold) বৃদ্ধি হয়। একোনাইট সর্ব্ব স্থানেই রোগের প্রারম্ভে উত্তম কার্য্য করে। কাজে কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে স্থলে ডালকামারা নির্ব্বাচিত হইবে সেই স্থলে একোনাইট নির্ব্বাচিত হইতে পারে না।

রাস্টক্স্—রাস্টক্সের সহিত ডালকামারার অনেকটা সাদৃশ রহিয়াছে বটে এবং অনেক স্থলে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, ডালকামারা রোগের প্রারম্ভে অধিক কার্য্যকারী হয়। রোগ পুরাতন হইলে রাস্টক্স্ উত্তম কার্য্য করে।

পক্ষাঘাত—স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডাতে এবং হঠাৎ ঋতুর পরিবর্ত্তনে ডালকামারার যাবতীয় লক্ষণ বৃদ্ধি হয়। মূত্রাশয়, জিহ্বা পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়, রোগীর কথা পরিষ্কার বাহির হয় না। বৃদ্ধ লোকদিগের ফুস্ফুসেরও পক্ষাঘাত আরম্ভ হয়, যদ্যপি ঋতুর পরিবর্ত্তনে রোগ বৃদ্ধি লক্ষণ প্রকাশ পাকে। ডালকামারায় নির্দ্দিষ্ট একটি যন্ত্রের কিংবা একটি অংশের পক্ষাঘাত হয় (paralysis of single parts)।

প্রস্রাব—প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং শ্লেষ্মাযুক্ত ঘোলা সাদা দুধের ন্যায় এবং অসারেও হয়, শীতল জলে শুধু পায়ে জল ভাঙ্গিয়া হাটাহাটির দরুণ হয়।

পীড়কা—(**Eruption**)—গাত্রে লাল উজ্জলবর্ণ পীড়কা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক ঋতুস্রাবের সময় ইহা প্রকাশ পায়। পীড়কাসমূহ ভীষণ চুলকায় এবং চুলকানি স্যাঁৎসেতে ভিজা ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত মস্তকের খুলির ত্বকে, মুখমণ্ডলে, কপালে, চিবুকে পুরু পীতাভ ঈষৎ কটা বর্ণের মামড়ি প্রকাশ পায়। চুলকাইলে রক্ত নিঃসৃত হয়।

আমবাত—পাকাশয়ের গোলযোগ হেতু আমবাত প্রকাশ পায়। শীতল বায়ুর স্পর্শ লাগিলে উপশম হয়, গরমে বৃদ্ধি হয়।

উদরাময়—মল পীতাভ, সবুজ জলবৎ তরল অথবা সাদা মলের ন্যায়, সাদা অথবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, হড়হড়ে, পরিবর্ত্তনশীল। জোরের সহিত

নির্গত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া, রাত্রি ঠাণ্ডা দিবস গরম, হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনে স্যাঁৎসেতে শীতল ঋতুতে। ঠাণ্ডা পানীয় কিংবা বরফ পান করিয়া। রোগের আক্রমণে যন্ত্রণা থাকে (it is rarely useful if the attack is painless.)

আঁচিল—মাংসালী, বড় আকারের, সমতল আঁচিল মুখমণ্ডলে কিংবা হস্তের এবং অঙ্গুলির পশ্চাতে প্রকাশ পায় (থুজা)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

অনুপূরক (**Complementary**)—ব্যারাইটা কার্ব্ব, কেলি সাল্ফ।

ডালকামারা—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ব্রাইওনিয়া, লাইকোপোডিয়াম, রাসটক্স্, সিপিয়া ইত্যাদির পর উত্তম কার্য্য করে। মার্কারির অপব্যবহার নষ্ট করে।

রোগের বৃদ্ধি—সাধারণতঃ ঠাণ্ডায়, শীতল বায়ুতে, শীতল স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, আবদ্ধ ঋতুতে, পীড়কায় এবং ঘর্ম্মে।

রোগের উপশম—হাটাহাটি এবং পায়চারি করিলে (ফেরাম, রাস্টক্স্।

ডোরিফোরা (Doryphora)

ইহার কার্য্য মূত্রযন্ত্রে কেন্দ্রীভূক্ত হইয়াছে, কাজে কাজেই মূত্রমার্গের প্রদাহে, প্রমেহে এবং গ্লিটরোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রমেহ এবং মুত্রমার্গের প্রদাহ—দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের শিশুদিগেতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। মূত্র পথ অত্যন্ত জ্বালা করে মূত্র ত্যাগ করিতে কষ্ট হয়। মূত্র পথের প্রদাহ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশেও যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬,৩০ শক্তি।

ডিউবইসিয়া (Duboisia)

ইহার প্রধান কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলে, চক্ষুতে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের উর্দ্ধ অংশে

চক্ষু—চক্ষুতে এট্রোপিয়া অপেক্ষা ইহার কার্য্য দ্রুত এবং গভীর। চক্ষুর সম্মুখে লাল লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ ভাসিতে থাকে। দৃষ্টি অপরিষ্কার Retna রক্তাধিক্য হয় এবং চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয়। চক্ষুর উপরে যন্ত্রণা বোধ হয়।

শিরঃঘূর্ণন—মুখমণ্ডল ফেকাসে বর্ণ হয়। চক্ষু বুজিয়া দাড়াইতে পারে না, সম্পূর্ণ অসম্ভব, পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়।

পক্ষাঘাত—হস্ত পদে জোর পায় না, টলিয়া টলিয়া হাটে, মনে হয় শূন্যে পা ফেলিতেছে। কম্পন, অসারতা এবং দুর্ব্বলতা এই তিনটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—৬, ১২।

ইচিনেসিয়া এঙ্গুষ্টিফোলিয়া (Echinacea Angustifolia)

হোমিওপ্যাথির ইহা একটি প্রধান বিষঘ্ন ঔষধ। যে কোন রোগ হেতু শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইলে ইচিনেসিয়া মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে বিষাক্ত ভাব দূর করিয়া দিয়া রোগ মুক্ত করে। টাইফয়েডের ভীষণ উদরাময়ে, দূষিত ডিফ্‌থেরিয়ায়, গলিত পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষতে, পৃষ্ঠব্রণে, বিসর্পে, সর্প দংশনে ইত্যাদিতে এবং ইত্যাদি হেতু রক্ত দুষ্টিতে ইহার কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। কর্কট রোগ, সুতিকাজ্বর ইত্যাদিতে ইহার কার্য্য অসীম।

প্রয়োগবিধি

ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়। আভ্যন্তরিক মূল অরিষ্ট ৫।১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ হয়।

বাহ্যিক ক্ষত পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থান ধৌত করিতে হয়।

ইলেইস্ (Elaeis)

গোদ, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে এবং তদসহিত চর্ম্ম পুরু এবং শক্ত হইলে, ইহা প্রয়োগে অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। আক্রান্ত স্থানে স্পর্শ বোধ লোপ হয় অর্থাৎ অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

ইলাপ্‌স্ কোরেল্লিনাস (Elaps corallinus)

ইহা এক প্রকার সর্প, ইহাকে ইংরাজীতে Coral Snake বলা হয়। ইহার কার্য্যও অনেকটা ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস ইত্যাদি জাতীয়। ইলাপসের স্রাব অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং শীতল দ্রব্য সহ্য হয় না (ল্যাকেসিস উষ্ণ দ্রব্য সহ্য হয় না)। ইলাপসের প্রয়োগ ক্ষয়কাসের সহিত উদরাময়েও দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অন্ননলী, গলকোষ ইত্যাদির সঙ্কোচনও উৎপন্ন হয়। খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় হঠাৎ অন্ননলী পথে আটকাইরা যায় এবং তৎপর পাকস্থলীতে জোরের সহিত পতিত হয়। পাকস্থলী শীতল বোধ হয়, ফল এবং বরফজল পাকস্থলীতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। শরীরের দক্ষিণ অংশে অধিক পক্ষাঘাত হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী বৃষ্টি অত্যন্ত ভয় করে এবং অত্যন্ত অবসন্ন, একলা থাকিতে চায় না।

শিরঃপীড়া—ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। কপালে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিস্তারিত হয়।

কর্ণ এবং বধিরতা—কর্ণে গুণ গুণ ভন ভন শব্দ হয় এবং পুঁজস্রাব হয়। কৃষ্ণবর্ণ খোল (cerumen) জন্মায়। ইলাপসের পুঁজস্রাব পীতাভ সবুজ বর্ণ, তরল এবং রক্তযুক্ত। কর্ণ বধিরতা লক্ষণও প্রকাশ পায়, কর্ণে গোলমাল শব্দ হয় এবং গলাধঃকরণে কর্ণে খট্ খট্ শব্দ হয়।

সর্দ্দি—পুরাতন সর্দ্দিতে ইলাপ্‌স উত্তম কার্য্য করে। সর্দ্দি দুর্গন্ধ এবং সবুজ মামড়ি পড়ে।

উদরাময়—মল কৃষ্ণবর্ণ ফেনা ফেনা রক্তযুক্ত এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে ও পাকস্থলী বরফবৎ শীতল বোধ হয়।

থাইসিস—বক্ষঃস্থলের রোগে ইলাপ্‌সকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহাতে দক্ষিণ ফুস্ ফুস্ অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু অনেক সময় উভয় ফুস্ ফুস্‌ও আক্রান্ত হয়। প্রাতঃকালে বক্ষঃস্থলে এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে রোগী শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। তরল দ্রব্য পানে বক্ষঃস্থল শীতল অনুভব হয়। কাশিতে বুকে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে, দক্ষিণ মূলদেশে (apex) অধিক হয় মনে হয় ছিঁড়িয়া যাইতেছে এবং গয়েরে কৃষ্ণবর্ণ রক্তযুক্ত।

নিদ্রা—নিদ্রায় রোগী মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইউকেলিপ্‌টাস রোসট্রেটা (দক্ষিণ ফুস ফুস হইতে দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ স্রাব নির্গত হয়)। ক্রোটেলাস, এলিউমেন, ল্যাকেসিস।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ইলেটেরিয়াম (Elatarium)

ইহা প্রচুর ভেদের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভেদ প্রচুর এবং জলবৎ তরল হয়। কলেরায় ইহা বহুল প্রয়োগ হয়।

ইলেটেরিয়ামের ভেদ যত অধিক বমন তত অধিক নয় এমন কি কখন অনেক স্থলে কিছুমাত্র বর্ত্তমান থাকে না। ইহাকে প্রচুর ভেদে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ইলেটেরিয়মের উদরাময়ে নিম্ন লক্ষণ কয়েকটি স্মরণ রাখিবে—মল জলবৎ তরল, প্রচুর ফেনা ফেনা, সবুজবর্ণ বেগে নির্গত হয় এবং তীব্র বেদনা। যে স্থলেই দেখিবে প্রচুর ঈষৎ সবুজ মল এবং জোরে নির্গত হয় সেই স্থলেই ইলেটোরিয়ামকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ

ক্রোটন টিগ—ইহার মলও জোরে নির্গত হয় কিন্তু মল পীতবর্ণ এবং তরল দ্রব্য পানে বৃদ্ধি হয়।

গ্রেটিওলা—ইহার মল যদিও ইলেটেরিয়ামের ন্যায় সবুজ এবং ফেনা ফেনা জলবৎ তরল ও বেগের সহিত নির্গত হয় কিন্তু ইলেটেরিয়ামে মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হয় আর গ্রেটিওলায় প্রায়ই যন্ত্রণা থাকে না। অধিক জল পান করা হেতু উদরাময়ে গ্রেটিওলা অধিক ফলপ্রদ।

জ্যাট্রোফা—ইহাতে প্রচুর ভেদ হয় এবং অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয়। পেটে বোতল হইতে জল ঢালা হইতেছে এইরূপ ঢল ঢল শব্দ হয়।

পড ফাইলাম—ইহার মল পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর পরিমাণে হয় এবং প্রাতে বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ইপিজিয়া রিপেন্‌স্ (Epigea Repens)

পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহে এবং তৎসহিত মূত্রকৃচ্ছে ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। মূত্র ত্যাগের পর কোঁথানি হয়, মূত্রে শ্লেষ্মাবৎ পূঁজ এবং ইউরিক এসিড তলানি পড়ে এতদ্ব্যতীত মূত্ররেণু এবং মূত্রপিণ্ড যন্ত্রণায়ও ইহা

ব্যবহার হয়। মূত্রে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূসরবর্ণ বালু কণার ন্যায় তলানি পড়ে মূত্র ত্যাগকালীন মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে জ্বলন এবং মূত্র ত্যাগান্তে কোঁথানি হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—উভা, চিমাফিলা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট প্রতি ঘণ্টা পর পর ৪।৫ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়।

ইরিকটাইটিস (Erechtites)

ইহা একটি রক্তস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা হইতে উজ্জ্বল রক্তস্রাব হয়। যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে, বিশেষতঃ ফুস্ ফুস্ হইতে হইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ফুস্ ফুস্ হইতে রক্তস্রাবের সহিত সর্ব্বদা সঞ্চালন ক্রিয়ার উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইরিজারণ, মিলিফোলিয়াম, হ্যামামেলিস।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ।

ইরিজারণ ক্যানাডেনসিস (Erigeron Canadensis)

ইরিজারণ জরায়ু রক্তস্রাবে অধিক কার্য্য করে, কিন্তু ইহার রক্তস্রাবের সহিত প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। স্রাব প্রচুর হয়, রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ। ইরিজারনে রক্তস্রাব থাকিয়া থাকিয়া হয় (in fits and starts)। হঠাৎ হু হু করিয়া আসিয়া বন্ধ হইয়া যায়, আবার হইতে থাকে। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকে,

দুর্ব্বল জরায়ুতে সামান্য জোর পড়িলে কিংবা পরিশ্রমে জরায়ু হইতে রক্ত নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (ব্রাইওনিয়া)।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা নিম্নক্রম ৩×৬।

ইরিনজিয়াম একোয়াটিকাম (Eryngium Aquaticum)

মূত্রযন্ত্রের রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। মূত্রমার্গের এবং মূত্রাশয়ের কোঁথানি বর্ত্তমান থাকে। পুনঃ পুনঃ এবং কষ্টজনক মূত্র ত্যাগ হয়। মূত্র পিণ্ডশূলেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। মূত্রপিণ্ড-রক্তাধিক্য হইয়া পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মূত্র পথ দিয়া বিস্তারিত হয়।

স্বপ্নদোষ—লিঙ্গের উদ্রেক ব্যতীত রেতঃপাত হয় এবং সামান্য কারণেই প্রোষ্টেটিক স্রাব (prostatic) হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনিয়াম, ক্যানাবিস, ডাইয়োস্কোরিয়া, ক্লিমেটিস।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩×, ৬× এবং মূল অরিষ্ট।

ইউকেলিপ্‌টাস (Eucalyptus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইউকেলিপ্‌টাস গ্লোবিউলাস। সর্দ্দি, ম্যালেরিয়া পাকাশয়ের গোলযোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং পাল্‌টা জ্বরে (fevers of a relapsing character) ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সর্দ্দি—তরল জলবৎ সর্দ্দি, নাক সেঁটে যায়। পুরাতন পুঁজ সদৃশ এবং দুর্গন্ধ সর্দ্দিতেও প্রয়োগ হয়।

মূত্রপিণ্ড প্রদাহ—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সহ তরুণ মূত্রপিণ্ড প্রদাহে ইউকেলিপ্‌টাস্ উত্তম কার্য্য করে। মুত্রাশয় হইতে শ্লেষ্মাস্রাব হয় এবং জ্বলন ও কোঁথানি থাকে।

হাঁপানি—হাপানিতে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎস্পন্দন বর্ত্তমান থাকে। সাদা গাঢ় শ্লেষ্মা গয়ের উঠে।

জ্বর—ম্যালেরিয়া জ্বরে ইউকেলিপ্‌টাস্‌কে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত এক জ্বরে কিংবা টাইফয়েড জ্বরেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। মলমূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং গাত্রোত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়। জ্বরে মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াম
(Eupatorium Purpureum)

ইহার এলবিউমিনিউরিয়া, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রাষ্টেটগ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং মূত্রাশয় রোগে প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রপিণ্ড শোথে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় এতদ্ব্যতীত ধ্বজভঙ্গ এবং বন্ধ্যাত্ব রোগেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

শিরঃপীড়া—বাম পার্শ্বে শিরঃপীড়া অধিক হয় এবং শিরঃপীড়ার সহিত শিরঃঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকে।

মূত্রযন্ত্র—মূত্রপিণ্ডে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। মূত্র ত্যাগে মূত্রাশয়ে এবং মূত্রপথে জ্বালা হয়। প্রস্রাব ধীরে ধীরে হয়, এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব দুগ্ধবৎ সাদা। রক্তপ্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে, সর্ব্বদা মূত্রবেগ। স্ত্রীলোকের মূত্রাশয়ের রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। পশ্চাদ্দেশে চাপ এবং ভার ভার বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রচুর প্রস্রাব হয়।

জ্বর—শীত অবস্থায় পিপাসা থাকে না, কপালে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। পশ্চাদ্দেশে শীত আরম্ভ হয়। যত শীত নয় কিন্তু রোগীর তদপেক্ষা অধিক কম্পন হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—ফস্ফরিক এসিড, ক্যানাবিস স্যাটা, ইপিকাক।

ডাইলিউসন—১x ক্রম অধিক প্রচলিত।

ইউপেটোরিয়াম এরোমেটিকাম (Eupatorium Aromaticum)

ইহা শিশুদিগের মুখের ক্ষতের একটি উত্তম ঔষধ। এতদ্ব্যতীত স্তনের বোটার যন্ত্রণায়ও ইহা ব্যবহার হয়। ইহার সহিত পিত্ত বমন, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে।

শিশুদিগের মুখের ক্ষতে ইহার মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা এক আউন্স গ্লিসারিন কিংবা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ দিতে হয় এবং নিম্নক্রম সেবন করাইতে হয়।

ইউফোরবিয়াম (Euphorbium)

ইহা একটি জ্বালা যন্ত্রণার উত্তম ঔষধ। কর্কট রোগের যন্ত্রনায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহার জ্বালা অগ্নিবৎ অত্যন্ত ভীষণ হয়। বিসর্প প্রযুক্ত গলিত ক্ষতে ইহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সমুদায় দ্রব্য বড় বড় বলিয়া বোধ হয়।

অস্থিবেদনা—অস্থিতে ভীষণ জলনবৎ যন্ত্রণা হয়, বিশেষতঃ এই প্রকার জ্বালা পারদের অপব্যবহার হেতু হইলেই ইউফোরবিয়ামকে অধিক উপযুক্ত মনে করা হয়।

বিসর্প—ইউফোরবিয়ামে বিসর্প গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। দক্ষিণ গণ্ডস্থল গভীর লালবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে আভাযুক্ত লাল হয়। মটর দানার ন্যায় এক একটী ফোস্কা হয় এবং ফোস্কাগুলি পীতবর্ণ তরল দ্রব্যে পূর্ণ থাকে। ভীষণ যন্ত্রণা হয় যন্ত্রণায় যেন স্থান ছিদ্র হইয়া যাইতেছে এইরূপ মনে হয়। রোগ কর্ণে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণার উপশম সময়ে আক্রান্ত স্থান চুলকাইতে থাকে এবং সড় সড় করে।

ইউফোরবিয়ামে বিসর্প গণ্ডস্থলে অধিক প্রকাশ পায় এবং ফোস্কাযুক্ত বিসর্পে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্ষত এবং কর্কট রোগ—পুরাতন যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষতে ইউফোরবিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়। ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না, জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। ক্ষত গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত কর্কট রোগ, এপিথেলিওমা ইত্যাদিতেও উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—৬,৩০ শক্তি।

ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিস
(Euphorbia Lathyris)

ইহার প্রয়োগ বিসর্প রোগে অধিক দেখিতে পারয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বাতেও ইহার কিছু কিছু ব্যবহার রহিয়াছে।

চক্ষু—চক্ষুর পাতা ফুলিয়া সমুদায় চক্ষু যেন বন্ধ হইয়া আইসে।

নাসিকা—নাসিকার অগ্রভাগ অত্যন্ত প্রদাহ এবং স্ফীত হয় স্পর্শ করা যায় না।

বিসর্প—বিসর্প মুখমণ্ডলে আরম্ভ হইয়া কেশযুক্ত স্থানে বিস্তারিত হইয়া সমুদায় শরীরময় হয়, এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে আট দিন আবশ্যক হয়। পীড়কা চকচকে, তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীতিযুক্ত, মসৃন না হইয়া বরং ঈষৎ খস্‌খসে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা এবং টাটানি থাকে। স্পর্শে এবং অলিভ অয়েল প্রলেপে উপশম হয়। গাত্রে যেন মাকড়সা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়। মুখমণ্ডল স্পর্শ করিলে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, জ্বালা এবং টাটানি হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—অন্ডকোষের প্রদাহ হইয়া গভীর ক্ষত হয়, ভীষণ চুলকানি এবং জ্বালা থাকে। ধৌত করিবার সময় স্পর্শে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে এবং শীতল বায়ুতে।

রোগের উপশম—আবদ্ধ ঘরে এবং অলিভ অয়েল প্রলেপে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

ইউফোরবিয়া কোরেল্লেটা
(Euphorbia Corallata)

পরিপাক ক্রিয়ার রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ভীষণ বমনোদ্বেগ হয়। ভুক্ত দ্রব্য, জল, শ্লেষ্মা ইত্যাদি বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং প্রচুর দাস্ত হয়। থাকিয়া থাকিয়া রোগ বৃদ্ধি হয়। পাকস্থলীতে খোঁচানি যন্ত্রণা হয় এবং শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে (ভিরেট্রাম এলবাম)।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

ইউপিয়ন (Eupion)

স্ত্রীরোগে এই ঔষধটির কার্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। জরায়ুচ্যুতিতে ইহাকে উত্তম ঔষধ বলা হয়। কটিদেশে যন্ত্রণার সহিত ঘন শ্বেত প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে। ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর হয়। স্রাব পাতলা জলবৎ তরল। সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে জ্বালা। শ্বেত প্রদর স্রাব জোরের সহিত নির্গত হয়। ঋতু স্রাবের পর পীতবর্ণ শ্বেত প্রদর স্রাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয়ের ডিমিতে খিল ধরে।

ডাইলিউসন—৬×, ৬, ৩০ শক্তি।

ইউরিয়া (Urea)

ইউরিয়া প্রধানতঃ মূত্রপিণ্ড রোগে এবং তদহেতু উপসর্গে অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। টিউবারকিউলোসিস, গ্রন্থি বিবৃদ্ধি, মূত্রপিণ্ডের দোষ হেতু শোথ, এলবিউমিনিউরিয়া, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগে ইহার যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায়। প্রস্রাবে specific gravity স্বাভাবিক হইতে নিম্নে হয় এবং প্রস্রাব অত্যন্ত তরল।

ফ্যাগোপাইরাম (Fagopyrum)

চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য অধিক এবং চুলকানিতে ইহা অধিক ব্যবহার হয়। স্ত্রীলোকের যোনি কুণ্ডয়নে ইহা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। যোনি কুণ্ডয়নের সহিত পীতবর্ণ শ্বেত প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত হস্ত এবং পদ সন্ধ্যার সময় ভীষণ চুলকায়।

ডাইলিউসন—৬×, ৩০ শক্তি।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্নে, চুলকাইলে।

রোগের উপশম—শীতল জলে।

ফেলটৌরি (Feltauri)

পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। অজীর্ণ, উদরাময়, ঘাড়ে ব্যথা ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ। পাকস্থলীতে ঘড় ঘড় ঢল ঢল শব্দ হয়। ভীষণ peristaltic অর্থাৎ কৃমিবৎ সঞ্চালন হয়। আহারের পর নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আইসে। ইহা কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অন্ত্রে বায়ুর সমাবেশেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ।

ফেরাম ব্রোমেটাম (Ferrum Bromatum)

ইহার প্রয়োগ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত প্রদর স্রাব চট্‌চটে, ক্ষতকারক হাজিয়া যায়। জরায়ু ভারি এবং বহির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

ফেরাম এসেটিকাম (Ferrum Aceticum)

ইহা নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে নির্ব্বাচিত হয়। ইহা বিশেষভাবে কৃশ, রক্তশূন্য ফেকাসে, দুর্ব্বল শিশুদিগেতে যাহাদিগের শরীর শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

থাইসিস—সর্ব্বদা কাশি লাগিয়া থাকে। আহারের পর ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়। কাশির সহিত রক্তও উঠে। রক্তোৎকাশে ফেরাম

এসেটিকাম ২x প্রয়োগে আমি অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য পাইয়াছি। গয়ের প্রচুর উঠে, গয়েরের রং সবুজাভ পূঁজযুক্ত।

হাঁপানি—শয়নে এবং স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে হাঁপানি বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—২x, ৩x, ৬x।

ফেরাম আর্সেনিকাম (Ferrum Arsenicum)

ইহা প্লীহা বৃদ্ধি যুক্ত পুরাতন জ্বরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী রক্তশূন্য ফেকাসে। অজীর্ণ ভেদ। মূত্র এলবিউমমেন যুক্ত।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

ফেরাম আইওডেটাম (Ferrum Iodatum)

স্ক্রফিউলাস রোগ, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং অর্ব্বুদে (tumors) ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। বসন্ত, স্কার্লেটিনা ইত্যাদি রোগের পর তরুণ মূত্রপিণ্ড প্রদাহে ও জরায়ুচ্যুতিতেও ইহার ব্যবহার সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—উপবেশন অবস্থায় রোগীর মনে হয় যেন যোনিদেশের উর্দ্ধে কিছু ঠেলা মারিতেছে। ভীষণ কোঁথপাড়া যন্ত্রণা থাকে (much bearing down)। জরায়ু পশ্চাদাবর্ত্তন (retroversion) এবং ভ্রংশ হয়। শ্বেত প্রদর স্রাব ময়দার কাইএর ন্যায়।

সর্দ্দি—নাসিকা, গলদেশ এবং কণ্ঠনালী হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়। নাসিকায় স্ক্রফিউলাস প্রদাহ হয়। বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—খাদ্য দ্রব্য মনে হয় গলায় উঠিয়া যাইতেছে যেন গলাধঃকরণ হয় নাই। পেট সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়া থাকে, সামান্য খাদ্য দ্রব্য

আহার করিলেও পেট পূর্ণ বোধ হয়। গলদেশে যন্ত্রণা হয় যেন পেরেকের ন্যায় কোন খোঁচা বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে আঘাত করিতেছে।

মূত্র—মূত্র ঘোর বর্ণ, মিষ্ট গন্ধযুক্ত। মূত্র মার্গে এবং মলদ্বারে সুড় সুড় বোধ হয়। মূত্রের বেগ ধারণ করিতে পারে না।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

ফেরাম ম্যাগনেটিকাম
Ferrum Magneticum

অন্ত্রে ইহার যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্থ দুর্ব্বলতা। হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—আহার কালীন পেট ফাঁপিয়া উঠে, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় বিশেষভাবে ইহা শ্বাস প্রশ্বাস কালীন অধিক অনুভব হয়। নিম্নোদরে শব্দ হয়, মল তরল এবং তদসহ পেট ফাঁপা, পেটফাঁপা বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে অধিক প্রকাশ পায়। পুনঃ পুনঃ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

ফেরাম মিউরিয়েটিকাম
Ferrum Muriaticum

কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপযুক্ত রক্তোৎকাশ, দক্ষিণ স্কন্ধ প্রদেশে এবং হস্তের দক্ষিণ কনুইএ যন্ত্রণা। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ, যৌবনে রেতঃ পাত, এবং প্রচর

প্রস্রাবের প্রবণতা। রোগী রক্তশূন্য। অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ তরল মল। পুরাতন আমাশয়েও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন—আহারের পর ৩x শক্তির এক ফোঁটা মাত্রায় সেবনীয়।

ফেরাম পিকরিকাম (Ferrum Picricum)

ফেরাম পিকরিকামকে অন্য ঔষধের কার্য্যের বৃহৎ অনুপূরক (Coplementary) বলিয়া গণ্য করা হয়। কোন কার্য্য করিতে করিতে শরীরের কোন যন্ত্রের কার্য্যের ব্যতিক্রম হইলে যেমন বক্তৃতা করিতে করিতে গলায় স্বর বসিয়া গেলে সেইরূপ স্থলে ফেরাম পিকরিকামকে চিন্তা করা যাইতে পারে। বৃদ্ধাবস্থায় প্রোষ্টেট (prostate) গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মূত্র যন্ত্র—সমুদায় মূত্রপথ ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয়। রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে মলদ্বারের স্থানে চাপ এবং পূর্ণতা বোধ থাকে। মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে টাটানি যন্ত্রণা বোধ হয়।

কর্ণ—ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে কর্ণে বধিরতা প্রকাশ পায় এবং কর্ণে খট্ খট্ ও টেলিগ্রাফ তারের ন্যায় গুণ গুণ শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

ফিলিক্স মাস (Filixmas)

ইহা ফিতা কৃমির (tape worm) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার সহিত কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে। নিম্নোদর ফাঁপিয়া থাকে এবং পেটে সকল সময় খোচানি যন্ত্রণা হয়। মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য সহ্য হয় না। নাক চুলকায়, মুখমণ্ডল

ফ্যাকাসে হয়, চক্ষুর চারিপার্শ্বে নীল দাগ পড়ে। কৃমির দরুণ ভেদ বমন এবং শূলযন্ত্রণা হয়। ইহাকে কৃমি বশতঃ রোগে সিনার পার্শ্বে স্থান দিবে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ১x, ৩x, ৬x অধিক প্রচলিত।

ফেরাম সালফিউরিকাম
(Ferrum Sulphuricum)

ইহাকে বাংলায় হীরাকস্ বলে। ইহাতে অম্বল উদ্গারের সহিত মুখভরা ভুক্তদ্রব্য বমন, যকৃতের পিত্ত থলিতে যন্ত্রণা, দন্তশূল ইত্যাদি নিবারণ হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x এবং ৩০ ব্যবহার হয়।

ফ্রাক্সিনাস এমেরিকানা
Fraxninus Americana

ইহার কার্য্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং জরায়ুর রোগে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। জরায়ু বিবৃদ্ধি, অর্ব্বুদ, জরায়ু ভ্রংশ এবং জরায়ু অল্প বৃদ্ধি ও এতদসহ কোঁথানিবৎ যন্ত্রণায় (bearing down pain) ফ্রাক্সিনাস ব্যবহারে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত জ্বর—ঠোঁট এবং শিশুদিগের ইকজিমায় নির্ব্বাচিত হয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়—জরায়ু বিবৃদ্ধি হয়। জরায়ু বিবৃদ্ধির (hypertrophy of the uterus) ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সেবনে জরায়ু শীঘ্র আপনার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে। (It is a powerful remedy and its action on the womb and uterus has

averted many an otherwise unavoidable surgical operation)। ইহা সময় মত ব্যবহারে জরায়ুর অনেক রোগ অতি অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। জলবৎ শ্বেত প্রদর স্রাব হয়। স্রাবে কোন প্রকার জ্বালা থাকে না—কিংবা কোন প্রকার ক্ষত কারক নয়। জরায়ু অর্ব্বুদ (fibroids) এবং তদসহ কোঁথানিবৎ যন্ত্রণায় ইহা ব্যবহারে অনেক স্থলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। পদদ্বয়ে খিল ধরে, অপরাহ্ণ এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মস্তকের তালু উষ্ণ থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবনীয়।

ফ্রানসিসিয়া ইউনিফ্লোরা
Francisceа Uniflora

ইহা বাত এবং উপদংশে প্রয়োগ হয়। বাতে ইহার সুনাম রহিয়াছে। কোন কোন দেশের লোকেরা ইহাকে পুরাতন এবং তরুণ বাতে উচ্চস্থান প্রদান করেন। বাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। সর্ব্ব শরীর উত্তপ্ত হয়। ঘর্ম্ম হইলে উপশম বোধ করে। মস্তকের পশ্চাতে এবং মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা হয়। মস্তকের চারিপার্শ্বে যেন বন্ধনী জড়ান আছে এইরূপ মনে হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ফুলিগো লিগ্‌নি (Fuligo Ligni)

ইহার কার্য্য গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং দুরারোগ্য ক্ষত, ইকজিমা, ইত্যাদিতে অধিক প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত মুখ বিবরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পুরাতন ক্ষতে, যোনি কুণ্ডয়নে, জরায়ু রক্তস্রাবে, কর্কট রোগে, এপিথে-

লিওমায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অণ্ডকোষের কর্কট রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগী সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং আত্মহত্যার চিন্তা করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্রিয়োজোট।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

ফিকাস রিলিজিওসা (Ficus Riligiosa)

ইহা অশ্বত্থ গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য রক্তস্রাবে দেখিতে পাই। মূত্রপথ, ফুস্‌ফুস, জরায়ু ইত্যাদি সকল প্রকার রক্তস্রাবে ইহা উত্তম কার্য্য করে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং কাশির সহিত রক্ত বমন হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—একালিফা, মিলিফোলিয়াম, থ্লাস্‌পি, ইপিকাক।

ডাইলিউসন—১×।

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস

Fucus Vesiculosus

ইহা মেধাধিক্যের এবং গলগণ্ডের (goitre) একটি বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পরিপাক ক্রিয়া সহজ করে এবং পেট ফাঁপা দূরীভূত করে। ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ফাইটোলিন, থাইরোডিন, ব্যাডিয়াগা, আইওডিন।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এক চাম্‌চা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবনীয়।

গ্যালিক এসিড (Gallic Acid)

থাইসিসে গ্যালিক এসিডের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রয়োগে বিকৃতি স্রাব (morbid secretions) সমুদায় স্থগিত হয় এবং পাকস্থলীর কার্য্য সুস্থ করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

মানসিক লক্ষণ—রাত্রিতে ভীষণ প্রলাপ বকে, অত্যন্ত অস্থির, শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়ে। একলা থাকিতে ভয় পায়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং প্রত্যেককে গালাগালি দেয়।

থাইসিসে—ফুসফুসে যন্ত্রণা হয় এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হয়। গয়ের উঠে। প্রাতে গলদেশে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। রাত্রিতে শুষ্ক থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্স আইওড, ফসফরাস।

ডাইলিউসন—১× চূর্ণ।

গেলিয়াম এপেরিন (Galium Aparine)

ইহার কার্য্য মূত্র যন্ত্রে প্রকাশ পায়—ইহা প্রস্রাব কারক এবং শোথ, মূত্রশিলা ও মূত্ররেণু রোগেও প্রয়োগ হয়। ইহা ব্যতীত কর্কট রোগেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা সময় মত প্রয়োগ করিতে পারিলে

কর্কট রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কর্কট রোগযুক্ত ক্ষতে এবং জিহ্বার গুটিকাযুক্ত অর্ব্বুদে (nodulated tumors) ইহার সুনাম রহিয়াছে। ইহা ব্যবহারে শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া আইসে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—চা-পান করিবার এক বাটি জলে কিংবা দুগ্ধে এক ড্রাম মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার করিয়া সেবনীয়।

গ্যালেগা (Galega)

ইহা স্তনে দুগ্ধ আনায়ন করিবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্তনদাত্রীর স্তনে দুগ্ধ বাড়াইয়া দেয় এবং দুগ্ধের দোষও দূরীভূত করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর ক্ষুধাও বৃদ্ধি করে। এতদ বিষয়ের ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ইহা মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম প্রয়োগ হয়।

গ্যাম্বোজিয়া (Gambogia)

ইহার আর একটি নাম গামিগটি। ইহার প্রধানকার্য্য পাকাশয়ের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। উদারাময়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার সহিত ক্রোটনের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মল—তরল, পীতবর্ণ এবং জলবৎ। কখন কখন গাঢ় সবুজ বর্ণও হয় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ। রোগী হঠাৎ মলত্যাগের বেগ পাইয়া পায়খানায় গিয়া কিছুক্ষণ মলত্যাগের চেষ্টা করিতে করিতেই হঠাৎ জোরের সহিত হড় হড় করিয়া একবারেই সমুদয় মল নির্গত হইয়া যায়—এবং মলত্যাগান্তে রোগী অত্যন্ত উপশম বোধ করে, যেন কোন এক কষ্টদায়ক পদার্থ মলের সহিত

বহির্গত হইয়া গেল, ইহাই হইতেছে গ্যাম্বোজিয়ার সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। (coming out all atonce with a single, somewhat prolonged effort)

মলত্যাগের পূর্ব্বে—হঠাৎ বেগ হয় এবং নিম্নোদরের সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া কামড়ানি যন্ত্রণা হয়।

মলত্যাগের পর—নিম্নোদরে অত্যন্ত আরাম বোধ করে যেন কোন কষ্টদায়ক (irritating substance) বস্তু মলের সহিত বাহির হইয়া গেল। মল দ্বারে জ্বালা করে।

দেখিতে পাওয়া যায় গ্যাম্বেজিয়ার এইপ্রকার উদরাময়ের সহিত শিশুর চক্ষুর পাতা এবং চক্ষুর কোন ভীষণ চুলকাইতে থাকে। পেটে গড় গড় ঢল ঢল শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এলোজ, ক্রোটন, পডফাইলাম।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে।

গলথেরিয়া (Gaultheria)

ইহার কার্য্য প্রদাহযুক্ত বাতে, পার্শ্ববেদনা স্নায়ু কটি-শূল (sciatica) এবং অন্যান্য স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় প্রকাশ পাইয়াছে এতদ্ব্যতীত পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পাকাশয় প্রদাহ—তরুণ পাকাশয় প্রদাহ। কুক্ষী প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। বহুক্ষণ ধরিয়া বমন হইতে থাকে। পাকাশয়ে যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও আহারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। স্নায়ু অবসাদ হেতু পাকাশয় শূল যন্ত্রণা হয়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা এবং বাত—মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার লাং এই ঔষধটির আময়িকক্রিয়া (therapeutic action) প্রচার করেন। প্রদাহযুক্ত বাতে (inflammatory rheumatism) এবং মুখমণ্ডলের ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ও পাকস্থলীর প্রদাহে ইহার কার্য্য অব্যর্থ এবং আশু উপকার করে। The true oil of Gaultheria (preferably in tablets) frequently acts with amazing promptness in inflammatory rheumatism and excessively painful neuralgias of face and stomach).

ডাইলিউসন—বাতে এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় গলথেরিয়ার ট্যাবলেট ২টী হইতে ৫টী পর্য্যন্ত সেবনীয়। অন্যান্য স্থলে নিম্নক্রমই অধিক প্রচলিত।

জেরেনিয়াম ম্যাকিউলেটাম
(Geranium maculatum)

ফুস্‌ফুস্‌ কিংবা অন্য কোন যন্ত্র হইতে প্রচুর রক্তস্রাবে, রক্তবমনে, পাকস্থলীর ক্ষতে ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে—এতদ্ব্যতীত দুর্গন্ধ এবং সহজে আরোগ্য হয় না এইরূপ ক্ষতেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের ইহা একটি মহৎ ঔষধ। যে কোন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় (a remedy for haemorrhages from any part that will not disappoint you),

পাকাশয়—পাকাশয় প্রদাহের সহিত প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব বর্ত্তমান থাকে। পাকাশয়ে ক্ষত এবং নিশ্চেষ্ট রক্তস্রাব (passive haemorrhoge) হওয়ার সম্ভাবনা হয়। পাকাশয় প্রদাহে বমন হ্রাস করিতেও জেরেনিয়াম নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সর্ব্বদা মলত্যাগের ইচ্ছা লাগিয়া থাকে অনেকক্ষণ

চেষ্টার পর মলত্যাগ হয়, কোন যন্ত্রণা থাকে না এবং শীঘ্র মলত্যাগ হয় না। পূরাতন উদরাময়েও ইহা ব্যবহার হয়, মলের সহিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—ঋতুস্রাব প্রচুর হয়। প্রসবান্তিক রক্তস্রাবেও জেরেনিয়াম উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—পাকাশয় ক্ষতে এবং রক্তস্রাবে মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা মাত্রায় রোগের বৃদ্ধি হ্রাস অনুযায়ী সেবনীয়। সাধারণতঃ নিম্নক্রম ৩x, ৬x, অধিক প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ মূল অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিতে ব্যবস্থা দেয়।

জিন্‌সেং (Ginseng)

ইহার কার্য্য কশেরুকামজ্জার (spinal cord) নিম্নদেশে অধিক প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত কটিবাত, কটিশূল এবং বাতে ইহার অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাতের সহিত পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতাও থাকে। অনেক চিকিৎসক হিক্কায় জিনসিংকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃঘূর্ণনে চক্ষুর সম্মুখে ধূসর বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখা যায় এবং সমুদায় দ্রব্য দুইটি করিয়া দেখে অর্থাৎ দ্বি দৃষ্টি হয়।

তালুমূলপ্রদাহ—তালুমূলপ্রদাহ অনেকটা বেলেডনার ন্যায় কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ হইলে উত্তম কার্য্য করে।

পুংজননেন্দ্রিয়—পুনঃপুনঃ রেতঃপাত হেতু বাত যন্ত্রণা। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং মূত্রপথের শেষ স্থানে ভীষণ সুড় সুড় বোধ হয়। কামোত্তেজনাও হয়।

বাত—হস্তপদ ফুলিয়া উঠে, গাত্রত্বক অত্যন্ত টান (tight) হইয়া

থাকে। কটি এবং জানুদেশে বেদনা হয়। সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং সঙ্কুচিত হয় (stiff contracted joints)। সন্ধিস্থলে খট্ খট্ শব্দ হয়। পশ্চাদ্দেশও আড়ষ্ট বোধ করে। জিন্‌সিংকে সন্ধিস্থলের আড়ষ্ট এবং সঙ্কোচনে, কটি স্নায়ুশূল এবং পুরাতন বাতে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ২০ ফোটা জলেমিশ্রিত করিয়া সেবনীয়।

গ্লিসেরিনাম (Glycerinum)

গ্লিসেরিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পরিণত করায় ইহা শরীরের দূর্ব্বলতা হ্রাস করিতে, শরীরস্থ টিস্যু সমুদায়কে শক্ত করিতে, শীর্ণতা (marasmas) দূরীভূত করিতে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা অধিক সেবনে পরিপোষন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটায়। কাজেকাজেই ইহার গৌন ক্রিয়া পরিপোষণ ক্রিয়ার উন্নতি বিধান করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ল্যাকটিক এসিড, জেলসিমিয়াম, ক্যালকেরিয়া।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি। দূষিত ভীষণ রক্তশূন্যতায় (pernicious anaemia)—বিশুদ্ধ গ্লিসিরিন এক চামুচ মাত্রায় নেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ন্যাফালিয়াম (Gnaphalium)

ইহার প্রধান পরিচয় আমরা কটিস্নায়ুশূল যন্ত্রনায় (sciatica)দেখিতে পাই। ইহার যন্ত্রণার সহিত অবশ ভাব (numbness) বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত বাত এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় ও থাকে।

কটিস্নায়ুশূল—দক্ষিণ পার্শ্বের কটিস্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, দক্ষিণ জঙ্ঘার সন্ধিস্থল হইতে পদের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা বিস্তারিত হয়। শয়নে, সঞ্চালনে এবং পদক্ষেপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। উপবেশনে উপশম হয়। রাত্রিতে পায়ের ডিমিতে খিল ধরে। পায়ে এবং পায়ের গুল্‌ফ সন্ধিতে বাত যন্ত্রণা হয়। পা গুটাইয়া রাখিলে উপশম হয়। জংঘা প্রদেশের স্নায়ুশূলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণার সহিত অবশভাব বর্ত্তমান থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—জ্যান্থকসাইলাম, ক্যামোমিলা।

ডাইলিউসন—৬x, ৬, ৩০ ২০০ শক্তি।

গসিপিয়াম (Gossypium)

ইহার বাংলা নাম কার্পাস বৃক্ষ। ইহা অধিক মাত্রায় একটি বৃহৎ রজোনিঃসারক ঔষধ। হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় জরায়ু এবং অন্তঃসত্বাবস্থায় নানান প্রকার রোগে উত্তম কার্য্য করে। যে স্থানে মাসিক ঋতুস্রাব সহজে হয় না এবং হয় হয় এইরূপ ভাব লাগিয়া থাকে অথচ হয় না সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আবদ্ধ ফুল (Retained placenta)—প্রসবের পর ফুল না পড়িলে গসিপিয়াম অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জোনি কপাট স্ফীত হয় এবং চুলকায়। প্রসবের পর ডিম্বাশয়ে থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৬ শক্তি।

গ্রেনেটাম (Granatum)

ইহার বাঙ্গলা নাম দাড়িম্ব। দাড়িম্বের খোসা কৃমির একটি ঔষধ আমাদের দেশে ইহাব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রেনেটামও হোমিওপ্যাথিক ঔষধরূপে প্রয়োগ হয়। এতদ্ব্যতীত বমন এবং শিরঃ ঘূর্ণনের সহিত লালাস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

শিরঃঘূর্ণন—সকল সময় লাগিয়া থাকে। মস্তক খালি খালি বোধ হয়, দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—সকল সময় ক্ষুধা, অথচ পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল। রাত্রিতে বমন হয়। পেট কামড়ায়, নাভির নিকট অধিক যন্ত্রণা হয়। মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ নিস্ফল চেষ্টা হয়। মলদ্বার চুলকায়। কৃমিজনিত উপদ্রবে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

চুলকানি—হস্তের চেটো চুলকায়। গাত্রের চেহারা অনেকটা স্ক্যাবী রোগ সদৃশ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, কুশো।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

গ্রাইণ্ডেলিয়া (Grindelia)

ইহার সম্পূর্ণ নাম গ্রাইণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা (Grindelia Robusta)। ইহার যাহা কিছু কার্য্য হৃৎপিণ্ডে এবং ফুস্‌ফুসে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন করতঃ ফুস্‌ফুস্ পাকাশয়িক স্নায়ুর (pneumogastric nerve) আংশিক পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। রোগী নিদ্রিত হইলে অর্থাৎ চক্ষু বুজিয়া আসিলেই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবে এইরূপ কষ্ট অথবা শ্বাস প্রশ্বাসের

চাপ চাপ বোধে হঠাৎ জাগিয়া উঠে। গ্রাইণ্ডেলিয়ায় ফুস্‌ফুস এবং হৃৎপিণ্ড উভয়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল। শ্লেষ্মা ফেনা ফেনা হয় এবং সহজে উঠে না।

হাঁপানি—প্রচুর চট্‌চটে শ্লেষ্মা উত্তোলনে হাঁপানি উপশম হয়. (ক্রিয়াম, সিপিয়া, এন্টিমটার্ট। নিদ্রিত হইয়া পড়িলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, রোগী হঠাৎ জাগিয়া শয্যায় উঠিয়া বসে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খাবি খাইতে থাকে। শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না। (cannot breath when lying down)। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাই।

প্লীহা—প্লীহার স্থানে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। প্লীহা বিবৃদ্ধি হয় এবং যন্ত্রণা প্লীহার নিম্নে জংঘা প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এন্টিমটার্ট, ল্যাকেসিস্, স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x অধিক প্রচলিত। কেহ.কেহ মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা করেন।

গ্রেটিওলা (Gratiola)

গ্র্যাটিওলার যাহা কিছু ব্যবহার তাহা জল খাইয়া উদরাময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। উদরাময়ের বিশেষত্ব হইতেছে—জল খাইয়া উদরাময় হয়। মল প্রচুর, জলবৎ তরল, সবুজ, ফেনা ফেনা। বেগের সহিত নির্গত হয় এবং যন্ত্রণা থাকে না। জল খাইলেই উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়, রোগী ভয়ে জল খাইতে চায় না।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্রোটনটিগ, ইলাটিরিয়াম, পডফাইলাম।

তুলনা—জিন্‌জিবার।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

গুয়েইকাম (Guaiacum)

বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। উপদংশ রোগজনিত সন্ধিস্থলের বাত, স্নায়ুর সঙ্কোচন ইত্যাদিতে গুয়েইকাম উত্তম কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত তরুণ বাতেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং সঙ্কুচিত হয়। হস্ত পদ প্রসারণ করিতে পারে না। যন্ত্রণা উত্তাপে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়, রোগী আক্রান্ত স্থান নাড়াইতে পারে না।

বাত এবং গেঁটে বাত—গুইয়েকামকে সন্ধিস্থলের বাতে এবং তদসহ উপদংশ দোষ থাকিলে উত্তম ঔষধ বলা হয়। ইহার বাতের বিশেষত্বই হইতেছে সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হইয়া কঠিন অবস্থায় পরিণত হয় এবং সন্ধিস্থল কঠিন হইয়া বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় (Guaiacum is useful in chronic forms of rheumatism when the joints have become distorted by the concretions)। তরুণ অপেক্ষা পুরাতন বাতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যন্ত্রণা উত্তাপে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। হস্তপদের এবং গ্রীবা প্রদেশের স্নায়ু সমুদায় টানিয়া খেঁচিয়া থাকে, মনে হয় যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, নাড়াইতে পারে না। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা কষ্টিকামেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গুইয়েকামের বাতে অস্থি গুল্ম বর্ত্তমান থাকে এবং আক্রান্ত স্থান কঠিন হয়, কষ্টিকামে ইহা থাকে না, কেবলমাত্র স্নায়ুর সঙ্কোচন থাকে। আক্রান্ত সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে, যন্ত্রণাযুক্ত হয়, হস্ত দ্বারা চাপ দেওয়া যায় না এবং উত্তপ্ত বোধ হয়।

পার্শ্ব বেদনা (Pleurodynia)—পার্শ্ব বেদনার সহিত টিউবার কিউলোসিস থাকিলে গুয়েইকাম উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ স্থলে গুইয়েকামকে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ জানিবে (In pleurodynia associated with tuberculosis, you will find Guaiacum to be a remedy that rarely fails—Farrington)।

এতদ্ব্যতীত গুইয়েকামকে বক্ষঃস্থলের বেদনার একটি উত্তম ঔষধ বলা

হয় ইহাতে উপরের তিনটি পাঁজরার স্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং পুঁজবৎ গয়ের বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং শুষ্ক কাশিও থাকে।

থাইসিস (Phthisis)—থাইসিসের বৃদ্ধি অবস্থায় যখন বাম ফুস্‌ফুসের মূলদেশে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজবৎ গয়ের ওঠে তখন গুইয়েকাম ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। থাইসিসের সহিত বাম ফুস্‌ফুসের অগ্রভাগে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কিউরিয়াস, কষ্টিকাম, রাসটক্স, মিজিরিয়াম, রডডেনড্রন।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, সঞ্চালনে, চাপে, স্পর্শে, সন্ধ্যা ৬টা হইতে শেষ রাত্রি ৪টা অবধি।

রোগের উপশম—বাহিক কোন জিনিষ দ্বারা চাপিয়া ধরিলে।

জিম্‌নোক্লেডাস (Gymnocladus)

ইহার প্রয়োগ গলদেশের রোগে, গলদেশের যন্ত্রণা স্ফীতি ইত্যাদিতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

গলদেশ লালবর্ণ এবং মুখমণ্ডল বিসর্পবৎ স্ফীত হয়—ইহা বিশেষরূপে প্রকাশ থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তালুমূলও প্রদাহ হয়। মুখমণ্ডলে যেন মাছি চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়। জিহ্বা নীলাভ শ্বেত প্রলেপে আবৃত।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

হেমাটক্সীলন (Haematoxylon)

এই ঔষধটির সঙ্কোচন ভাবই হইতেছে বিশেষত্ব। মনে হয় বক্ষঃস্থলের উপর যেন একটি পদার্থ লম্বালম্বিভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়— মাসিক ঋতুস্রাব কালীন যন্ত্রণাযুক্ত কোঁথানিবৎ যন্ত্রণা বোধ হয়। (with painful bearing down sensation at menstrual period)।

বক্ষঃস্থল—বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা এবং হৃৎস্পন্দন হয় ও সঙ্কোচন বোধ লাগিয়া থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যাকটাস, কলসিন্থ, ন্যাজা।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

হেলোডার্মা (Heloderma)

ইহার দংশনে অসাড় কম্পনযুক্ত পক্ষাঘাত প্রকাশ পায় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার মৃগীবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ইহাতে একটি লক্ষণ বিশেষ প্রকাশ হয় তাহা হইতেছে অত্যন্ত শীতলতা।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত বিমর্ষ, অবসন্ন।

শিরঃপীড়া—মনে হয় দক্ষিণ পার্শ্বে পড়িয়া যাইবে। মস্তকের চারি পার্শ্বে যেন একটি শীতল বন্ধনি (cold band) জড়ান রহিয়াছে।

হৃৎপিণ্ড—ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড শীতল বোধ হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাস শীতল। এত শীতল হয় যে মনে হয় হৃৎপিণ্ডের গতি স্থগিত হইয়া যাইবে।

পক্ষাঘাত—হাটিবার সময় টলিয়া পড়িয়া যাইবারে আশঙ্কা হয়। অসাড় এবং কম্পন বর্ত্তমান থাকে। মনে হয় স্পঞ্জের উপর হাটিয়া বেড়াইতেছে এবং পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছে। পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল। পদদ্বয় টান করিলে পেশীর যন্ত্রণার উপশম হয়।

জ্বর—শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশ ভীষণ শীতল, মনে হয় ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইবে। গাত্রের উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপের নিম্নে থাকে (sub-normal) (ক্যাম্ফর)

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

হেক্‌লা লাভা (Hekla Lava)

ইহার কার্য্য চুয়ালে, দন্তের মাড়িতে, মাড়ির স্ফোটকে, দন্তোদ্গমের কষ্ট যন্ত্রণায়, অস্থিক্ষতে, অস্থিগুল্মে, অস্থিপ্রদাহে, অস্থির কর্কট রোগে, বালাস্থি বিকৃতি এবং অর্ব্বুদে দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তশূল—দন্তশূলে এবং দন্তের ক্ষত হইতে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে ইহার সুনাম রহিয়াছে। দন্তের যন্ত্রণা হেতু চুয়াল স্ফীত এবং প্রদাহ হয়। এতদ্ব্যতীত মাড়ীতে ফোঁড়া গলদেশের গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিণতাও প্রকাশ পায়। চুয়ালের অস্থিও বিবৃদ্ধি হয়। দন্ত রোগের হেক্‌লা লাভা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ :এবং এতদ রোগে ইহাকে অনেকে পেটেণ্ট ঔষধরূপে ব্যবহার করে।

দন্ত উৎপাটনের পর স্নায়ুশূল যন্ত্রনায় এবং নিম্নচুয়ালের অস্থির বেদনায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সাইলিসিয়া, মার্কিউরিয়াস, ফস্ফ।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ।

হাইড্রাসটিন সালফ

ইহার একমাত্র প্রয়োগ টাইফয়েড রোগে উদর হইতে রক্তস্রাবে (Haemorrhage of bowels in typhoid) দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা একটি এতদ বিষয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাইলিউসন—১x।

হোমেরাস (Homarus)

অজীর্ণ, গলাব্যথা এবং শিরঃপীড়া এই তিনটিই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব। গলাব্যথা কিংবা শিরঃপীড়া ব্যতীতও পাকস্থলীর ভীষণ কষ্ট হয়। পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারের পর উপশম হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ।

রোগের বৃদ্ধি—দুগ্ধপানে, নিদ্রার পর।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে এবং আহারের পর।

হাইড্রেনজিয়া (Hydrangia)

ইহা মূত্ররেণুর (gravel) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রে প্রচুর তলানি পড়ে। পাথরি, মূত্ররেণু এবং রক্তপ্রস্রাবে ইহা প্রয়োগ হয়। কটিদেশে যন্ত্রণা থাকে।

মূত্রপিণ্ডশূল—মূত্রপথে জ্বালা হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। প্রস্রাব সহজে নির্গত হয় না এবং অত্যন্ত অধিকরূপ শ্লেষ্মার তলানি

পড়ে। কটিদেশে বিশেষতঃ বামপার্শ্বে অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা হয়। প্রোষ্টেট গ্রন্থি আকারে বৃদ্ধি হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—লাইকোপোডিয়াম, চিমাফিলা, বারবেরিস ভ্‌ভা, সাবুলসারুলেটা, পেরেরিয়া।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট।

হোয়াং-নান (Hoang-Nan)

চর্ম্মরোগে ইহার প্রধান ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কর্কট রোগের রক্তস্রাব এবং দুর্গন্ধতা দূরীভূত করে এবং রোগকে আরোগ্যের মুখে লইয়া আইসে। আর্সেনিকের পর হোয়াং নান অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠ ব্যধিতেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে।

মাত্রা—নিম্নক্রম এবং মূলঅরিষ্ট।

হাইড্রোকোটাইল (Hydrocotyle)

কুষ্ঠ এবং বৃক্‌রোগে (Lupas) ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ইহার চর্ম্মরোগই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। জরায়ুর ক্ষতেও ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কষ্ট বোধ করে। প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ ভীষণ চুলকায়। মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশের প্রদাহ হয়। যোনিদেশের ভিতর অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয়। জরায়ুতে দানা দানাযুক্ত ক্ষত প্রকাশ পায়। প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে।

চর্ম্মরোগ এবং কুষ্ঠব্যাধি—ইহাতে যে প্রকার চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় তাহার সহিত অনেকটা কুষ্ঠব্যাধির সাদৃশ্য থাকে। চর্ম্ম অত্যন্ত পুরু এবং মোটা হয় এবং আঁইশের ন্যায় মামড়ি উঠে কিন্তু কোন প্রকার চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া ক্ষত প্রকাশ পায় না। স্কন্ধদেশে এবং শরীরের প্রান্তদেশ সমূহে হস্তের চেটোর এবং পায়ের তলায় কুণ্ডলী আকারের বিচর্চ্চিকা (Psoriasis gyrate) প্রকাশ পায়। ভীষণ চুলকায় বিশেষতঃ পয়ের তলা। ঘর্ম্মও প্রচুর প্রকাশ থাকে। এতদ্ব্যতীত উপদংশ, কুষ্ঠ এবং গোদ রোগেও হাইড্রোকোটাইলের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ইলেইস (Elaeis) গোদ, কুষ্ঠ রোগে প্রয়োগ দেখা যায়। চর্ম্ম শক্ত এবং পুরু হয় ও স্পর্শ চেতনাশূন্য অর্থাৎ অসাড় হয়।

হোয়াং-নান—কর্কট রোগের রক্তস্রাব এবং দুর্গন্ধতা দূরীভূত করে। আর্সেনিকের পর উত্তম কার্য্য করে এবং রোগ শীঘ্র আরোগ্য করিয়া তোলে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চালমুগ্‌ড়া তৈল, হাইড্রাসটিস্, আর্সেনিক, অরাম, সিপিয়া।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

আইবেরিস (Iberis)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হৃৎপিণ্ডের উপর। হৃৎপিণ্ডের রোগে ইহার উপকারিতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় ইহাকে অনেকে প্রাধান্য দেন।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—সামান্য পরিশ্রমে এমন কি হাসিলে কিংবা কাশিলেই ভীষণ হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণাও হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (dilatation of heart) হয়। রাত্রি ২টায় হৃৎস্পন্দন হেতু রোগী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে। প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। হৃৎস্পন্দনের সহিত শিরঃঘূর্ণন এবং গলদেশ বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

নাড়ীর গতি ভরাটে, অনিয়ম এবং ইণ্টারমিটেণ্ট। উষ্ণগৃহে এবং সামান্য সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের কষ্ট বৃদ্ধি হয়। বাম হস্ত এবং বাম বাহু অসাড় হয় এবং ঝিন্ ঝিন্ করে, সমুদায় শরীরময় বেদনা যন্ত্রণা এবং কম্পন হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যাক্টাস, ডিজিটালিস, এমিল।

রোগের বৃদ্ধি—শয়নে, সঞ্চালনে, বামপার্শ্বে, সামান্য পরিশ্রমে, উষ্ণ গৃহে।

ডাইলিউসন—মূলঅরিষ্ট এবং ১×।

হিপ্পোজেনিয়াম (Hippozaenium)

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল নসোড জাতীয় ঔষধ—পিনাস, স্ক্রফিউলাস জাতীয় স্ফীতিতে, রক্তদুষ্টিতে, বিসর্পে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

নাসিকা লাল, স্ফীত, সর্দ্দি, পিনাস নাসিকা ক্ষত, ক্ষতকারক দুর্গন্ধযুক্ত নাসিকাস্রাব ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ। নাসিকার রোগেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ডাইলিউসন—৩০ শক্তি।

ইক্‌থিওলাম্ (Ichthyolum)

ইহার কার্য্য চর্ম্ম, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং মূত্রপিণ্ডে অধিক প্রকাশ পায়। ইহা একটি ভীষণ বীজাণুনাশক ঔষধ। বৃদ্ধলোকদিগের শীতকালের কাশীতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং পুরাতন বাতে উত্তমকার্য্য করে। ইক্‌থিওলাম ইউরিক এসিড ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

পরিপাকক্রিয়া—মুখের স্বাদ খারাপ বোধ করে অথচ ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং খাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়। বমনোদ্বেগ ও থাকে।

চুলকানি—গাত্রত্বক উত্তপ্ত বোধ করে এবং শরীরের স্থানে স্থানে গুচ্ছাকারে স্ফোটক প্রকাশ পায়।

প্রস্রাব—বারে এবং পরিমানে বৃদ্ধি হয়। লিঙ্গমুণ্ডে জ্বালা হয় এবং ইউরিক এসিডের তলানি পড়ে।

কাশি—কাশি শুষ্ক খুস্‌খুসে এবং বিরক্তজনক। বৃদ্ধদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হেপার, ক্যালকেরিয়া, আর্স, পেট্রোলিয়াম।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

আইরিস টেনক্স (Iris Tenax)

ইহাকে appendicitis অর্থাৎ অন্ধ অন্ত্রপুচ্ছ প্রদাহে অর্থাৎ অন্ধান্ত্র ও ইলিয়াম নামা অন্ত্রাংশের সংযোগস্থলের যন্ত্রনার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। এতদসহ কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখ বিবরের শুষ্কতা, বমনেচ্ছা, ইত্যাদি লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

ইনূউলা (Inula)

ইহাতে দুইটি লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—বস্তিপ্রদেশস্থ যন্ত্রাদির কোঁথানিবৎ যন্ত্রণা (bearing down pain) এবং ব্রোঙ্কাইটিস।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। প্রসবৎ যন্ত্রণা হয় এবং কটিদেশেও ভীষণ বেদনা বোধ করে। ঋতুস্রাবকালীন পদদ্বয় চুলকায় এবং ঠাণ্ডা হেতু দাঁতে দাঁতে খট্‌খট্ শব্দ হয়।

সিপিয়ার ন্যায় জরায়ুতে যন্ত্রণা and bearing down sensation থাকে। প্রথমতঃ জননেন্দ্রিয়ে এবং মেরুদণ্ডে আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা হইয়া মল মূত্রত্যাগের বেগ আনয়ন করে। দ্বিতীয়তঃ পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে।

কাশি—কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে এবং শয়নে বৃদ্ধি হয় কণ্ঠনালী যন্ত্রণাযুক্ত। পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, ঘনপুষ্প গয়ের উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পরিপাকক্রিয়ার দুর্ব্বলতা থাকে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৩০ শক্তি।

ইণ্ডিগো (Indigo)

স্নায়ুমণ্ডলে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং মৃগী রোগে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। কিন্তু ইহার মৃগীরোগের সহিত অত্যন্ত বিমর্ষভাব বর্ত্তমান থাকে।

মৃগীরোগ—কৃমির কারণবশতঃ মৃগীরোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিশু রাত্রিতে নিদ্রা হইতে মলদ্বারের ভীষণ চুলকানিতে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইণ্ডিগো নির্ব্বাচণের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ এবং ভীত স্বভাবের হওয়া আবশ্যক।

কৃমি—ইণ্ডিগো কৃমিরোগের একটি প্রচলিত ঔষধ কিন্তু ইহা বিমর্ষ এবং ভীত স্বভাবের শিশুদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইপ্রকার কৃমির উপদ্রবে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় মধু সেবন করাইলে সাময়িক উপকার পাওয়া যায়। টিউক্রিয়ামকেও এইরূপ স্থলে চিন্তা করিবে।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

জ্যাকারেণ্ডা (Jacaranda)

উপদংশ প্রমেহ ইত্যাদি রোগে এবং বাতে জ্যাকারেণ্ডার সুনাম রহিয়াছে। ইহার মূত্র এবং লিঙ্গসংক্রান্ত লক্ষণসমূহই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

উপদংশ—উপদংশ রোগে ডাক্তার কন্‌ভারস ইহাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। তিনি বলেন কোন কোন দেশে ইহাকে উপদংশ এবং উপদংশ জনিত অবস্থার অব্যর্থ ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়।

প্রমেহ—মূত্রমার্গে প্রদাহ এবং পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব হয়। লিঙ্গ উত্তপ্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়, লিঙ্গোদ্রেকও যন্ত্রণাযুক্ত এতদ্ব্যতীত মূদা, লিঙ্গত্বকের প্রদাহ, স্ফীতি, উপদংশ ক্ষত ইত্যাদিতেও নির্ব্বাচিত হয়।

বাত—দক্ষিণ হাটুতে বাত যন্ত্রণা এবং কটিদেশে দূর্ব্বলতা বোধ করে। প্রমেহজনিত বাতেও ইহার সুনাম রহিয়াছে এবং উত্তম কার্য্য করে। প্রাতঃকালে পেশীসমূহ আড়ষ্ট এবং বেদনাযুক্ত হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—থুজা, কোরেলিয়াম।

জেকেরেণ্ডা গুয়ালানডাই—চক্ষু এবং গলদেশের উপদংশ লক্ষণে এবং ক্ষতে ইহা অধিক কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—উপদংশ রোগে ৩ হইতে ৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

জ্যালাপা (Jalapa)

ইহা শিশুদিগের উদরাময় এবং শূল যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধ। মল জলবৎতরল, অম্লগন্ধযুক্ত এবং সময় সময় রক্ত মিশ্রিত। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা হয়। বমন এবং বমনোদ্বেগও থাকে।

জ্যালাপার বিশেষত্ব হইতেছে শিশু সমস্তদিন ভাল থাকে। রাত্রিতে চিৎকার করিতে থাকে এবং অত্যন্ত অস্থির হয় (child is quite all day but screams and tosses about all night)।

উঁদরাময় থাকুক কিংবা নাই থাকুক—শিশুদিগের রাত্রিতে পেটের শূল যন্ত্রণার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্যালপার যত কিছু উপদ্রব রাত্রিতেই, রাত্রিতে শিশু ভয়ানক কান্নাকাটি করে, অস্থির হয়, দিনেরবেলা বেশ ভাল মানুষ।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

জেট্রোফা (Jatropha)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে—উদরাময়ে এবং কলেরায়।

উদরাময় এবং কলেরা—প্রচুর জলবৎ তরল, চাউল ধোয়া জলের ন্যায় এবং বেগের সহিত নির্গত হয়। পেটে চল চল বোতল হইতে জল ঢালা শব্দের ন্যায় শব্দ হয় (loud noise in abdomen like gurgling of water coming out of a bunghole) এতদসহ সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, হস্তপদে খিলধরা, বমন, বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে। জলপানে বমন এবং বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি হয় এবং অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বমনে কোন কষ্ট হয় না, অতি সহজেই হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—গেম্বোজিয়া, ক্রোটন, ভিরেট্রাম।

রোগের উপশম—শীতল জলে হস্ত রাখিলে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

জনোসিয়া অশোকা (Jonosia Asoca)

ইহা কলিকাতার স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় হোমিও-প্যাথিক ঔষধে পরিণত করেন। ইহার প্রধানকার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষভাবে বাধক যন্ত্রণায় এবং রজঃশূলে। যাহাদিগের

মাসিক ঋতুস্রাব বিলম্বে হয় এবং স্বল্প হয় ও ভীষণ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ স্থলে ইহাকে প্রাধান্য দিবে। পালসেটিলায় উপকার না হইলে জনোসিয়াকে চিন্তা করিবে। আমি এই ঔষধ কিছুদিন প্রত্যেক ঋতুস্রাবের ৫।৬ দিন পূর্ব্বে হইতে প্রয়োগ করিয়া অনেক বাধক যন্ত্রণা সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছি।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

জাগলেন্স রিজিয়া (Jaglance Regia)

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে হয়। অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ পিচের ন্যায়। দেখিলে পিচের চাপ বলিয়া মনে হয়।

শিরঃপীড়া—মনে হয় মস্তক যেন আকাশে উড়িতেছে। এবং শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক হয়।

চর্ম্মরোগ—মুখমণ্ডলে ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। কর্ণের পার্শ্বে দুগ্ধপীড়কা অর্থাৎ মামড়িযুক্ত চর্ম্মরোগ (crusta-lactea) হয়। মস্তকের খুলির ত্বক লাল হয় এবং রাত্রিতে ভীষণ চুলকায়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৩x, ৬x।

জাগলেন্স সিনেরিয়া (Jaglans Cinerea)

নিঃসরণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু ন্যাবা এবং নানা প্রকার পীড়কা প্রকাশ পায়। যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন না হওয়া জনিত মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। বক্ষঃস্থলে, কক্ষদেশে এবং স্কন্ধের ত্রিকোনাস্থিতে বেদনা এবং তৎসহ শ্বাসকষ্ট হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ শিরঃপীড়া হয় (sharp occipital headache)। মস্তক মনে হয় বৃহৎ হইয়া গিয়াছে।

ন্যাবা—যকৃৎ এবং দক্ষিণ স্কন্ধের ত্রিকোনাস্থিত (scapula) যন্ত্রণা সহ ন্যাবা রোগ প্রকাশ পায়। (চেলিডোনিয়াম, ব্রাইওনিয়া)। রোগী শেষ রাত্রি ৩টায় জাগিয়া ওঠে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, আর নিদ্রা আসে না, এই প্রকার লক্ষণও মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ার সহিত বর্ত্তমান থাকে। মল পিত্তযুক্ত কিংবা পীতাভ সবুজ, মলদ্বার চুলকায় এবং মলত্যাগের সহিত কোঁথানি থাকে।

বক্ষঃরুদক (Hydrothorax)—বক্ষঃরুদক সহ গাত্রত্বকে মশা কামড়ানর ন্যায় ক্ষুদ্র লাল লাল দাগ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩x, ৬x।

জাষ্টিসিয়া (Justicia)

তরুণ শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মারোগের একটি অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্দ্দি—মস্তক ভারী ভারী বোধ হয়। সর্দ্দির সহিত চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়। সর্দ্দি প্রচুর নির্গত হয় এবং তরল ও সকল সময় হাঁচি লাগিয়া আছে। কোন জিনিষের গন্ধ এবং স্বাদ টের পায় না। সর্দ্দির সহিত কাশি বর্ত্তমান থাকে।

গলদেশ—শুধু গলাধঃকরণে গলদেশে বেদনা অনুভব করে। মুখ বিবর শুষ্ক।

কাশি—কাশি শুষ্ক। থাকিয়া থাকিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস যেন অবরোধ হইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। কাশির সহিত হাঁচি থাকে।

বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ হয়। অবরুদ্ধ এবং উষ্ণঘর সহ্য হয় না। হাঁপানির টান হয়। ইহা হুপিং কাশিতেও ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সেপা, ইউফ্রেসিয়া

ডাইলিউসন—৬x।

জুনিপেরাস কম্মিউনিস
(Juniperus Communis)

মূত্রপিণ্ড রোগে এবং মূত্র অবরোধ হইয়া শোথরোগে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। বৃদ্ধ লোকদিগের পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা সহ স্বল্প প্রসাবে ইহাকে চিন্তা করা হয়।

প্রস্রাব—সহজে প্রস্রাব হয় না, মূত্রত্যাগ করিতে মূত্রপথে অত্যন্ত কষ্ট হয়। প্রস্রাব রক্তযুক্ত এবং স্বল্প।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১ ফোঁটা লইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত।

ক্যালেমিয়া ল্যাটিফোলিয়া
(Kalmia Latifolia)

ক্যালমিয়ার সিদ্ধান্তকরণ ডাক্তার হেরিং সম্পাদন করেন। ইহা তরুণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে উত্তম কার্য্য করে এবং বাত হেতু যখন হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় তখন ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের বাতের ক্যালমিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালমিয়ার যন্ত্রণার সহিত বমনেচ্ছা এবং মৃদুনাড়ী প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—ক্যালমিয়ার স্নায়ুশূল যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে

যন্ত্রণা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয়। ঔষধটির সহিত স্পাইজেলিয়ার সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। উভয়ই মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে নির্ব্বাচিত হয়, ক্যালমিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের এবং স্পাইজেলিয়া বাম পার্শ্বে হয়। উভয় ঔষধেই চক্ষুতে যন্ত্রণা হয়। চক্ষু ফিরালেই কষ্ট বৃদ্ধি হয়। ক্যালমিয়ায় রাসটাক্সের ন্যায় আড়ষ্ট ভাব থাকে, স্পাইজেলিয়ায় চক্ষু অক্ষি কোটর অপেক্ষা বৃহৎ মনে হয়। উভয় ঔষধেই হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং বাতজনিত হৃৎপিণ্ডের রোগ হয়। উভয় ঔষধেই ভীষণ এবং বাহির হইতে দেখা যায় এত অধিক হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়। ক্যালমিয়ার নাড়ীর গতি সময় সময় মৃদু হয় (ডিজিট্যালিস), স্পাইজেলিয়ায় নাড়ীর গতি সর্ব্বদাই দুর্ব্বল হয়। ক্যালমিয়ায় বাত ক্যাক্টাসের ন্যায় উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয় (লিডামে নিম্ন হইতে উর্দ্ধে বিস্তারিত হয়) এবং ক্যালমিয়ার যন্ত্রণা হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে।

কেবল স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ক্যালমিয়ার সহিত স্পাইজেলিয়ার মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ব্যতীত আর অধিক কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যন্ত্রণার আক্রান্ত পার্শ্ব এবং বৃদ্ধির সময় এই দুই ঔষধে ভিন্ন প্রকৃতির—ক্যালমিয়ায় সমুদায় মস্তক আক্রান্ত হয় না, স্পাইজেলিয়ায় সমুদায় মস্তক আক্রান্ত হয়। ইহা ব্যতীত ক্যালমিয়ায় স্নায়ুশূল যন্ত্রণার সহিত অসারতা (numbness) বর্ত্তমান থাকে (ক্যামোমিলা, ন্যাফালিয়াম, প্ল্যাটিনা) অর্থাৎ যন্ত্রণায় আক্রান্ত স্থান অসার বোধ হয়।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—ক্যালমিয়াতেও অক্ষিপুট স্নায়ুশূল প্রকাশ থাকে কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। স্পাইজেলিয়ায় বামপার্শ্ব আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইয়া আইসে।

বাত—হৃৎপিণ্ডের বাতের ক্যালমিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বক্ষঃস্থলে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিম্নোদর, পাকস্থলী ইত্যাদি স্থানে তীর বিদ্ধবৎ বিস্তারিত হয়। নাড়ির গতি ডিজিট্যালিসের ন্যায় অত্যন্ত মৃদু হয় অনেক সময় হাতে পাওয়া যায় না, মিনিটে ৩৫।৪০ বার হয়। বাত এবং গেঁটে বাতে ক্যালমিয়াকে বিশেষরূপে প্রাধান্য দেওয়া হয় যখন বাত কিংবা

গেঁটে বাত সন্ধিস্থল হইতে হৃৎপিণ্ডে স্থানান্তরিত হয় এবং যদি ইহা আক্রান্ত স্থানে কোন প্রকার বাহ্যিক মালিশ কিংবা প্রলেপের ঔষধ লাগাইবার পর হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় তাহা হইলে ক্যালমিয়া আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ক্যালমিয়ার যন্ত্রণার বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করে (লিডামের বিপরীত)। বাতে একসঙ্গে অনেক সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া বেড়ায়। যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে অন্য সন্ধিস্থলে যায়। সন্ধিস্থল উত্তপ্ত, লাল, স্ফীত হয় এবং সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

পাকাশয় প্রদাহ—পাকস্থলীর উর্দ্ধভাগে যন্ত্রণা হয়। সম্মুখ দিকে ঝুঁকিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, সোজা হইয়া উপবেশন করিলে উপশম হয় এবং যন্ত্রণায় বমনোদ্বেগ হয় ও সময় সময় বমনও হয়।

ডাইলিউসন—হৃৎপিণ্ডের বাতে ১x, ৩x। স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় এবং অন্যান্য রোগে ৬, ৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—স্পাইজেলিয়া, পালসেটিলা।

অনুপূরক—এসিড বেঞ্জোয়িক।

কেলি আর্সেনিকাম (Kali Arsenicum)

কেলি আর্সের কার্য্য চর্ম্মরোগে এবং রোগ দূষিত অবস্থায় পরিণত হইবার প্রবণতায় ব্যবহার হয়।

চর্ম্মরোগ—ভীষণ চুলকায়, গাত্রের কাপড় খুলিলে অধিক হয়। চর্ম্মরোগ শুষ্ক পাপড়িযুক্ত। পুরাতন ইক্‌জিমায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শরীর উত্তপ্ত হইলে অধিক চুলকায়। এতদ্ব্যতীত গলিত ক্ষত (phagedaenic ulcers), বিচর্চ্চিকা (psoriasis), হস্ত এবং হাঁটুর ভাজের বিদারণেও

ব্যবহার হয়। কর্কট রোগে বাহ্যিক লক্ষণ ব্যতীত হঠাৎ রোগ যখন উৎকট আকার ধারণ করিবার উপক্রম হয় সেইরূপ স্থলেও কেলি আর্সকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, ত্বকের নিম্নে প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা (nodules) প্রকাশ পায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ু পথে ফুলকপির ন্যায় উপমাংস প্রকাশ পায় এবং যন্ত্রণা হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইতে থাকে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—রেডিয়াম।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

কেলি ব্রোমেটাম (Kali Bromatum)

কেলি ব্রোমেটামের আর একটি নাম ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম (Bromide of Potassium)। ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ামের ব্যবহার অল্প বিস্তর অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের একটি সর্ব্বপ্রধান অবসাদক (sedative) ঔষধ এবং ইহার এই প্রকার অবসাদক গুণ আছে বলিয়াই মৃগী রোগ, নীদ্রাহীনতা, ইত্যাদি রোগে ইহার বহুলপ্রয়োগ দেখা যায়।

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রবার্ট উইলিয়ামাস স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে উত্থিত মৃগী রোগের ফিটে ব্যবহার আরম্ভ করেন, তদবধি ইহা সর্ব্বপ্রকার মৃগী রোগের একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেইরূপ ভাবেই ব্যবহার হইয়াও আসিতেছে।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য এবং কনভালসন—ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম স্নায়বিক বিধানের উপর দুই প্রকারে কার্য্য করে প্রথমতঃ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার (reflex action) কার্য্য হ্রাস করে, দ্বিতীয়তঃ মনকে অবসাদ করে, (primarily it decreases the reflex action, secondarily it depresses the mind)। প্রত্যাবৃত্ত কার্য্যের উপর ইহার এইপ্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মৃগী রোগে ইহা অত্যন্ত অধিকরূপে

এবং অবিচারিত ভাবে (indiscrimanately) ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যতক্ষণ শরীরের Bromismএর ভাব উপস্থিত না হয় অর্থাৎ শরীর পটাসিয়াম ব্রোমাইডে পূর্ণ না হয় (until the system is saturated) ততক্ষণ পর্য্যন্ত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহার পরিমাণ মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে থাকেন তাঁহা হইলেই যে কোন প্রকার মস্তিষ্ক কিংবা কসেরুকামজ্জা কিংবা স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ হউক ক্ষণকালের জন্য নিশ্চয়ই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম তখন সাময়িক স্থগিত রাখা হয়।

প্রত্যেক অস্বস্তি বোধ ভাব, পেশীর আকুঞ্চন (twitching), উদ্বিগ্নতা, শিরঃপীড়া, কনভালসন, ইত্যাদি সমুদায়ই স্নায়ুর পরিধিতে (perephrery) সামান্য গোলযোগ এবং যান্ত্রিক কার্য্যের সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটা বশতঃ স্নায়ু বিধানের মূল কেন্দ্রস্থলে (nervous centre) প্রতিঘাত হইয়াই হয়। ইহাকেই ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ামের কার্য্যের প্রথম অবস্থা বলা যাইতে পারে (every little disturbance in the periphery of the nerves, little alternation in the function of an organ, is atonce reflected to the nervous centre and produce some others disturbances, either an uncomfortable sensation, twitching of the muscles, anxiety, headache or even absolute convulsion) এবং প্রায় সমুদায় কনভালসনই এই প্রকারে আরম্ভ হয়। যেমন এক্লেম্‌সিয়া (Eclampsia) বস্তিদেশে (pelvis) কিংবা জরায়ু পথের অপ্রসারণ হেতু, স্নায়ুতে উজ্জল আলোর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কে তাহার উত্তেজনা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কনভালসনের সঞ্চার হয় (stramonium), সামান্য স্পর্শ কিংবা বায়ুর ঝটকায় কিংবা উগ্র আঘ্রাণে কিংবা শব্দে আক্ষেপের (spasm) পুনরাবৃত্তি (relapse) হয় (strychnine) অর্থাৎ সমুদায় আক্ষেপই (spasm) স্নায়ুর উপর কোন প্রকার চাপে পড়িয়াই হউক কিংবা স্নায়ুর গোলযোগ ঘটিয়াই হউক উৎপত্তি হয়।

নৈশভীতি (night terror)—কেলি ব্রোমেটাম শিশুদিগের নৈশ ভীতির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনা কিংবা দন্তোদ্গম কিংবা ক্রিমি হেতু উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উৎপত্তি হয়।

শিশু ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। এইরূপ ভয় ভাব আসন্ন মস্তিষ্ক শোথেও impending dropsy of the brain) প্রকাশ পাইলে তাহাতেও অনেক সময় ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম প্রয়োগ হয়।

স্নায়ুর উত্তেজনা(irritability of nerves)—স্নায়ুর irritability তে কেলি ব্রোমেটামের গভীর কার্য্য দেখা যায়। এবম্প্রকার irritabilityর দরুণ রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। কোন না কোন প্রকার কার্য্যে লাগিয়া থাকে, রোগী নিজের অঙ্গুলি কিংবা কোন জিনিষ লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে থাকে কিংবা অনবরত পায়চারি করিতে থাকে কিংবা মনকে যে কোন কার্য্যেই হউক ব্যস্ত করিয়া রাখে এবং রোগী তাহাতে স্নায়ুর চঞ্চলতা অপেক্ষাকৃত উপশম বোধ করে, এবম্প্রকার লক্ষণ ব্যতীত কেলি ব্রোমেটাম নিদ্রাহীনতায় কোন কাজ করে না। (simple sleepless will not be relieved by Kali Bromatum unless there is relief activity or notion)

টেরেণ্টুলা—ইহাতেও ক্যালি ব্রোমেটামের মত স্নায়ুর সুড় সুড় বোধ অর্থাৎ pariphery irritability এবং ঘর্ষণে ও সঞ্চালনে উপশম লক্ষণ রহিয়াছে—এতদহেতুই রোগী যে কোন দ্রব্যই হউক তাহা লইয়া অনবরত নাড়া চাড়া করিতে থাকে হয়ত নিজের ঘড়ি লইয়াই কিংবা ঘড়ির চেইন লইয়া কিংবা কাপড় লইয়া সর্ব্বদা নাড়া চাড়া করে। এমন কি শিরঃপীড়া হইলে দেখা যায় রোগী বালিসে মস্তক ঘর্ষন করিতে থাকে।

এম্ব্রাগ্রাইসিয়া (ambragrisea)—ইহার স্নায়ুসমূহও অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য সামান্য বাহ্যিক বিষয়েই (External impression) উত্তেজনা আনয়ন করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট উপস্থিত হয় কিন্তু এই ঔষধটির সহিত প্রায় কোন না কোন প্রকার শিরঃ ঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকে এবং ঔষধটির কার্য্য অত্যন্ত দ্রুত (quick acting drug)। এই প্রকার অবস্থাকে এক কথায় fidgety hands (হস্তের চঞ্চলতা) বলা যাইতে পারে। কেলি ব্রোমেটামের ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। কেলি ব্রোমেটামের হস্তে (জিঙ্কামে—পদে) এবং ফসফরাসে সর্ব্বশরীরে fidgeteness অর্থাৎ চঞ্চলতা দেখা যায়। জিঙ্কাম রোগী সর্ব্বদা পা নাড়াইতে থাকে, আর ফসফরাস রোগী প্রায়ই

সকল সময়ই এপাস ওপাস, এদিক ওদিক করিতে থাকে। এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না।

নিদ্রাহীনতা—নিদ্রাহীনতায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে স্বাভাবিক এবং সুনিদ্রা উপস্থিত না হইয়া বরং অধিক ব্যতিক্রম ঘটাইয়া রক্ত স্বল্পতা (anaemia) উৎপন্ন করায় এবং ক্রমশঃ অবসাদ, বিষণ্ণ চিত্ততা, উন্মাদ এবং মস্তিষ্কের কোমলতার (morbid softening of the texture of the brain) ইত্যাদি লক্ষণ আনয়ন করে। এতদহেতুই মনে হয়, এই ঔষধ দ্বারা উন্মাদ, নিদ্রাহীনতা এতদজাতীয় রোগ যত অধিক উৎপন্ন হইয়াছে স্বাভাবিক অবস্থায়ও তত অধিক হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার হ্যামণ্ডকে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে (Dr Hammond, its chief advocate, admitted that it put more patients into the insane asylum than any other remedy)। তন্দ্রা আনয়নে ওপিয়ম এবং ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত—ওপিয়মে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চার করিয়া আচ্ছন্ন ভাব আনয়ন করে আর ইহাতে রক্ত হ্রাস করিয়া তন্দ্রাভাব আনয়ন করে। নিদ্রাহীনতার সহিত স্নায়ুর চঞ্চলতা (স্নায়ুর উত্তেজনা দেখ) থাকিলে কেলি ব্রোমেটাম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং তাহাতে আশু উপকার পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—নিদ্রাহীনতার সহিত নিম্ন মানসিক লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়—রোগী মনে করে কেহ তাহাকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিবে। ভূতপ্রেত তাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহাকে সকলেই ঘৃণা করিতেছে অথবা তাহার মানসম্ভ্রম বিপদাপন্ন হইয়াছে সকল সময় এইরূপ ভাব মনে উদয় হইতে থাকে এবং তাহাকে বিব্রত করিয়া তোলে। এতদ-সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত রোগী আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়। এবম্প্রকার মানসিক অবস্থাকালীন চক্ষুর তারা বিস্তারিত হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করে এবং ক্রোধপূর্ণ ও ভীতিব্যঞ্জক হয়। কেলি ব্রোমেটামের এবম্প্রকার মানসিক লক্ষণ আছে বলিয়াই অনেক স্থলে ইহা উন্মাদ চিত্তোন্মত্ততা (mania), হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগেও ব্যবহার হইতে দেখা যায়। ক্যালি ব্রোমেটামে এতদ্ব্যতীত আর এক অবস্থা দেখিতে পাওয়া

যায়। অবসাদ, স্মরণশক্তিহীনতা, বিষন্নতা এবং উদাসীন, সকল বিষয়ে যেন অন্ধকার কাহারো প্রতি টান থাকে না, কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারে না ইত্যাদি মানসিক অবসন্নতা প্রকাশ থাকে। যখন এবম্প্রকার অবস্থা অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া হেতু উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে পারা যায়, তাহার কেলি ব্রোমেটাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে।

শারীরিক ক্রিয়ার বৈষম্য (ataxy)—কেলি ব্রোমেটামে শারীরিক ক্রিয়ার বৈষম্যও (a sort of ataxia) দেখা দেয়। রোগী সামঞ্জস্য ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে না, হাটিতে হাটিতে টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। পায়ে এবং মেরুদণ্ডে অসাড় ও সুর সুর বোধ করে। রোগের প্রথমাবস্থায় এই প্রকার লক্ষণের সহিত অত্যধিক কাম ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু যতই রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে লিঙ্গোদ্রেক ততই রহিত হইয়া আইসে রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদোষ হইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে বিষন্ন চিত্ততাও বৃদ্ধি পায়।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা (Brain fag)—যাহারা অত্যধিক পরিশ্রম করে এবং যাহাদিগকে সর্ব্বদা মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয়। তাহাদিগের মস্তিষ্ক দুর্ব্বলতায় কেলি ব্রোমেটাম উত্তম কার্য্য করে। অধিক পরিশ্রম হেতু মস্তক ঘূর্ণন, অসামঞ্জস্য ভাবে পদক্ষেপ (staggering gait) এবং মস্তিষ্কে অসাড়ভাব বোধ ইত্যাদি উপস্থিত হয়। কোন বিষয় পড়াশুনা কিংবা গভীর চিন্তা করিতে হইলেই মস্তিষ্কের পশ্চাদ্দেশে অসাড় বোধ এবং মনে একটা ভীষণ ভীতির ভাব সঞ্চার হয়, মনে হয় শীঘ্রই জ্ঞানশূন্য হইয়া যেন পড়িয়া যাইবে।

মৃগীরোগ—মৃগীরোগের খেচুনির সাময়িক উপশম দিতে কেলি ব্রোমেটাম এলোপ্যাথিক দিগের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু আমাদিগের হোমিওপ্যাথিতে উক্ত বিষয়ে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক দেখিতে পাইনা। ডাক্তার ফ্যারিংটন এই ঔষধ দ্বারা কখন কোন মৃগী রোগ আরোগ্য হইয়াছে তাহা বিশ্বাসই করেন না (I do not believe that it ever cured epilepsy—Dr. Farington)। তিনি বলেন ইহা রোগকে

আরোগ্য না করিয়া বরং চাপাইয়া দিয়া (suppress) উপরিউক্ত মানসিক এবং শারীরিক শক্তির ক্ষীণতা অধিক বৃদ্ধি করে। ডাক্তার হিউজও সেই কথাই সমর্থন করেন কিন্তু তিনি বলেন জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে এবং উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে উপকার না হইলে পটাসিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পটাসিয়াম ব্রোমাইডে রোগ আরোগ্য না হইলেও সাময়িক উপশম হইবে। ইহা রোগ এবং রোগীর অবস্থানুযায়ী ২৫ গ্রেন এবং তদূর্দ্ধ মাত্রা পর্য্যন্ত প্রতি ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেওয়া হয়।

মৃগীরোগের সমগুণ ঔষধ সমূহ

এমিল নাইট্রেট—মৃগীরোগের আক্রমন হইবার আশঙ্কা হইলে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট রুমালে কিংবা তুলায় ৮।১০ ফোঁটা দিয়া তাহা নাকের নিকট ধরিতে হয়। এই প্রকার আঘ্রানে রোগ অধিক প্রকাশ পাইতে পারে না, আরম্ভেই শেষ হইয়া যায়।

বেলেডোনা—রোগের তরুণ অবস্থায় এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য লক্ষণ অধিক হইলে এবং হৃষ্টপুষ্ট রক্ত প্রধান ধাতুযুক্ত রোগী হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মুখে ফেনা ওঠে।

বিউফো—যাহারা অত্যধিক হস্তমৈথুন করে কিংবা হস্তমৈথুনের পর মৃগী রোগ হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় রোগ বৃদ্ধি হয়।

কষ্টিকাম—তরুণ এবং সামান্য রোগে। দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়। আক্রমণ কালীন অসারে প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগ করে।

সাইকুটা ভিরোসা—ইহার আক্রমণ ভীষণ, সমুদায় শরীরময় যেন খেচুনি হইতে থাকে। শরীর বক্র হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলী স্ফীত হইয়া আক্রমণ এবং কম্পন আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিক্কাও বর্ত্তমান থাকে।

সাইলিসিয়া—রাত্রিতে বিশেষভাবে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় অধিক হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আক্রমণের পূর্ব্বে বাম পার্শ্ব শীতল এবং বামপার্শ্বে আরম্ভ হয়।

বোবায় ধরা এবং স্বপ্নসঞ্চরণ (Night Mare and Somnambulism)—বোবায় ধরা এবং স্বপ্ন সঞ্চরণ রোগে কেলি ব্রোমেটামের প্রয়োগ দেখা যায় এবং উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ স্থলে কেলি ব্রোমেটাম ১x নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠাতেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ।

রোগের উপশম—শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে।

কোল সাইয়েনেটাম (Kali Cyanatum)

জিহ্বায় কর্কট রোগে (cancer) এবং ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহার উপকারিতা দেখা যায়।

কর্কট রোগ—জিহ্বায় কর্কট রোগ এবং ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষতের ধার শক্ত হয় এবং কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে।

স্নায়ু শূল—মস্তকের পার্শ্বের অস্থিতে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় এবং প্রত্যহ এক সময়ে হয়। অক্ষি কোটরে এবং নিম্নচুয়ালেও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে এবং অজ্ঞান হইয়া যায়।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—কাশি হেতু রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, শ্বাসপ্রশ্বাসদুর্ব্বল, লম্বা নিশ্বাস লইতে পারে না।

রোগের বৃদ্ধি—শেষ রাত্রি ৪টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—প্ল্যাটিনা, ষ্ট্যানাম, সিড্রন, মিজিরিয়াম, মিউরেটিক এসিড।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

কেলি ক্লোরিকাম (Kali Chloricum)

মুখক্ষত (Aphthae)—কেলিক্লোরিকামকে মুখক্ষতে মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদির পর ব্যবহার করা হয়। প্রচুর ক্ষতকারক লালাস্রাব হয়। মুখ বিবরের সমুদায় শ্লৈষ্মিকঝিল্লি লালবর্ণ এবং ঈষৎ স্ফীত হয় ও সমুদায় স্থানে ক্ষত হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাও ফুলিয়া উঠে।

পাকাশয়—কুক্ষি প্রদেশে এবং নাইকুণ্ডলে ভার ভার বোধ করে। পেট ফাঁপা থাকে এবং বমন ঈষৎ সবুজ কৃষ্ণবর্ণ।

উদরাময়—প্রচুর, সবুজ আভাযুক্ত মল।

প্রস্রাব—প্রস্রাব এলবিউমেন যুক্ত, স্বল্প। রক্ত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাব প্রচুর হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

কেলি হাউড্রিওডিকাম (Kali Hydriodicum)

ইহার আর একটি নাম কেলি আাইওড কিংবা আইওডাইড অফ পটাসিয়াম। ইহা ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ামের ন্যায় শরীরের উপরের টিস্যুতে কার্য্য করে না। বরং ইহা শরীরের নিম্নটিস্যু সমূহে ফাইব্রাসে বিশেষ ভাবে অস্থি আবরকে (Periosteum) এবং কনেকটিভ টিস্যুতে (connective tissue) অধিক কার্য্য করে। ইহা অবশেষে স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করে। কেলি আইওড আক্রান্ত স্থানে infiltration (শরীরের কোন বিধানের রন্ধ্রে তরল দ্রব্যের প্রবেশ) উৎপন্ন করে তদহেতু, আক্রান্ত স্থান তরল দ্রব্যের সমাবেশে স্ফীত হইয়া উঠে।

কেলিআইওড উপদংশ এবং পারদ ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এবং তদহেতু দোষে উত্তম এবং এক অব্যর্থ মহৌষধ। যে স্থলেই ইহাকে নির্ব্বাচন করিবে —উপদংশ এবং পারদের কোন দোষ আছে কিনা জানিতে প্রথমে চেষ্টা করিবে। ইহার উপরই কেলিআইওডের কার্য্য অধিকরূপ নির্ভর করে।

শিরঃপীড়া—ইহার শিরঃপীড়া occipitofrontalis পেশীতে অধিক হয়। মস্তকের খুলির ত্বকে চিব্লিসদৃশ অর্ব্বদ প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এই প্রকার অর্ব্বুদ বহুদিনের উপদংশ কিংবা পারদের দোষ হেতু অথবা বাত ধাতুগ্রস্থ হেতু সচরাচর প্রকাশ পায়।

চক্ষু রোগ—পারদের অপব্যবহার হেতু iritis অথবা উপতারৌষের কেলি আইওড একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। পারদের দোষ না থাকিলে কেলি আইওড বিশেষ কার্য্য করিবে না। Iritisএর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধই হইতেছে মার্কিউরিয়াস করসাইভাস। উপদংশ দোষহেতু choroid এবং iris উভয় আক্রান্ত হইলে আমরা সেইস্থলে কেলি আইওডাইডকে উচ্চ স্থান প্রদান করি।

সর্দ্দি এবং নাসিকা ক্ষত—যাহাদিগের মধ্যে পারদের দোষ রহিয়াছে তাহাদিগের সর্দ্দিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে—নাসিকা লাল এবং স্ফীত হয় এবং ক্ষতকারক তরল সর্দ্দি স্রাব হয়, চক্ষু হইতেও জল নিঃসৃত হইতে থাকে, টাটায়, যন্ত্রণা হয় এবং ফুলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে গলদেশেও বেদনা হয়। সামান্য ঠাণ্ডাতেই কেলি আইওডে এই প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। পারদ ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্দ্দি তরল ক্ষতকারক, নাসিকা হাঁজিয়া যায়। সর্দ্দি লাগিয়াই থাকে। স্রাব তরল কিংবা গাঢ় সবুজবর্ণ—স্ক্রফিউলাস কিংবা উপদংশ কিংবা পারদ অথবা এতদ সমুদায়ের সংযোগ হেতু এই প্রকার সর্দ্দি কিংবা নাসিকার দুর্গন্ধযুক্ত পচা ক্ষত প্রকাশ পাইলে কেলি আইওডকে প্রাধান্য দিবে। সময় সময় নাসারন্ধ্রের অস্থি পর্য্যন্ত ছিদ্র হইয়া যায়।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ায় যখন Hepatization অবস্থা আরম্ভ হইয়া তরল পদার্থের সমাবেশ হইতে থাকিলে কেলি আইওডকে সর্ব্বপ্রধান

ঔষধ জানিবে। এই প্রকার অবস্থায় ব্রাওনিয়া, ফসফরাস, কিংবা সালফারের লক্ষণ না থাকিলে কেলি আইওডকেই প্রাধান্য দিবে। Hepatization অত্যন্ত অধিক হইয়া মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য অবস্থায় পরিণত হয় এবং এমন কি রক্তাধিক্যজনিত মস্তিষ্কে রসোৎপাদন ও (effusion) উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় আমরা নিম্ন লক্ষণ সমূহের প্রকাশ দেখিতে পাই—মুখমণ্ডল লালবর্ণ প্রাপ্ত হয়, চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয়, রোগী তন্দ্রাযুক্ত হয় অর্থাৎ অবস্থা দেখিলে বেলেডোনার একটি চিত্র বলিয়া মনে হয় অথচ বেলেডোনা এইরূপ স্থলে কোন কার্য্যকারী হয় না—এবং রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কট অবস্থায় পরিণত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর হয় এবং চক্ষুর তারা আলোতে প্রতিক্রিয়া শূন্য হয়। যদিও বেলেডোনার লক্ষণ প্রকাশ থাকে, কিন্তু এই স্থলে ইহা জানিতে হইবে, এইরূপ রক্তাধিক্য এবং রসোৎপাদন অবস্থা উভয় ফুস্‌ফুস্ শক্ত নিরেট হওয়ায় রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া ফুস্‌ফুস্ হইতে না হইতে পারায় শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রগুলি রক্তাধিক্য অবস্থায় পরিণত হয়, কাজে কাজেই বেলেডোনাকে এখানে মুখ্য ঔষধ বলিতে পারি না এতদকারণবশতঃই বেলেডোনা এইরূপ অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ নয়।

নিউমোনিয়ার কেলি আইওড যে একটি উৎকৃষ্ট হইবে, সে বিষয় আমার লিখিত আইওডিন পড়িলেই অনেকটা জানিতে পারিবেন।

থাইসিস—থাইসিসেও কেলিআইওডকে অনেকে উত্তম ঔষধ বলেন—প্রচুর ফেনা ফেনা গয়ের, অত্যন্ত নৈশ ঘর্ম্ম এবং প্রাতঃকালে তরল দাস্ত হয়। কাশি এত ভীষণ হয় যেন সমুদায় শরীর ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। পটাস জাতীয় সমুদায় ঔষধে রোগ শেষ রাত্রি ২টা হইতে ৫টায় বৃদ্ধি হয়, ইহা স্মরণ রাখিবে। অত্যন্ত সর্দ্দিজনিত অনেক দিন স্থায়ী কাশির পর কিংবা নিউমোমিয়ার পর রোগী কাশি সর্দ্দি হইতে আরোগ্য হইতে না পারিয়া ক্ষয়কাশে পরিণত হয় এবং যন্ত্রণা পৃষ্ঠদেশের স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে ফুটিয়া বাহির হয়। (যন্ত্রণা বাম বক্ষঃস্থলের নিম্ন হইতে পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া বাহির হয়—কেলি কার্ব্ব)। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতে থাকে।

ইয়ার্ব্বা স্যান্টা (Yerba Santa)—শ্লেষ্মার সমাবেশ অধিক থাকে এবং শ্লেষ্মাপ্রধান থাইসিসে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া এবং ষ্ট্যানাম—এই দুইটি ঔষধের সহিতও কেলি আইওডের সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ইহাদিগেরও গয়ের অত্যন্ত প্রচুর এবং গাঢ় হয় কিন্তু স্যাঙ্গুনেরিয়ায় গয়ের এবং শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এমন কি রোগী নিজেও ইহা টের পায়। ষ্ট্যানামের গয়েরের স্বাদ মিষ্ট এবং কেলি-আইওডের স্বাদ লোণতা। এতদ্ব্যতীত কেলিআইওড এবং ষ্ট্যানামের গয়ের প্রায়ই গাঢ় ও সবুজ বর্ণ, স্যাঙ্গুইনেরিয়ার গয়ের সবুজ নয়। কেলি আইওডের গয়ের ফেনা ফেনা কিংবা সাবানের ফেনার ন্যায় বুজবুজে কিন্তু গাঢ় সবুজ লোণতা গয়েরই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃৎপিণ্ডে ভীষণ চাপ চাপ বোধ হয় মনে হয় কেহ যেন চাপিয়া ধরিয়াছে, রোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজে ফেলিতে পারে না। রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (ল্যাকেসিস, কেলিবাই, গ্র্যাফাইটিস, ল্যাকটুকা)। এতদ্ব্যতীত বাতজনিত পুনঃ পুনঃ Eudocarditis এবং Pericarditisএ কেলি আইওড নির্ব্বাচিত হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, সঞ্চালনে এবং বিশেষভাবে হাটাহাটিতে বৃদ্ধি হয়।

কটিবাত—কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় কটিদেশ জাঁতায় চাপিয়া পিষিয়া ফেলিতেছে। রোগী হাটিতে কষ্ট বোধ করে, এই প্রকার উপসর্গ উপদংশের কারণ হইতে হইলেই উত্তম কার্য্য করে।

বাত—হাটুর বাতে কেলি আইওডাইডকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। হাটু ফুলিয়া উঠে, টিস্থ infiltration হইবার সম্ভাবনা হয় অথচ টিপিলে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি (fluctuation) দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রদাহযুক্ত স্থানের চারিপার্শ্বের চর্ম্মে ছোপ ছোপ দাগ প্রকাশ পায় এবং যন্ত্রণা যেন কিছু গর্ত্ত করিয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। অস্থিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, অস্থি আবরক বিশেষতঃ টিবিয়া পুরু হইয়া যায়।

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica)—কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়। পারদ কিংবা উপদংশ দোষ হেতু হইলেই কেলি আইওড অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

উপদংশ—উপদংশের প্রথমাবস্থায় কেলি আইওড নির্ব্বাচিত হয় না, ইহা বরং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। Gummata অর্থাৎ অস্থি বেষ্টার্ব্বুদে কেলি আইওডকে একমাত্র ঔষধ বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উপদংশের তৃতীয় অবস্থায় বিশেষতঃ Rupia stageএ ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উপদংশে নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষত হইয়া দুর্গন্ধ পুঁজ স্রাব হয় ও ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়। গ্রন্থিসমুদায় ফুলিয়া উঠে এবং শক্ত হয়, গাত্রময় অসমতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ (noduls) প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আইওডিন, মার্কিউরিয়াস, মিজিরিয়াম।

ডাইলিউসন—শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় ৬× শক্তি, বাত, উপদংশ পীড়ায় ৩x, ৩০, ২০০ শক্তি।

বিষঘ্ন ঔষধ (Antedote)—কেলি আইওডের বিষঘ্ন ঔষধ হইতেছে হেপার সালফার।

রোগের বৃদ্ধি—উষ্ণ বস্ত্রে, উষ্ণ ঘরে, রাত্রিতে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে, চলাফেরায়, খোলা মুক্ত বায়ুতে।

কেলি নাইট্রিকম (Kali Nitricum)

হাঁপানিতে প্রায়ই ব্যবহার হয়। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত হাঁপানিতেও প্রয়োগ হয়। হঠাৎ সমুদায় শরীরময় শোথ প্রকাশ পাইলে সেইরূপ স্থলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়; পাকাশয় প্রদাহে এবং পুঁয়জ মূত্রপিণ্ড শূলেও (suppurative nephritis) কেলি নাইট্রিকম ব্যবহার হয়।

হাঁপানি—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, সূচী-ভেদবৎ যন্ত্রণা এবং বক্ষঃস্থলে জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসকষ্ট এত অধিক হয়

যে পিপাসায় জল পান করিতে শ্বাসপ্রশ্বাস অধিকক্ষণ বন্ধ রাখিতে পারে না। বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত মনে হয়, বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ প্রাতঃকালে অধিক হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়, রক্ত কৃষ্ণবর্ণ। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। কেবল ঋতুস্রাবকালীন ডিম্বাশয়ে জ্বলন হয়। (পরে হয়—জিঙ্কাম।)

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে।

রোগের উপশম—অল্প অল্প জল পানে।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি।

কেলি ফস (Kali Phos)

কেলি ফসের যাহা কিছু কার্য্য তৎসমুদায়ই স্নায়ুর উপর অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে স্নায়ুর টনিক (Nerve tonic) বলা হয়। স্নায়ু দৌর্ব্বল্য ঘটিত পীড়ায়, তদহেতু মানসিক এবং শারীরিক অবসাদে, শরীরের ক্ষয়ে, নিদ্রাশূন্যতায়, স্মরণশক্তিহীনতায় ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

মানসিক লক্ষণ—উদ্বিগ্ন, স্নায়বীক, সামান্য বিষয়েই ভীত হয়, অলসতা। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, সহজেই চম্‌কাইয়া উঠে, সামান্য কাজকে একটি গুরুতর কাজ বলিয়া মনে হয়, হতাশ, বিমর্ষ। কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। হিষ্টিরিয়া, বিষাদোন্মত্ততা।

শিরঃপীড়া—মস্তিষ্ক রক্তশূন্যতা। সামান্য পরিশ্রমে মস্তকে কষ্ট হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া হয়, উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলে, উপরদিকে

তাকাইলে শিরঃঘূর্ণন হয়। মস্তক শূন্য শূন্য বোধ হয় যেন কিছুই নাই, খালি হইয়া গিয়াছে। শিরঃপীড়া সামান্য সঞ্চালনে ঈষৎ উপশম হয়।

পক্ষাঘাত—যে কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারের পক্ষাঘাতের ডাঃ সুসলারের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দৃষ্টি—দৃষ্টি দুর্ব্বল হয়, চক্ষুর পাতা বুজিয়া থাকে।

কর্ণ—কর্ণে গুন গুন এবং ভন ভন শব্দ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত।

উদরাময়—মল দুর্গন্ধ এবং পচা গন্ধ, ভয় পাইয়া মলত্যাগ করিয়া ফেলে।

স্বপ্নদোষ—রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয়, লিঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল। সঙ্গম-ক্রিয়ার পর ভীষণ দুর্ব্বলতা।

ঋতুস্রাব—অত্যন্ত বিলম্বে এবং অত্যন্ত স্বল্প হয়। রক্ত ফেকাসে।

প্রস্রাব—অত্যন্ত পীতবর্ণ কমলালেবুর ন্যায়।

কলেরা—পেট ফাঁপিয়া উঠে, চাল ধোয়া জলের ন্যায় প্রচুর দাস্ত হয়।

আমাশয়—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মল (pure blood), দুর্গন্ধ এবং যন্ত্রণাযুক্ত।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় বাইওকেমিকের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন যন্ত্রেই (organ) হউক, দুর্ব্বলতা, আলো এবং গোলমালে স্পর্শাধিক্যতা এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি থাকিলে কেলি ফস উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে সঞ্চালনে উপশম হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ১২ চূর্ণ। কোন কোন স্থলে ২০০ শক্তিও নির্ব্বাচিত হয়।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল দ্রব্য আহারে, অতি প্রাতঃকালে।

রোগের উপশম—উত্তাপে।

কেলি পারমাঙ্গেনিকাম
(Kali Parmanganicum)

নাসিকা, গলা, কণ্ঠনালী ইত্যাদি স্থানে অত্যন্ত ইরিটেশন হয়। ডিফ্থিরিয়া, গলক্ষত, সর্পদংশন, দুর্গন্ধ স্রাব, পুরাতন প্রমেহ, ক্ষত অর্থাৎ দূষিত এবং দুর্গন্ধ হইবার আশঙ্কাজনক ক্ষতে ইহার বাহ্যিক ব্যবহারে উত্তম কার্য্য করে। এক ড্রাম কেলি পারমাঙ্গেনিকাম একসের পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক ব্যবহার করিবে এবং ২x শক্তি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

কেলি সালফিউরিকাম
(Kali Sulphuricum)

ইহা ডাঃ সুস্লারের একটি বাইওকেমিক ঔষধ। ইহা প্রদাহের শেষ অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, পুঁজ ইত্যাদি স্রাবই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক। যে কোন স্থান হইতেই এই প্রকার স্রাব হউক কেলি সালফকে চিন্তা করিবে। নাসিকা, ফুসফুস, চক্ষু, কর্ণ হইতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হইলে কিংবা প্রমেহ, ক্ষত, ফোঁড়া, নালী, ভগন্দর ইত্যাদি স্থান হইতে পীতবর্ণ পুঁজ স্রাব হইলে কেলি সালফকেই জানিবে তাহার প্রধান ঔষধ। ইহার পুঁজ স্রাব অত্যন্ত অধিক হয়, গাঢ় পীতবর্ণ ব্যতীত জলের মত তরল, দুর্গন্ধযুক্ত, হড়হড়ে স্রাবও হয়। স্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। ব্রোঙ্কাইটিস, হাঁপানি, কাশি, সর্দ্দি ইত্যাদির গয়েরও পীতবর্ণ হয়। এই প্রকার পীতবর্ণ স্রাব পালসেটিলাতেও রহিয়াছে কিন্তু কেলিসালফকে chronic বলা হয় অর্থাৎ পালসেটিলায় উপকার না হইলে কেলিসালফ প্রয়োগ করিবে।

ডাইলিউসন—৩×, ৬×, চূর্ণ ৩০, ২০০।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় সময়, উত্তপ্ত ঘরে।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডা খোলা বাতাসে

কেলিসাইট্রিকাম

ইহার একমাত্র ব্যবহার Brights diseaseএ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ আউন্স জলে ১ গ্রেন মাত্রা সেবনীয়।

কেওলিন (Kaolin)

ক্রুপ এবং ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। নাসিকা জ্বালা করে এবং চুলকায়। পীতবর্ণ স্রাব হয় নাসিকা সাঁটিয়া ধরে।

বক্ষঃস্থলে টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং টাটানি যন্ত্রণা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—চূর্ণ ৩x, ৬x।

কুশো (Kousso)

ইহা একটি মহৎ কৃমি নাশক ঔষধ। বমন, বমনোদ্বেগ, শিরঃঘূর্ণন, নাড়ীর দুর্ব্বলতা এবং শারীরিক অবসাদ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। কৃমি রোগেই ইহার একমাত্র প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ল্যাক্টিক এসিড (Lactic Acid)

ইঁহার প্রয়োগ প্রাতঃকালীন বমন, বহুমূত্র এবং বাতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থলের উপসর্গেও ব্যবহার হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—জিহ্বা শুষ্ক, সম্পূর্ণ রসশূন্য। জলতৃষ্ণা থাকে এবং ভীষণ ক্ষুধা সকল সময় খাই খাই করে। মুখে ক্ষত প্রকাশ পায়, প্রচুর লালাস্রাব হয় এবং মুখে জল উঠে। জ্বলনযুক্ত উষ্ণ গ্যাস পাকস্থলী হইতে উত্থিত হইয়া গলদেশে বিস্তারিত হয়, চট্‌চটে শ্লেষ্মা স্রাব হয়, স্রাব মুখ হইতে ছাড়ে না। ধূমপানে বৃদ্ধি হয়।

প্রাতঃকালীন বমন—রক্তশূন্য ফ্যাকাসে স্ত্রীলোকের প্রাতঃকালীন বমনে উপযুক্ত। বমন আহারে উপশম হয়।

ঘর্ম্ম—পদদ্বয়ে প্রচুর ঘর্ম হয় কিন্তু কোন প্রকার গন্ধ হয় না।

বক্ষঃস্থল—বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, বগলের গ্রন্থি বিবৃদ্ধি সহ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা হস্তে বিস্তারিত হয়।

বাত—সন্ধিস্থলে, স্কন্ধদেশে, মণিবন্ধে এবং হাঁটুতে বাত প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। হাঁটাহাঁটির সময় সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে।

বহুমূত্র—ল্যাক্টিক এসিডের ব্যবহার বহুমূত্রে অধিক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃষ্ণা, অতি ক্ষুধা, প্রচুর শর্করাযুক্ত প্রস্রাবের সহিত যদি সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ল্যাক্টিক এসিড প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রম অধিক প্রয়োগ হয়, কিন্তু আমি আমার উচ্চশক্তি প্রয়োগে উত্তম ফল পাইয়াছি—উচ্চশক্তি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হয় না।

ল্যাকনান্‌টিস (Lachnantes)

আড়ষ্ট গ্রীবা, (torticollis), বাত এবং ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে ইহার ব্যবহার দেখা যায়—এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থলের তরুণ রোগেও—ইহা থাইসিসে নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে যন্ত্রণা চুয়ালে বিস্তারিত হয়। মস্তক বৃহৎ বলিয়া বোধ হয় এবং সামান্য সঞ্চালনেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

থাইসিস—থাইসিসের প্রথম অবস্থায়। হৃৎপিণ্ডের চারি পার্শ্ব অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, যেন উষ্ণজল ফুটিতেছে। সকল সময় কাশি, কাশির বিরাম নাই নৈশ ঘর্ম্ম এবং শুষ্কতা। স্কন্ধদেশের scapular মধ্যস্থল শীত শীত বোধ। কাশি অত্যন্ত অধিক থাকিলে ল্যাকনান্‌টিস্‌কে চিন্তা করিবে।

গ্রীবাপ্রদেশ এক পার্শ্বে টানিয়া খোঁচয়া থাকে এবং গ্রীবাদেশে বাত প্রকাশ পায়। এই প্রকার যন্ত্রণা হয় যে, মনে হয় আক্রান্ত স্থানের অস্থি চ্যুত হইয়া গিয়াছে।

জ্বর—গাত্র ত্বক বরফবৎ শীতল, মুখমণ্ডল পীতাভ এবং ঘর্ম্ম প্রমুখীন।

ডাইলিউসন—থাইসিসে মূল অরিষ্ট, প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ২।৩ ফোঁটা করিয়া সেবনীয়। তৎপর প্রতি সপ্তাহে ৬x শক্তি ২.৩ বার দিবে। গ্রীবা আড়ষ্টতায় ৬x, ৬, ৩০।

ল্যাক্‌টুকা ভিরোসা (Lactuca Virosa)

এই ঔষধই প্রধানতঃ মস্তিষ্ক এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত বক্ষঃরুদক, শোথ এবং ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদিতেও প্রয়োগ হয়। ইহাকে প্রধান স্তন্যনিঃসারক (galactagogue) ঔষধ বলা হয়।

বক্ষঃরুদক—বক্ষঃস্থলে জলের সমাবেশ বশতঃ রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করে। সকল সময় আক্ষেপিক্ কাশি হইতে থাকে এবং কাশিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে শুইয়া থাকিতে পারে না, শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে হয়।

স্তনদুগ্ধ—স্ত্রীলোকদিগের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার বৃদ্ধি করে (increases milk in breast).

নিদ্রা—রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩x।

ল্যামিয়াম এলবাম (Lamium album)

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রে ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় মস্তক সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুলিতে থাকে (with backward and forward motion of the head).

শ্বেতপ্রদর এবং ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে হয় এবং স্রাব স্বল্প হয়।

অর্শ—অর্শে রক্তস্রাব হয় এবং মল অত্যন্ত শক্ত, যে অর্শে হারিস বাহির হইয়া আইসে সেইরূপ স্থলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন—৬x।

লেমনা মাইনর (Lemna Minor)

ইহা একটি সর্দ্দির ঔষধ, নাসাবন্ধেই ইহার বিশেষ কার্য্য প্রকাশ পায়। নাসিকার বহুপাদ অর্থাৎ অর্ব্বুদে (polypi) ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নাসিকার আঘ্রাণ দুর্গন্ধ হয় এবং কোন জিনিষের গন্ধ পায় না। মামড়ি এবং

প্রচুর পূঁজবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। নাসারন্ধ্র হইতে কর্ণে পর্য্যন্ত দড়ি দিয়া টানিয়া ধরা যন্ত্রণা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—উদরাময় হইবার প্রবণতা থাকে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানে মুখের স্বাদ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। গলদেশ এবং কণ্ঠনালী শুষ্ক বোধ করে।

লেমনার যাবতীয় উপসর্গ—স্যাঁৎসেতে, বর্ষা ঋতুতে বিশেষতঃ অধিক বৃষ্টিতে বৃদ্ধি হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ডালকামারা, ক্যালকেরিয়া, টিউক্রিয়াম, নেট্রাম সালফ।

ডাইলিউসন—৬x, ৬, ৩০।

ল্যাট্রোডেক্‌টাস ম্যাক্‌ট্যানস
(Latrodectus Mactans)

এই ঔষধটিতে হৃৎপিণ্ড স্নায়ুশূলের (angina pectoris) সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ থাকে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ হৃদগ্র প্রদেশে (praecordial region) যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। মনে করে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হৃদগ্রে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা বগল এবং বাহু ও হস্তেতে, এমনকি অঙ্গুলিতেও বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণায় অঙ্গুলি সমূহ অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুত। বাম হস্তে যন্ত্রণা হইয়া পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গাত্রত্বক পাথরের ন্যায় শীতল হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ল্যাট্রোডেক্টাস হাসেল্‌টি
(Latrodectus Hasselti)

রক্ত দূষিতের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ রক্তদূষিত হইলে তাহার বহু দিবস ব্যাপি উপসর্গে—ইহাকে চিন্তা করা উচিত। বিষাক্ত রক্ত (pyaemia) জনিত ভীষণ যন্ত্রণায় ল্যাট্রোডেকটাস হাসেলটি প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। ক্ষতের চারিপার্শ্বে অত্যন্ত স্ফীত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত সহ পেশী শুষ্ক হইয়া আইসে। পক্ষাঘাত অবস্থা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা এবং টাটানি হয়। শিরঃঘূর্ণনে সম্মুখে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। স্মরণশক্তি হ্রাস হয় এবং সকল সময় কর্ণে গুণ্ গুণ্ ভন্ ভন্ শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

লিয়াট্রিস স্পাইকেটা (Liatris Spicata)

যকৃত প্লীহা এবং মূত্রপিণ্ডের রোগ বশতঃ শোথে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র অবরোধ লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রপিণ্ড রোগ বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন শোথ দেখা দেয়। এতদসহ পশ্চাদ্দেশে ভীষণ যন্ত্রণা সহ উদরাময় বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম মূলঅরিষ্ট।

লিনারিয়া ভাল্‌গারিস
(Linaria Vulgaris)

মূর্চ্ছা—রোগী হঠাৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। মরার মত পড়িয়া থাকে, অথচ বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ কারণ প্রকাশ থাকে না। হৃৎপিণ্ড হইতেই এই

প্রকার অবস্থা হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। যেমন হঠাৎ মূর্চ্ছা হয় তেমনি আবার অতি সত্বর মূর্চ্ছা ভাব কাটিয়া যায় এবং রোগী সুস্থ বোধ করে।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ—মূত্রাশয়েও ইহার কার্য্য দেখা যায়। রোগী অসাড়ে মূত্র ত্যাগ করে এবং মূত্রত্যাগকালীন যন্ত্রণা হয় এবং বেগ দিতে হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

লিথিয়াম কার্ব্বনিকাম
(Lithium Carbonicum)

লিথিয়াম কার্ব্ব যদিও একটী বৃহৎ ঔষধ নয় কিন্তু ইহার প্রয়োগ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রুভিংএ সন্ধিস্থলের বাত লক্ষণ সহ দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রায়ই অধিক প্রকাশ থাকে। লিথিয়াম কার্ব্বকে সন্ধিস্থলের বাতে বিশেষরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাত এবং গেটে বাতের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী এবং মূত্রাশয় ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়।

শ্লৈষ্মিকঝিল্লিও অস্ত্রবিস্তর ইহাতে আক্রান্ত হয় প্রথমতঃ অস্বাভাবিকরূপ শুষ্ক হয়, তৎপর ঘন শ্লেষ্মা প্রকাশ পায়।

ইরাইথেমা (Erythema) এবং চর্ম্মরোগ (এক প্রকার চর্ম্ম-রোগ, ইহাতে গাত্রত্বক লাল আভাযুক্ত হয়। কোন প্রকার স্ফীতি কিংবা জ্বর থাকে না)। ইরাইথেমায় লিথিয়াম কার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়। গাত্রত্বক অত্যন্ত চুলকায়। লিথিয়াম কার্ব্ব ইরাইথেমা সচরাচর সন্ধিস্থলেই অধিক হয় এবং রোগীকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তোলে। একটী কথা এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার ইরাইথিমার সহিত বাত বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত মুখমণ্ডলে এক প্রকার পীড়কা প্রকাশ পায় তাহা দেখিতে অনেকটা Barbers' itch সদৃশ হয়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া মস্তকের তালুতে এবং পার্শ্বে হয়, নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয়, চক্ষুতেও যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না। মস্তকের তালুর শিরঃপীড়া এবং চক্ষুর টাটানি ঋতু স্রাব বন্ধ হইলে অধিক প্রকাশ পায়। মস্তকের বাম পার্শ্ব হইতে যন্ত্রণা বাম পার্শ্বের চক্ষু কোঠরে বিস্তারিত হয়। আহার কালীন যন্ত্রণা উপশম হয় কিন্তু তৎপর বৃদ্ধি হয়।

চক্ষুর দৃষ্টি এবং চক্ষুর রোগ—কোন দ্রব্যের দক্ষিণ পার্শ্বের অর্দ্ধেক দেখিতে পায় না। ইহার চক্ষুর লক্ষণ সমূহ অনেকটা এলিউমিনার ন্যায়, অক্ষিপুটের নিম্নপ্রদেশ এবং অক্ষিগোলক ভীষণ শুষ্ক হয় এবং রোগী পড়িতে পারে না। চক্ষুতে যন্ত্রণা বোধ করে।

কাশি—গলদেশের কোন স্থান হইতে কাশি উদ্রেক হইলে লিথিয়াম কার্ব্ব প্রয়োগে শীঘ্র উপশম হয়।

প্রস্রাব—লিথিয়ামে মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব ঘোলা এবং ফেনাযুক্ত। যন্ত্রণা উভয় মূত্র পথ দিয়া কোষ রজ্জুতে কিংবা অণ্ডকোষে বিস্তারিত হয়। প্রস্রাব এইরূপ অবস্থায় লালবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব স্বল্প এবং বিলম্বে হয়। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ঋতুস্রাবের অনিয়মতার সহিত যাহা কিছু উপসর্গ প্রকাশ হয় তদসমুদায়ই বামপার্শ্বে প্রকাশ হয়।

বাত—বাতে লিথিয়াম কার্ব্বের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বাত সচরাচর হাঁটু, পায়ের গোড়ালি এবং অঙ্গুলির সন্ধিস্থলে অধিক প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্থান স্ফীত, লালবর্ণ এবং স্পর্শাধিক্য হয়। সমুদায় শরীর টাটানি এবং আড়ষ্ট বোধ করে যেন কেহ প্রহার করিয়াছে এবং সমুদায় শরীর যেন ফুলিয়া ভারি হইয়া গিয়াছে। পেশীর আড়ষ্টতা বশতঃ রোগী ভাল হাটিতে পারে না। হস্তের এবং পদদ্বয়ের পার্শ্বে ভীষণ চুলকায় অথচ চুলকানির কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না—হৃৎপিণ্ড বাতে আক্রান্ত হয় (ক্যালমিয়া)

হৃৎপিণ্ডের রোগ—রোগী শরীর অবনত করিলে হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে। মূত্র ত্যাগ কালীন কিংবা মাসিক ঋতু স্রাবের সময়ে

হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত মানসিক উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন হয় (নেট্রাম মিউর, সিপিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)। লিথিয়াম কার্ব্বের হৃৎপিণ্ডের এতদ লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত মূল্যবান জানিবে এবং এতদসহ যদি বাতের লক্ষণ—ক্ষুদ্র সন্ধিস্থল সমূহ স্ফীত স্পর্শাধিক্য এবং প্রদাহযুক্ত হয় তাহা হইলে লিথিয়াম কার্ব্বকে উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। মূত্র ত্যাগে বক্ষঃস্থলের বাতের যন্ত্রণা হ্রাস হয়।

প্রস্রাব—প্রস্রাবে প্রচুর শ্লেষ্মা, ইউরিক এসিড কিংবা পুঁজের তলানি পড়ে। লিথিয়াম কার্ব্বের প্রস্রাব একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—লিথিয়াম ল্যাক্টিকাম স্কন্ধদেশের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের বাতে নির্ব্বাচিত হয়। সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম হয়, বিশ্রামে বৃদ্ধি হয়। **লিথিয়াম বেঞ্জোয়িকাম**—কটি দেশের গভীর স্থানে যন্ত্রণা হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, দক্ষিণ পার্শ্বে।

রোগের উপশম—হাটাহাটিতে।

লোবেলিয়া পারপিউরাসেন্স
(Lobelia Purpurasens)

জীবনী শক্তির এবং স্নায়ুমণ্ডলের ভীষণ দুর্ব্বলতা। শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের পক্ষাঘাত। ইনফ্লুয়েঞ্জায় স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদে লোবেলিয়া পারপিউরাসেন্সের ব্যবহার দেখা যায়।

মস্তক এবং মানসিক লক্ষণ অবসাদপূর্ণ। শিরঃপীড়ার সহিত বমনেচ্ছা এবং বমন বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা বিশেষভাবে চক্ষুর ভ্রূতে অধিক হয়। চক্ষু জোরে লাগিয়া থাকে, খুলিতে পারে না।

রোগী মনে করে হৃৎপিণ্ড এবং ফুস্‌ফুস পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রোগীর নিকট যেন জয়ঢাক বাজিতেছে এইপ্রকার গুম গুম শব্দ মনে হয়।

ডাইলিউসন—৩০ শক্তি।

লোবেলিয়া সিফিলিটিকা
(Lobelia Syphilitica)

বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নে, যন্ত্রণা প্রকাশ পায় (has pain under not below) এবং যন্ত্রণা scapular ভিতরের পার্শ্বে হয় (inner border) যন্ত্রণা ক্রন্দনে বৃদ্ধি হয়।

ল্যাপিস এলবাস (Lapis albus)

ল্যাপিস এলবাস কর্কট রোগে বিশেষতঃ জরায়ুর কর্কটে অত্যন্ত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। জরায়ুর কর্কট রোগেই ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখিতে পাই। ডাক্তার ভনগ্রাভোল এই ঔষধটির উপকারিতা সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত করেন, তিনিই ইহাকে ঔষধে পরিণত করিয়াছেন। জরায়ু অর্ব্বুদ এবং জরায়ু কর্কট-রোগে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রক্তস্রাবও বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবনা। অর্ব্বুদ এবং গ্রন্থি ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা, সিস্‌টাস, কার্ব্বএনামেলিস ইত্যাদির ন্যায় প্রস্তরবৎ কঠিন হয় না, বরং অনেকটা রবারের ন্যায় কোমল হয়।

কর্কট রোগ—ল্যাপিস স্ক্রফিউলাস রোগীদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কাজে কাজেই গলগণ্ড এবং গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ইহাকে

উচ্চস্থান দেওয়া হয়। গলগণ্ড ও গ্রন্থি কর্কট রোগ অবস্থায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে ল্যাপিসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য—পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থিসমূহ প্রস্তরবৎ শক্ত না হইয়া বরং ঈষৎ কোমল থাকে।

ইহার দ্বারা বহু জরায়ুর কর্কট রোগ আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ন্যাস একবার একটি রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহার সমুদায় নিম্নোদর জরায়ু অর্ব্বুদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, নিম্নোদরে কোন স্থান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহারে কোন প্রকার উপকার না হইয়া বরং ক্রমশঃই রোগ বৃদ্ধি পাইতেছিল। রক্তস্রাবও বর্ত্তমান ছিল, ৪ মাস যাবৎ প্রচুর রক্তস্রাব হইতেছিল, রক্তস্রাব ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হইতে লাগিল, অবশেষে রোগী ভীষণ জালা-যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল। আর্সেনিক প্রয়োগে কিছুই উপশম না হওয়ায়, ডাক্তার ন্যাস তাহাকে ল্যাপিস এলবাস ৩০ শক্তি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

ডাক্তার হিউজ একজন লোকের গণ্ডদেশের কর্কটরোগে ল্যাপিস এলবাস ৬x চূর্ণ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করেন—গণ্ডদেশ ক্ষতে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল।

ল্যাথিরাস (Lathyrus)

নিম্নাঙ্গে অর্থাৎ হস্তপদের পক্ষাঘাত সহ অসাড়তা এবং এই পক্ষাঘাত ও অসাড়তা বোধ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। চক্ষু বুজিয়া দাঁড়াইতে পারে না। মস্তক ঘুড়াইতে থাকে। অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপেও ল্যাথিরাস উত্তম কার্য্য করে, এতদ্ব্যতীত বেরি-বেরি (Beri-beri), শিশুদিগের পক্ষাঘাত ইত্যাদিতেও ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এপিডেমিক (Epidemic) ইনফ্লুয়েঞ্জা, শরীর শীর্ণতা এবং কোন প্রকার দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং তাহা শীঘ্র সুস্থ অবস্থায় না আসিলে—ল্যাথিরাস প্রয়োগে আশু উপকার হয়।

পক্ষাঘাত—রোগী হাটিতে কিংবা দাঁড়াইতে পারে না পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে এবং পদদ্বয় অত্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া আইসে। উপবেশন অবস্থায় পদদ্বয় বিস্তারিত কিংবা পায়ের উপর পা রাখিতে পারে না। বাত সংক্রান্ত পক্ষাঘাত। নিতম্বদেশের পেশী এবং পদদ্বয় শুষ্ক হইতে থাকে। গুল্‌ফ এবং হাঁটুর সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং বেদনাযুক্ত হয়, রোগী হাটিতে কষ্ট বোধ করে, গোড়ালি মেজেতে ফেলিতে পারে না। পদদ্বয়ের ডিমিও অত্যন্ত টান হইয়া থাকে। রোগী সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া উপবেশন করে। কষ্টের সহিত সোজা হয়।

প্রস্রাব—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের বেগ আটকাইতে পারে না। শীঘ্র যদি প্রস্রাব ত্যাগ করিতে না যায় তাহা হইলে অসারে হইয়া যায়।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি।

লেসিথিন (Lecithin)

পরিপোষণ ক্রিয়ার উপর বিশেষতঃ রক্তের উপর লেসিথিনের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেকাজেই রক্তশূন্যতা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে এবং নিদ্রাহীনতায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ফস্‌ফেটের নিঃসরণ অতি শীঘ্র হ্রাস করিয়া দেয়। পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে, মানসিক দুর্ব্বলতায় এবং ধ্বজভঙ্গে ইহা উত্তম কার্য্য করে। টিউবারকিউলোসিস রোগে লেসিথিন প্রয়োগে অতি শীঘ্র পরিপোষণ ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করিয়া ভগ্ন শরীরকে সুস্থ করিয়া তোলে।

পরিপাক ক্রিয়া—ক্ষুধা থাকে না, জলতৃষ্ণা বোধ করে, পাকস্থলীতে টাটানি যন্ত্রণা অনুভব করে এবং যন্ত্রণা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

প্রস্রাব—অল্প এবং ফস্‌ফেটযুক্ত, সুগার কিংবা এলবিউমেন যুক্ত।

ধ্বজভঙ্গ—লিঙ্গের উত্থান শক্তি থাকে না কিংবা দুর্ব্বল হইয়া যায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ফস্ফরাস।

ডাইলিউসন—মূল ঔষধ দেড় গ্রেণ হইতে দুই গ্রেণ এবং ১২, ৩০ শক্তি।

লোলিয়াম টিমিউলেনটাম
(Lolium temulentum)

কটি স্নায়ুশূল এবং পক্ষাঘাতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী ভালরূপে হাঁটিতে পারে না, সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে। নিম্নাঙ্গের যেন কোন ক্ষমতা নাই। পায়ের ডিমিতে ভীষণ যন্ত্রণা হয় যেন দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছে। হস্ত এবং পদের গতি যেন আক্ষেপযুক্ত, লিখিতে পারে না, জলপান করিবার গ্লাস ধরিতে পারে না। পক্ষাঘাতে হস্ত কাঁপিতে থাকে।

ডাইলিউসন—৬x, ৬, ৩০।

লুপুলুস হুমুলুস্ (Lupulus Humulus)

লম্পট প্রকৃতির কার্য্যে রাত্রি জাগরণের পর শিরঃঘূর্ণন, বমনেচ্ছা, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়—এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের ন্যাবা রোগেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পুংজননেন্দ্রিয়—লিঙ্গোচ্ছ্বাস যন্ত্রণাযুক্ত। হস্তমৈথুনের পর এবং লিঙ্গের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত রেতঃপাত হয়।

চর্ম্মরোগ—মুখমণ্ডলে স্কার্লেটিনার ন্যায় পীড়কা প্রকাশ পায়। পোকা যেন গাত্রের উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে, এই প্রকার বোধ হয়।

ডাইলিউসন—৬x শক্তি। (স্বপ্নদোষে লুপুলিস ১x চূর্ণ উত্তম কার্য্য করে)।

লাইকোপাস ভার্জিনিকাম
(Lycopus Virginicum)

ইহা হৃৎপিণ্ডের একটি মহৎ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে রক্তের চাপ (blood pressure) হ্রাস প্রাপ্ত হয়; হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক করে এবং হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনকে (contraction) নিয়মাধীনে আনয়ন করে।

লাইকোপাস হৃৎপিণ্ডের অল্পবিস্তর যন্ত্রণাসহ স্পন্দনে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃদগ্রপ্রদেশে যন্ত্রণা হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, অনিয়ম, ইণ্টারমিটেণ্ট। স্নায়বীক উত্তেজনা বশতঃ হৃৎস্পন্দন এবং তদসহ হৃৎপিণ্ডের চারিপার্শ্বে চাপ চাপ বোধ। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা সরিয়া বেড়ায়, একস্থানে থাকে না।

শ্বাসপ্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং কাশির সহিত রক্ত উঠে।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখে শিরঃপীড়া হয়, অনেক সময় শিরঃপীড়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের কষ্ট হয়।

প্রস্রাব—জলের ন্যায় পরিষ্কার প্রচুর প্রস্রাব হয় বিশেষতঃ যখন হৃৎপিণ্ডের কষ্ট বর্ত্তমান থাকে তখন প্রস্রাব অধিক হয়। প্রস্রাব হওয়া সত্ত্বেও মূত্রাশয় যেন মূত্রে ফুলিয়া আছে মনে হয়। ডায়েবেটিসেও লাইকোপাস প্রয়োগ হয়। অণ্ডকোষে যন্ত্রণা হয়।

অর্শ—মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয় এবং অর্শ রোগও থাকে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা

(Magnaolia Grandiflora)

বাত এবং হৃৎপিণ্ডের উপসর্গ ইহাতে বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে। প্লীহা এবং হৃৎপিণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে যন্ত্রণা হয়। রোগী ক্লান্ত এবং আড়ষ্ট।

হৃৎপিণ্ড—দ্রুত হাঁটাহাঁটিতে কিংবা বাম পার্শ্বে শয়নে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। হৃৎপিণ্ডে খিলধরা যন্ত্রণা হয়। হৃৎপিণ্ড শূল যন্ত্রণাও প্রকাশ পায়। মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। মনে হয় হৃৎপিণ্ডের গতি যেন বন্ধ হইয়া যাইবে। হৃৎপিণ্ডের চারিধারে যন্ত্রণা হয় এবং তদসহ পদদ্বয় চুলকাইতে থাকে।

বাত—আড়ষ্ট এবং ভীষণ কন্‌কনানি যন্ত্রণা হয়, সন্ধিস্থলে অধিক হয় এবং যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। পদদ্বয় চুলকায়। বামহস্ত অসাড় বোধ হয়। কণ্ঠাস্থিতে (clavicle) বাত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—রাস, ডালকামারা, বেল, ইলাপ্‌স।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, বামপার্শ্বে শয়নে, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানে।

রোগের উপশম—শুষ্ক ঋতুতে, সঞ্চালনে।

ম্যালেরিয়া অফিসিনালিস

(Malaria officinalis)

ইহা দূষিত পচা জলাভূমিতে জন্মান গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাকে Vegetable Pyrogen বলা হয়। ইহা একটি হোমিওপ্যাথিকে

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর হেতু শরীর বিকৃতি চিকিৎসার মহৎ ঔষধ।

ইহার বিশেষ কার্য্য বাতরোগে দেখিতে পাওয়া যায়, যত্তপি বাতরোগের পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইয়াছিল কিংবা ম্যালেরিয়া জ্বর অবরুদ্ধ করা হইয়াছে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ স্থলে ম্যালেরিয়া অফিলিনালিস উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—সাধারণতঃ ইহা ১x ব্যবহার হয়।

ম্যালান্‌ড্রিনাম (Malandrinum)

ইহা বসন্ত রোগের প্রতিশেধক বলিয়া বিশেষ পরিচিত, এতদ্ বিষয়ে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে এবং টিকা দেওয়ার দরুণ রোগে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় (থুজা, সাইলিসিয়া), এতদ্ব্যতীত কর্কট রোগের দরুণ দোষ অপসারণেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

উর্দ্ধ ওষ্ঠে মামড়ী (scab) পড়ে, ছিঁড়িয়া ফেলিলে ভীষণ হুলবীদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। শীত ঋতুতে এবং হস্ত প্রক্ষালনে—শুষ্ক মামড়িযুক্ত চুলকানি এবং হস্ত ও পদের বিদারণ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ শক্তি

ম্যান্‌সিনেল্লা (Mancinella)

ইহার চর্ম্মরোগ একটি বিশেষ লক্ষণ। চর্ম্মরোগের সহিত চট্‌চটে রসস্রাব প্রচুর জলবটীবৎ ফোস্কা প্রকাশ পায়।

মানসিক লক্ষণ—বিষাদযুক্ত, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারো সহিত কোন কথা বলে না। কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ চিন্তা-শূন্য হইয়া পড়ে। লাজুক, উন্মাদ হইয়া যাইবে বলিয়া ভয় পায়।

পোড়া নারাঙ্গা—বড় বড় ফোস্কা উঠে যেন গাত্রে উষ্ণজল পড়িয়া হইয়াছে। কটাবর্ণ মামড়ি এবং ফোস্কাযুক্ত পোড়া নারাঙ্গায় ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিসর্প রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

গলক্ষত—কোন জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে পারে না, গলদেশ এবং অন্ননালী যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্রোটন, জেট্রোফা, ক্যান্থারিস, এনাকর্ডিয়াম।

ম্যাঙ্গানাম এসেটিকাম

(Manganum Aceticum)

রক্তাল্পতা, ন্যাবা, পক্ষাঘাত, বাত ইত্যাদি রোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অস্থি এবং সন্ধিস্থলের প্রদাহ, হাঁপানি ইত্যাদিতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

রক্তশূন্যতা—ইহার রক্তশূন্যতা অনেকটা ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় কিন্তু ইহার স্নায়বীক লক্ষণ সমূহ অনেকটা কুপ্রাম, আর্জেণ্টাম এবং জিঙ্কামের ন্যায়।

কাশি এবং স্বরভঙ্গ—কাশি জোরে চেঁচাইয়া পড়িতে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত কণ্ঠনালীতে শুষ্কতা এবং যন্ত্রণা বোধ করে। কাশি সাধারণতঃ শয়নে উপশম হয়।

তরুণ অপেক্ষা পুরাতন স্বরভঙ্গে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং যতই শ্লেষ্মা তুলিতে পারে ততই গলার স্বর পরিষ্কার হইয়া আইসে, কিন্তু শ্লেষ্মা সহজে উঠে না। ঠাণ্ডা লাগিলেই ব্রোঙ্কাইটিস প্রকাশ পায়। (ডালকামারা)

বাত এবং পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রণা—পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রণায় ম্যাঙ্গানাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু ইহা বাত ধাতুগ্রস্থ লোকে উত্তম কার্য্য করে। রোগী গোড়ালি মাটিতে ভর দিতে পারে না।

পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রণায় আমরা ফাইটোলেক্কা, সাইক্লেমেন, ম্যাঙ্গানাম, লিডাম এবং কষ্টিকামের প্রয়োগও দেখিতে পাই।

বাতে যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় কিন্তু ম্যাঙ্গানামের সরিয়া বেড়ানর মধ্যেও বিশেষত্ব আছে—যন্ত্রণা এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে সরিয়া বেড়ায় (shifts crosswise)।

সরিয়া বেড়ান যন্ত্রনায় পালসেটিলা, কেলিবাইক্রমিকাম, ল্যাক-ক্যানাইনাম, এবং ম্যাঙ্গানাম এই কয়েকটী ঔষধই হইতেছে প্রধান।

বাতে আক্রান্ত স্থান লাল স্ফীত হয়। পদদ্বয়ের ত্বকে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

শীর্ণতা এবং পক্ষাঘাত—ম্যাঙ্গানাম জিঙ্কামের ন্যায় ক্রমশঃ শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, রোগী ভালরূপ হাটিতে পারে না, পদদ্বয় চলে না, টলিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে।

রোগের উপশম—শয়নে (কাশি)।

মেনিআন্থিস ট্রাইফোলিয়েটা
(Menyanthes Trifoliata)

ইহা অধিক প্রচলিত ঔষধ নয়। ইহার যাহা কিছু প্রয়োগ—জ্বরে এবং শিরঃপীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্বর—সিন্‌কোনা এবং কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মেনি-আন্থিসের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে শৈত্যাধিক্য। ইহাতে শীতলতা লক্ষণ অত্যন্ত বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগী নিম্নোদরে শীতভাব অধিক অনুভব করে, ইহা ব্যতীত পা হইতে হাটু পর্য্যন্ত এত অধিক শীতল থাকে যে, মনে হয় উক্ত অংশ শীতল জলে ডুবান ছিল। (গুল্‌ফ সন্ধি পর্য্যন্ত শীতল—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, সিপিয়া)। হস্ত এবং পদ বরফৎ শীতল, শরীরের অবশিষ্ট অংশ উষ্ণ থাকে। মেনি আন্থিসের জ্বরে শীত অবস্থাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। পিপাসা বিশেষ থাকে না।

উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম অবস্থা—মেনি আন্থিসে উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম অবস্থা বিশেষ লক্ষণ নয়।

জিহ্বা—মাংস খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়।

ডাক্তার ডানহাম বলেন—অনিয়ম প্রকৃতি জ্বরে যখন শীতলতাই হইতেছে প্রধান লক্ষণ এবং যখন শীতলতা সম্পূর্ণ শরীরে প্রকাশ না পাইয়া—হস্তে, পদে এবং হস্তপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে, নাসিকাগ্রে প্রকাশ পায়—তখন মেনি আন্থিস উত্তম কার্য্য করে। "It is a very efficient remedy in irregular intermittent fever when paroxysm consists chiefly of cold which is incompletely developed, the hands or ends of fingers, and the toes or feet, and the end of nose, becoming very cold."
—Carrol Dunham.

শিরঃপীড়া—মস্তকে উচু হইতে নিচুতে চাপ দিতেছে এইরূপ বোধ। হস্ত দ্বারা জোরে চাপদিলে শিরঃপীড়া উপশম হয়। উপরে উঠিতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়ার সহিত প্রায়ই হস্ত এবং পদের শীতলতা থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ শক্তির ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই।

রোগের বৃদ্ধি—বিশ্রামে, উপরে উঠিতে।

রোগের উপশম—মস্তকের তালুতে চাপদিলে, সঞ্চালনে।

মেডুসা (Medusa)

ইহা আমবাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার সহিত অনেকটা আর্টিকা ইউরেন্সের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত স্তনের দুগ্ধ গ্রন্থিতেও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া রহিয়াছে, ইহাতে সহজে স্তনে দুগ্ধ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০, ২০০।

মেল-কাম-সেল (Mel-cum-sale)

ইহা ডাক্তার জিনের আবিষ্কার, মধু এবং লবনের সংযোগে প্রস্তুত। ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর। জরায়ুগ্রীবার প্রদাহ এবং জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধির (sub-involution) সহিত জরায়ুভ্রংশে, পুরাতন জরায়ুপ্রদাহে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহা নির্ব্বাচনের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ হইতেছে নিম্নোদরের অর্থাৎ বস্তিপ্রদেশের এক পার্শ্ব হইতে আর এক

পার্শ্ব পর্য্যন্ত যন্ত্রণা এবং টাটানি। এই লক্ষণটি জরায়ুচ্যুতির এবং জরায়ু প্রদাহের সূচনার একটী পরিচয়। (The special symptom leading to selection is a feeling of soreness accross the hypogastrium from ileum to ileum.)

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

মেন্থা পাইপেরিটা (Mentha piperita)

ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে—শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র এবং চর্ম্মের উপর।

কাশি—গলদেশ শুষ্ক এবং বেদনাযুক্ত মনে হয় যেন পিন আটকাইয়া আছে। কাশি শুষ্ক, কণ্ঠনালীতে বায়ুর স্পর্শ লাগিলে এবং তামাকের ধুঁয়াতে কাশির উদ্রেক হয়। গলদেশ স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা বোধ করে। এইপ্রকার কাশির লক্ষণ অনেকটা রিউমেক্সেও দেখিতে পাওয়া যায়।

চুলকানি—চুলকাইলেই ক্ষত হইয়া যায় এতদ্ব্যতীত যোনিকুণ্ডয়ানেও ব্যবহার হয়।

ডাইলিউসন—৩০।

সমগুণ ঔষধসমূহ--রিউমেক্স।

মিফাইটিস (Mephitis)

মিফাইটিস হুপিং কাশির একটি বৃহৎ ঔষধ। ইহার কার্য্য নিম্নক্রমে (১x, ২x, ৩x) অধিক প্রকাশ পায়। ইহার দ্বারা উপকার পাইতে হইলে নিম্নক্রম প্রয়োগ করিবে (In order to insure its full success, it should be given in the lower dilutions from 1x to 3x)। কাশি

এত ভীষণ হয় মনে হয় এক একটি কাশির আক্রমণে রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে। শিশুকে সোজা করিয়া উঠাইয়া ধরিতে হয়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়, নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধপ্রদেশে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ শ্রুত হয়। রোগী বরফবৎ শীতলজলে স্নান করিতে ইচ্ছা করে।

হুপিং কাশি—মিফাইটিসের হুপিং কাশিতে শ্লেষ্মা অধিক থাকে না। আক্ষেপ (spasm) অধিক প্রবল থাকে। কাশি রাত্রিতে এবং শয়নের পর বৃদ্ধি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, রোগী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে। খাদ্যদ্রব্য অন্ন নালীতে নাগিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যায় অর্থাৎ বিষম লাগে। মিফাইটিসের হুপিং কাশি অনেকটা ড্রসেরা এবং কোরেলাম রুবরামের ন্যায়।

হাঁপানি—মাতালদিগের হাঁপানিতে মিফাইটিসের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ক্ষয়কাশকগ্রস্থ রোগীদিগের হাপানি ড্রসেরায় উপকার না হইলে মিফাইটিসের বিষয় চিন্তা করিবে। ক্ষয়কাশগ্রস্থ রোগীদিগের হাঁপানিতে রিউমেক্স এবং ষ্টিকটা এই তুইটি ঔষধও নির্ব্বাচিত হয়। একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখিবে মিফাইটিসরোগী হাঁপানিতে ভুগিতে থাকিলেও বরফবৎ শীতল জলে হস্তপদ ধৌত করিতে অধিকপছন্দ করে এবং ঠাণ্ডা অধিক সহ্য করিতে পারে। রিউমেক্সের কাশি রাত্রি ২টার বৃদ্ধি হয়—আর ষ্টিক্টার কাশির সহিত বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—মিফাইটিসের কার্য্য অত্যন্ত স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। নিম্নক্রম ৩x, ৬x, অধিক উপকারী।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ড্রসেরা, কোরেলাম, ষ্টিক্টা।

মার্কিউরিয়াস ডালসিস

(Mercurius Dulcis)

কর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত প্রদাহে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে এবং কাজে কাজেই এতদহেতু বধিরতায়ও উত্তম কার্য্য করে। উদরাময়ে মলদ্বারে যন্ত্রণা হয়। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ফ্যাকাসে, থলথলে এবং ফোলা ফোলা। পৈত্তিক রেমিটেণ্ট জ্বরে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

কর্ণরোগ—কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, কর্ণবিবরের শ্রবনেন্দ্রিয়ের নল অবরুদ্ধ হয়. কর্ণপটহ পুরু এবং মোটা হইয়া যায়—এবং স্থান চ্যুৎ হয়। কর্ণে পরিষ্কার শুনিতে পায় না, বধিরতা প্রকাশ পায়।

মুখ বিবর—শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দাঁতের মাড়িতে ক্ষত এবং প্রদাহ হয়। সর্বদা দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ লালাস্রাব লাগিয়া থাকে। গলদেশে ক্ষত হয় এবং তদহেতু গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ করে।

আমাশয়—মলত্যাগ পুনঃ পুনঃ হয় এবং পরিমাণে অল্প হয়। সকল সময় মলত্যাগের ইচ্ছা লাগিয়া থাকে কিন্তু কোঁথানি অধিক থাকে না। মল ঘোর সবুজবর্ণ, জলবৎ তরল কিংবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

গ্রন্থিপ্রদাহ এবং স্ফীত—মার্ক ডালসিস্ সচরাচর স্ক্রফিউলাস রোগীদিগেতে অধিক কার্য্য করে এবং রোগীর চেহারাই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ—রক্তশূন্য ফ্যাকাসে থলথলে এবং ফোলা ফোলা ও তদসহিত প্রায়ই গ্রীবাদেশের এবং অন্যান্য স্থানের গ্রন্থি স্ফীতি থাকে।

ডাইলিউশন—৩x, ৬x চূর্ণ। মলত্যাগ করাইতে ইহার ১x চূর্ণ ক্রমের ২।৩ গ্রেণ প্রতি ঘণ্টায় পুনঃ পুনঃ সেবন করাইতে হয় কিন্তু এই প্রকার প্রথা হোমিওপ্যাথিকে অনুমোদনীয় নহে।

মেথিলিন ব্লু (Methylene Blue)

স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রয়োগে টাইফয়েডের পেট ফাঁপা হ্রাস করে। এতদ্ব্যতীত প্রলাপ, জ্বর, পুঁজ হইতে রোগ সংক্রমন (pus infection), তাণ্ডব রোগপ্রবণতা, কম্পন, মৃগী রোগ ইত্যাদিতেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে। প্রস্রাব সবুজ বর্ণ হয়।

ডাইলিউসন—৩x চূর্ণ।

মোমোরডিকা বালসামিনা (Momordica Balsamina)

পশ্চাতে এবং নিম্নোদরে শূলযন্ত্রণা হয় এবং এতদসহ প্রচুর ঋতুস্রাব এবং যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে এতদ্ব্যতীত উদরে বায়ুর সমাবেশ হয়।

ঋতুস্রাব—যন্ত্রণাযুক্ত প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং যন্ত্রণা ভীষণ হয়, রক্ত ঝলকে ঝলকে রোগের সহিত নির্গত হয়।

পেটফাঁপা—মোমোরডিকা বালসামিনার ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ—লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় উদরে বায়ুর সমাবেশ হয়। পুরাতন রোগ চিকিৎসায় এই প্রকার বায়ু সমাবেশের লক্ষণ যদি প্রকাশ পাইতে থাকে সেইরূপ স্থলে মোমোরডিকা বালসামিনা মধ্যে মধ্যে ২।১ বার প্রয়োগ করিলে উক্ত প্রকার পেটফাঁপা দূরীভূত হইয়া যায় অথচ পুরাতন রোগ চিকিৎসার ঔষধের কার্য্যের কোন প্রকার ক্ষতি করে না। মোমোরডিকায় এই সুযোগ আমরা পাইয়া থাকি।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

মিচেল্লা (Mitchella)

জরায়ুর রক্তাধিক্যতা সহ মূত্রাশয়ের লক্ষণে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই।

মূত্রযন্ত্র এবং জরায়ু—মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে যন্ত্রণা উৎপাদন করিয়া প্রস্রাবের বেগ আনায়ন করে। জরায়ু গ্রীবা গভীর লালবর্ণ এবং স্ফীত হয়। এতদ্ব্যতীত যোনি উষ্ণ বোধ করে এবং চুলকায় (হাইড্রো-কোটাইল)। ইহাতে প্রস্রাবের কষ্টও থাকে।

জরায়ু রক্তস্রাব—জরায়ু রক্তাধিক্যতা সহ প্রচুর উজ্জ্বল রক্তস্রাব হয়। ইহাতে রক্ত স্রাবের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চিমাফিলা, সিনিসিও, উভা, জেরেনিয়াম, গসিপিয়া।

মর্ফিনাম (Morphinum)

মর্ফিয়ার প্রয়োগ আমাদিগের মধ্যে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। মর্ফিয়া আফিংএর উপক্ষার (alkaloid)। ইহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যন্ত্রণায় hypnotic ঔষধরূপে অত্যন্ত অধিক ব্যবহার করেন।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত অবসাদ, খিটখিটে, হিষ্টিরিকেল। ভীত হইয়া মানসিক চঞ্চলতা, স্বপ্নবৎ অবস্থা।

শিরঃঘূর্ণন—মস্তকের সামান্য সঞ্চালনেই শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়।

চক্ষু—চক্ষু চুলকায়। চক্ষু বুজিলে অবাস্তব বস্তু দর্শন করে। চক্ষুর পেশীর পক্ষাঘাত।

কর্ণরোগ—রোগী শরীরের রক্ত সঞ্চালনের শব্দ যেন শুনিতে পাইতেছে, এইরূপ শ্রবণ করে।

নাসিকা—নাসিকাগ্র চুলকায় এবং সুড় সুড় করে।

মুখবিবর—অত্যন্ত শুষ্ক। জিহ্বা, শুষ্ক, কটাবর্ণ। জল পিপাসা থাকে। মাংসে অরুচি।

পরিপাকক্রিয়া—ভীষণ বমনেচ্ছা। সর্ব্বদা কাঠবমি। সবুজ তরল পদার্থ বমন। উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলেই বমন এবং বমনেচ্ছা। পেট ফাঁপিয়া উঠে এবং পেটে যন্ত্রণা হয়। পেটফাঁপা মফিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ।

উদরাময়—উদরাময় জলবৎ তরল, কটাবর্ণ কিংবা কাল, ভীষণ কোঁথানি থাকে।

মূত্রযন্ত্র—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয়, প্রস্রাব করিতে কষ্ট বোধ করে। প্রস্রাব ধীরে ধীরে হয়। তরুন কিংবা পুরাতন মূত্রবিকার।

ধ্বজভঙ্গ—লিঙ্গের উত্থান শক্তি থাকে না—এবং দক্ষিণ কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হয়।

শ্বাসযন্ত্র—নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর (diaphragm) পক্ষাঘাত।

কাশি—শুষ্ক, বিরক্তজনক, শ্লেষ্মা চট্ চটে্ স্বল্প অধিক উঠে না।

যন্ত্রণা—যন্ত্রণা ভীষণ স্পর্শাধিক্য। যন্ত্রণায় আকুঞ্চন এবং কম্পন প্রকাশ পায়। ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—বাম চক্ষুর উপর, দক্ষিণ পার্শ্বের পাঁজরায় অধিক হয়। সমুদয়শরীরময় অল্প বিস্তর বেদনা হয়। শয্যা অত্যন্ত শক্ত বলিয়া বোধ হয়। উত্তাপে উপশম হয়, নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয়।

নিদ্রা—সকল সময় তন্দ্রাযুক্ত।

কর্কট রোগে (cancer)—কর্কট রোগের যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। যন্ত্রণা ভীষণ হয়, এত ভীষণ হয় যে কনভালসন হইবার উপক্রম

হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চণ এবং ঝাঁকুনি হইতে থাকে। ইহাতে রোগ যদিও আরোগ্য না হয় কিন্তু যন্ত্রণার উপশম করে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদিগের মর্ফিয়া ইনজেকসন লওয়া অভ্যাস আছে তাহাদিগের স্নায়ু যন্ত্রণায় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়—সেইরূপ স্থলে মর্ফিনাম প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ শক্তি।

মাইগেল লেসিওডোরা
(Mygale Lasiodora)

তাণ্ডব রোগই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ এবং জননেন্দ্রিয়েও ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার হেউয়ার্ড ইহা ঔষধে পরিণত করেন।

মানসিক লক্ষণ—ব্যবসা সম্বন্ধে সকল সময় প্রলাপ বকে, মৃত্যুভয়, সকল বিষয়ে হতাশ, সমুদায় রাত্রি অস্থির।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—ইহাতে মুখমণ্ডলের পেশীই অধিক আক্রান্ত হয়—মুখমণ্ডলের পেশীর ভীষণ রূপ সর্ব্বদা আকুঞ্চন হইতে থাকে। মুখ এবং চক্ষু অত্যন্ত দ্রুতরূপে খুলিতে এবং বন্ধ করিতে থাকে। জিহ্বা শুষ্ক চট্‌চটে, কষ্টের সহিত বহির্গত করে। মস্তক একপার্শ্বে, অধিকাংশ সময় দক্ষিণ পার্শ্বেই ঝাঁকাইতে থাকে এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ হস্ত এবং পদেরও ঝাঁকুনি (jerking) হইতে থাকে। পেশীর উপর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। মস্তকে হস্ত উত্তোলন করিতে হইলে মস্তক ভীষণরূপে পশ্চাতে ঝাঁকাইয়া পড়ে। কথা বলিতে চেষ্টায় কথা যেন ছিট্‌কাইয়া নির্গত হয়। মুখেও হস্ত দিতে পারে না। হস্ত তুলিতে তুলিতে মাঝখানে আটকাইয়া যায়। রোগী

ভালরূপে হাটিতে পারে না, সমুদায় শরীর সঞ্চালিত হইতে থাকে। রোগী পদদ্বয় ছেঁচড়াইয়া ছেঁচড়াইয়া চলে।

লিঙ্গোদ্রেক—ভীষণ লিঙ্গোদ্রেক হয়, লিঙ্গোদ্রেকে লিঙ্গ সোজা না হইয়া ধনুকের মত বক্র হইয়া যায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—নিম্ন এবং উচ্চক্রম উভয়ই।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এগারিকাস, টেরেণ্টুলা, জিঞ্জিয়া

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে।

রোগের উপশম—নিদ্রাবস্থায়।

মাইরিকা (Myrica).

মাইরিকার প্রাধন কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপর, ন্যাবা হইতেছে ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

ন্যাবা—যকৃতপ্রদেশে অল্প অল্প যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। শিরঃপীড়াও হয় এবং শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়। চক্ষু এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ অপরিষ্কার পীতবর্ণ হয়। রোগী দুর্ব্বল এবং তন্দ্রাযুক্ত এবং হস্তপদে বেদনা অনুভব করে। নাড়ীর গতি দুর্ব্বল, মলের বর্ণ ছাইয়ের ন্যায়, মূত্র স্বল্প, পীতাভ এবং ফেনাযুক্ত। ক্ষুধা থাকে না, অম্ল দ্রব্য খাইতে আকাঙ্ক্ষা। চক্ষুর পাতা অস্বাভাবিকরূপ লাল হয়, জিহ্বা পীত লেপাবৃত।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চেলিডোনিয়াম, লেপটেণ্ড্রা, কর্ণুস।

মার্টাস কম্মিউনিস

(Myrtus Communis)

থাইসিস—থাইসিসের প্রারম্ভে; বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

বাম বক্ষঃস্থলের পার্শ্বের উপরে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হইয়া ভিতরে ভিতরে স্কন্ধদেশের পার্শ্বে ফুটিয়া বাহির হয় (stitching pain in left breast, running through to shoulder-blade.—Theridion, Pix Liquida). কাশি শুষ্ক, ফাঁপা, বক্ষঃস্থলে সুড় সুড় করে। প্রাতঃকালেই অধিক হয়।

ডাইলিউসন—৬x.

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্টাস চেক্যান—পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মা পীতাভ ঘন।

মুলেন অয়েল (Mullein Oil).

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কুসিং ইহাকে ঔষধে পরিণত করেন, যদিও ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা কর্ণের রোগে ব্যবহার হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ কর্ণে ফোঁটা ফোঁটা প্রয়োগ করিয়া বহু কর্ণের বধিরতা আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও ইহা আমাদের দৈনন্দিন চিকিৎসায় নিরীক্ষণ করিতেছি। ডাক্তার হাফটন বলেন শ্লেষ্মাজনিত কর্ণ প্রদাহে ইহার বিশেষ কোন কার্য্য পাওয়া যায় না, ইহা বিশেষতঃ কর্ণ প্রদাহে, ফোঁড়ার পর অস্থিস্খলনে, কর্ণ পটহের পুরাতন রোগ হেতু পুঁজোৎপাদনে, কর্ণপটহ ছিদ্র হইয়া অপরিষ্কার সমাবেশে উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন পুঁজযুক্ত কর্ণরোগে এবং বধিরতায় ইহা একটি

উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের কর্ণের যন্ত্রণায় কয়েক ফোঁটা মুলেন অয়েল তুলায় করিয়া কর্ণে দিলে আশু উপকার হয়।

মূত্রাশয় প্রদাহ—পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

মিউরেক্স (Murex).

ইহার সম্পূর্ণ নাম মিউরেকস পারপিউরিয়া (Murex purpurea) ইহার ব্যবহার একমাত্র স্ত্রীজননেন্দ্রিয়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী বিষাদ এবং বিষণ্ণভাবাপন্ন, চিন্তিত এবং ভীত। রজোনিবৃত্তিকালের উপসর্গে ইহা অধিক উপযুক্ত (ল্যাকেসিস, সিপিয়া, সালফার)।

পাকাশয়—পাকাশয় খালিখালি বোধ যেন কিছুই নাই (সিপিয়া)। ক্ষুধার্ত্ত হয় এবং আহার করা চাই।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ু প্রদেশে টাটানি যন্ত্রণাবোধ করে, জরায়ুর বর্ত্তমানতার পরিষ্কার বোধ (distinct sensatiou of a womb). রোগী নড়াচড়া করিলে ইহা অধিক বোধ করে এবং অধিক টাটায় এবং যন্ত্রণা হয় (লাইসিন)। যোনিদেশ হইতে নিম্নোদরের যন্ত্র সমূহ বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ হেতু রোগীকে পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। সিপিয়াতেও এইরূপ লক্ষণ অনেকটা আছে কিন্তু সিপিয়াতে সহবাস ইচ্ছা থাকে না আর মিউরেক্সে সহবাস ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সামান্য কাপড়ের স্পর্শে পর্য্যন্ত ভীষণ সহবাস ইচ্ছার উত্তেজনা হয় (এত অধিক সহবাস ইচ্ছা হয় যে রোগীকে হস্তমৈথুন

করিতে বাধ্য করে—ওরিগেনাম, জিঙ্কাম)। মিউরেক্সের সঙ্গম ইচ্ছাকে কামোন্মাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব অনিয়ম, সময়ের পূর্ব্বে, প্রচুর, যন্ত্রণাযুক্ত এবং বড় বড় চাপযুক্ত।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি প্রয়োগ হইয়া থাকে, ২০০ শক্তিও ব্যবহার হয়। ইহার ডাইলিউসন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—প্ল্যাটি, লিলিয়াম, সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—সামান্য স্পর্শে।

মাইওসোটিস (Myosotis).

পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস এবং থাইসিসে ও নৈশঘর্ম্মে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

কাশি—কাশিতে প্রচুর পূঁজবৎ শ্লেষ্মা উঠে, কাশিবার সময় বমনোদ্রেক হয়। আহারকালীন কিংবা আহারের পর বৃদ্ধি হয়। বাম ফুসফুসের নিম্নে যন্ত্রণা হয়। রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে এবং নৈশ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ

কোপেইবা—ইহা পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসের একটি উত্তম ঔষধ। প্রচুর সবুজ কিংবা কটাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজবৎ গয়ের উঠে।

ইল্লিসিয়াম এনিসেটাম—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ কিংবা বাম পার্শ্বের তৃতীয় পাঁজরায় স্থানে যন্ত্রণা এবং পূঁজবৎ শ্লেষ্মা।

বালসাম পেরু—প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত থাইসিস, প্রচুর পুঁজবৎ শ্লেষ্মা গয়ের।

ইয়ারবা স্যান্টা—প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ বশতঃ হাঁপানি সদৃশ শ্বাস প্রশ্বাস।

ন্যাপথালিন (Naphthaline)

ন্যাপথালিনের ব্যবহার চক্ষুরোগে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহাব্যতীত রেটিনার (retina) উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে, রেটিনার বিচ্ছিন্নতা, infiltration, দৃষ্টির অপরিষ্কারে, রটিনার রসোৎপাদনে (exudation), কোমল ছানিতে (soft cataract) ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

সর্দ্দি—কেবল হাঁচি হয়। চক্ষু প্রদাহ হয়। মস্তকে যন্ত্রণা এবং উত্তপ্ত হয়।

হাঁপানি—হাঁপানি আক্ষেপযুক্ত। খোলা বাতাসে উপশম বোধ করে। বক্ষঃস্থলে এবং পাকস্থলীতে যন্ত্রণা বোধ করে। পেটের কাপড় শিথিল করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টও হয়।

হুপিং কাশি—এক এক সময় কাশি আসিলে অনেকক্ষণ থাকে, এমন কি নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না—

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

নেট্রাম ক্লোরেটাম
(Natrum Chloratum)

ইহা জরায়ু রোগে এবং কর্ণের পুরাতন শ্লেষ্মাযুক্ত রোগে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় হস্তই প্রাতঃকালে ফুলিয়া উঠে। রোগী দুর্ব্বল থলথলে পেশী যুক্ত।

জরায়ু—উপবেশন অবস্থায় মনে হয় জরায়ু ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে (ফেরাম আইওড), মনে হয় জরায়ুর মুখ একবার খুলিতেছে আবার বুজিয়া যাইতেছে। *ভীষণ জরায়ু রক্তস্রাব হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতপ্রদর এবং কটিদেশে যন্ত্রণাও থাকে। জরায়ু ভারী হওয়ায় bearing down অর্থাৎ জরায়ুর নিম্নাভিমুখী যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত জরায়ু ভ্রংশের সম্ভাবনাও হয়।* প্রত্যহ প্রাতঃকালে হস্ত স্ফীত বোধ হয়—এবং গুল্‌ফ সন্ধি ও হাঁটু অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে।

ডাইলিউসন—৩০,২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—অরাম মিউর নেট্রোনেটাম, ক্যালকেরিয়া, সিপিয়া।

নট্রাম ফস্‌ফরিকাম
(Natrum Phosphoricum)

ইহার আর একটি নাম ফস্‌ফেটঅফ সোডিয়াম (phosphate of sodium) ইহা ডাক্তার সুস্‌লারের অম্বলের একটি বৃহৎ ঔষধ। অম্বল উদ্গার, অম্বল স্বাদ, অম্বল বমন, ভেদ অর্থাৎ যাহা কিছু আহার করে সমুদয়ই অম্বলে পরিণত হয়। মুখ বিবরের টাকরা এবং জিহ্বা পীতবর্ণ লেপাবৃত হয়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী ভীত। রোগী রাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া মনে করে যে, গৃহের আসবাব চেয়ার ইত্যাদি মানুষের আকার ধারণ করিয়াছে এবং অন্য ঘরে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছে।

উদরাময়—মলত্যাগ করিতে অত্যন্ত কোঁথাইতে হয় এবং সর্ব্বদা মলত্যাগের চেষ্টা। মল টক্ গন্ধযুক্ত, পেটফাঁপা, উদ্গার ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—অম্বল, উদ্গার, অম্বল বমন, সবুজ উদরাময় পেট ফাঁপা। জিহ্বাগ্রে ফোস্কা হয় এবং জিহ্বা লেপাবৃত। মুখ বিবরের মূল'দেশের টাকরা পীতবর্ণ সরের ন্যায় লেপে আবৃত থাকে। সামান্য কিছু আহার করিলেই পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয়।

স্বপ্নদোষ—স্বপ্ন না দেখিয়াও রেতঃপাত হয়। কটিদেশে দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে।

কৃমি—কৃমিজনিত দুষ্ট ভীর্য্যক হইলে নেট্রাম প্রয়োগ হয়।

চক্ষু প্রদাহ—চক্ষু প্রদাহ হইয়া স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ সরের মত স্রাব হয়। চক্ষু প্রাতে জুড়িয়া যায়। চক্ষুর যে কোন রোগ হউক স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ স্রাব বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম ফসকে চিন্তা করিবে।

স্ত্রীজননেন্দ্রীয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে যে স্রাব হয় তাহাও পীতবর্ণ সরের ন্যায় এবং গন্ধ বিশিষ্ট। এতদহেতু স্ত্রীলোক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ১২x, ৩০, ২০০।

নেট্রাম নাইট্রিকাম
(Natrum Nitricum)

নাসিকা এবং অন্যান্য স্থান হইতে রক্তস্রাবে ইহাকে উত্তম ঔষধ বলা হয়। নাসিকা রক্তস্রাবে ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত রক্তোৎকাশে, রক্ত প্রস্রাবে, রক্তস্রাবযুক্ত বসন্ত রোগে ইহা ব্যবহার হয়। নিম্নোদোর কাঁপিয়া উঠে এবং নিম্নোদরের পেশী মেরুদণ্ডের সহিত টানিয়া থাকে এবং যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—২x শক্তি।

নেট্রাম স্যালিসিলিকাম
(Natrum Salicylicum)

মস্তক, কর্ণ, গলদেশ, মূত্রপিণ্ড এবং যকৃত ইত্যাদি নানাস্থানে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তস্রাবে বিশেষতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পর দুর্ব্বলতায় ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চক্ষু—রেটিনার রক্তস্রাবে, এলবিউমিনিউরিয়াযুক্ত রেটিনার প্রদাহে এবং তদসহিত রক্তস্রাবে ইহা অনেকস্থলে উত্তম কার্য্য করে।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃঘূর্ণন মস্তক উত্তোলনে বৃদ্ধি হয়। সমুদায় দ্রব্য দক্ষিণ পার্শ্বে নড়িয়া যাইতেছে বোধ হয়।

কর্ণরোগ—কর্ণমধ্যে মৃদু গুণ গুণ শব্দ হয়।

আমবাত—আমবাত লাল চাকা চাকা হয়, সুড় সুড় করে এবং চুলকায়।

ডাইলিউসন—৬x।

নিকোলাম (Niccolum)

ইহা নিকেল ধাতু পদার্থ। ইহার কার্য্য দৃষ্টি এবং পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা, বমনযুক্ত স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রোগেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে যন্ত্রণা হয়। মনে হয় যেন পেরেক বিদ্ধ করিতেছে। উত্তাপে এবং দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধি হয়। সমুদয় দ্রব্য অত্যন্ত বৃহৎ দেখা যায়। মস্তক সঞ্চালনে গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডের অস্থিতে খট্ খট্ যন্ত্রণা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—পেট খালি খালি বোধ হয় যেন কিছুই নাই, এবং কোন খাদ্য দ্রব্যের প্রতি ইচ্ছাও থাকে না। তরুণ পাকাশয় শূল যন্ত্রণায় স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। পিপাসা এবং প্রবল হিক্কা থাকে। দুগ্ধ পানে উদরাময় এবং কোথানি থাকে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব বিলম্বে এবং স্বল্প হয়, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং চক্ষুর জ্বলন থাকে।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর প্রচুর হয়, মূত্রত্যাগান্তে (ম্যাগনেসিয়া মিউর, প্লাটিনা) এবং ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি হয়।

কাশি—শুষ্ক, খক্‌খকে কাশি। কাশিতে বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা লাগে। উঠিয়া বসিয়া মস্তক ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কাশির সময় হস্তদ্বয় জানুদেশে রোগীকে নিশ্চই রাখিতে হইবে।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

রোগের বৃদ্ধি—প্রত্যেক ২ সপ্তাহে, বৎসরে, মধ্যাহ্নে।

রোগের উপশম—সন্ধ্যার সময়।

নিকোটিনাম (Nicotinum)

ইহা ট্যাবেকামের উগ্রবীর্য্য (alkaloid)। ইহার যাহা কিছু ব্যবহার কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে প্রচুর ভেদবমি কিংবা মস্তক রক্তাধিক্য না হইয়াই রোগী অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হয় অথচ হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয়ের হাঁটু হইতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল হয়। দেহ উষ্ণ এবং রোগী হৃৎপিণ্ড স্থানে কষ্ট বোধ করে। এতদ্ব্যতীত কপালের শীতলতাও নিকোটিনের একটি বিশেষ লক্ষণ। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে নিকোটিন পাক্ষাঘাত কলেরার একটি উপযুক্ত ঔষধ।

ইহাতে ভেদ, বমন, পিপাসা থাকে না। পদদ্বয় হাঁটু হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল। কপাল শীতল, হস্তদ্বয় শীতল কিন্তু শরীর উষ্ণ এবং নিম্ন শাখাঙ্গের পক্ষাঘাত, বক্ষঃস্থলে কষ্ট বোধ, মৃতবৎ মুখশ্রী, বমোনোদ্বেগ, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম, নাড়ী দূর্ব্বল ধীর, অথবা বিলুপ্ত ইত্যাদি লক্ষণে নিকোটিন উপযোগী। এইপ্রকার অবস্থা মূত্র বিকারজনিত হইলেও নিকোটিন প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিকোটিন শিশু কলেরায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ইহাব্যতীত মৃগীরোগের ন্যায় আক্ষেপ (spasm), বমনেচ্ছা, শীতল ঘর্ম্ম এবং অতি সত্বর হিমাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়, অক্ষিপুট এবং পেশীর সঙ্কোচন হয়। গ্রীবা এবং পৃষ্টদেশ আড়ষ্ট হয়, কণ্ঠ এবং ভুক্তনালীর আক্ষেপ হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

নাইট্রোমিউরিএটিক এসিড
(Nitro-Muriatic Acid)

Oxaluria রোগে ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। এতদ্ব্যতীত পরিপাক ক্রিয়ায়ও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

মূত্র—মূত্র ধোঁয়ার স্থায় ঘোলা অপরিষ্কার। মূত্রত্যাগকালীন মূত্রমার্গে জ্বালা করে। Oxaluria রোগে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

পরিপাকক্রিয়া—অম্ল স্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে, পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয়, আহারেও উপশম হয় না। লালাস্রাব হয়, রাত্রিতে ইহা অধিক হয়।

মুখক্ষত—দাঁতের মাড়ি হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়। লালাস্রাব হয়, মুখের ভিতরে এবং জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হয় এবং জিহ্বার স্বাদ ধাতু পদার্থের স্থায় বোধ হয়।

মাত্রা—৫ হইতে ১০ ফোঁটা জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

নুফার লুটিয়াম (Nuphar Luteum)

স্নায়বীক দুর্ব্বলতা এবং তদসহ জননেন্দ্রিয়ের লক্ষণে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগেও ইহাকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—কামইচ্ছা কিছুই থাকে না। লিঙ্গ শিথিল এবং আকারে ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ধ্বজভঙ্গ এবং মলমূত্র ত্যাগকালীন অনিচ্ছায় রেতঃস্খলন হয়। অণ্ডকোষে এবং লিঙ্গে যন্ত্রণা হয়।

উদরাময়—পীত বর্ণ উদরাময়। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং টাইফয়েড রোগে উদরাময়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—লিঙ্গের দুর্ব্বলতায়—এগনাস ক্যাষ্টাস, কেলিব্রোম, লাইকো, সিলিনিয়াম, যোহিমবিন। উদরাময়ে—চেলিডোনিয়াম, গ্যাম্বোজিয়া, সালফার।

নিম্ফিয়া ওডোরেটা—অতি প্রত্যুষে উদরাময় এবং কটিশূল (early morning diarrhoea, backache)

নাক্স জাগলেন্স (Nux Juglans)

ইহা দুগ্ধপীড়কার (crusta lactea) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা আরকৃটিয়াম লাপ্পা, গ্র্যাফাটিস ইত্যাদির সমকক্ষ ঔষধ। কর্ণে এবং কর্ণের পশ্চাতে মামড়িযুক্ত পীড়কা প্রকাশ পায়। মস্তক খুলির ত্বক লালবর্ণ হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়। বাহু এবং কক্ষদেশেও মামড়িযুক্ত ক্ষত (scab) হয়। নাক্স জগলেন্স মস্তকের ত্বকে এবং কর্ণের পশ্চাতের মামড়িযুক্ত ক্ষতের অর্থাৎ crusta lacteaর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। রাত্রিতে এত অধিক চুলকায় যে, রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

নিকট্যান্থিস আরবোর ট্রিসটিস (Nyctanthes Arbor-tristis)

পৈত্তিক এবং কঠিন রেমিটেণ্ট জ্বরে, কটিস্নায়ুশূলে, বাতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, ইহা ব্যতীত শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

জ্বর—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এবং সময়ে পিপাসা হয়। শীত অবস্থার অবসানে বমন হয় এবং উপশম বোধ করে।

পরিপাকক্রিয়া—পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ করে, শীতল প্রলেপে উপশম হয়। পিপাসা হয়, বমনে রোগী ভাল বোধ করে। প্রচুর পৈত্তিক উদরাময় এবং তদসহিত বমনেচ্ছা।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—শিশুদিগের কোষ্ঠ কাঠিন্যেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

নিম্ফিয়া ওডোরেটা
(Nymphaea Odorata)

ইহার প্রয়োগ জরায়ুর কর্কট রোগে, জরায়ু ভ্রংশে, যোনিপ্রদাহে এবং ক্ষতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এতদবিষয়ের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা suppository রূপে ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রয়োগে অতি অল্প সময়ে উক্ত স্থান সমূহকে সুস্থ অবস্থায় পরিণত করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়। এই বিষয় Eclectic Journal নামক মাসিক পত্রিকা কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

(Nymphaea odorata has been highly lauded as a remedy that will cure prolupsus uteri. It does this by derivative action. The remedy may be called the vegetable curette. It lightens a heavy womb, reduces the enlarged organ to normal weight and size and thus removes one of the causes of prolupsus. The suppository is soothing, antiseptic and very slightly astringent and produces a remarkable healthy change in the vagina. In most cases the treatment should be persisted in for 2 or 3 months relapses sometimes occour and the treatment will have to be resumed.)

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

ওভা-টেষ্টা (Ova-Testa)

ইহার একমাত্র ব্যবহার শ্বেতপ্রদর এবং প্রচুর ঋতুস্রাবে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতপ্রদর এবং প্রচুর ঋতুস্রাবের ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। ইহা ৩x চূর্ণ ব্যবহার হয় এবং কিছু অধিক দিন ইহা ব্যবহার করিতে হয়, ইহার উপকার বিলম্বে প্রকাশ পায়।

ওলিএণ্ডার (Oleander)

চর্ম্ম এবং স্নায়ুমণ্ডলে ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশ পায়। শরীরের উর্দ্ধ প্রদেশের খিলধরাবৎ সঙ্কোচনযুক্ত পক্ষাঘাতে এবং অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, কোন বিষয় সহজে বোধগম্য করিতে পারে না, অবসাদ এতদলক্ষণের সহিত ভীষণ কোষ্ঠকাঠিণ্য বর্ত্তমান থাকে। এই কোষ্ঠকাঠিন্য এই ঔষধের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

শিরঃঘূর্ণন এবং দৃষ্টি—মস্তক ঘুরাইতে থাকে এবং যখন নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দ্রব্য সমূহ ডবল দেখে অর্থাৎ দ্বিদৃষ্টি হয়। কোন একটি দ্রব্য একদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া দেখিলে এবং শয্যায় গাত্রোত্থানে শিরঃঘূর্ণন প্রকাশ পায়। কোন জিনিষের এক পার্শ্বে দেখিলে তাহা দেখিতে পায় (can see objects only when looking at them sideway) সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না। পড়িতে গেলে চোখে জল আসে। দ্রব্যসমূহ দুইটি দেখে মনে হয় চক্ষু যেন মস্তকের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

পরিপাক ক্রিয়া—সকল সময় খাই খাই করে এবং খুব দ্রুত আহার করে, অথচ পাকস্থলীর খালি খালি শূন্যবোধ উপশম হয় না। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় এবং নাভির চারিদিকে কামড়ান যন্ত্রণা হয়।

উদরাময়—মল তরল এবং অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। মলের বিশেষত্ব যে পূর্ব্বদিন যাহা আহার করা হইয়াছিল তৎসমুদায় পরিপাক না

হইয়া মলের সহিত নির্গত হইতে থাকে। উদরাময়ের এই প্রকার লক্ষণ শিশুদিগের কলেরায় এবং শীর্ণতা রোগে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি বিশেষত্ব ইহাতে প্রকাশ থাকে যে, যতবার বায়ুনিঃসরণ হয় ততবারই মল নির্গত হইয়া কাপড় নষ্ট হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ

এলোজ—ইহাতেও বায়ুনিঃসরণে কিংবা মূত্রত্যাগ করিতে মল নির্গত হইয়া যায়। ইহা মলদ্বার পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রকাশ পায়।

এপিস—ইহাতে অসারে মল নির্গত হয়, মলদ্বার যেন আলগা হইয়া গিয়াছে।

চায়না—দুর্ব্বলতাজনক অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ফল খাইয়া উদরাময় বৃদ্ধিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আহারের পর মল অনেক সময় অসারে নির্গত হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—রোগীর জলপান করা মাত্রই উদরাময় প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা হয়। বায়ুনিঃসরণে মলত্যাগ করিয়া ফেলে।

পক্ষাঘাত—নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা, পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাতে যন্ত্রণা থাকে না। পদদ্বয় সর্ব্বদা শীতল। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়—পক্ষাঘাত প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে শিরঃঘূর্ণন হইতে থাকে। ওলিএণ্ডারের পক্ষাঘাত জেলসিমিয়ামের ন্যায় ঐন্দ্রিয়িক (functional) কিন্তু ওলিএণ্ডারে স্পর্শ চেতনা এবং গতিবিধায়ক উভয় স্নায়ুই আক্রান্ত হয়।

চুলকানি—গাত্রত্বক অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সামান্য ঘর্ষণে চর্ম্ম উঠিয়া যায় বিশেষতঃ গ্রীবা, জানু এবং অণ্ডকোষের দুই পার্শ্বের। ফুস্কুরি সমূহ ভীষণ চুলকায়, রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। ঘর্ম্ম হয় না। মস্তকের খুলির ত্বক অত্যন্ত চুলকায় এবং স্পর্শাধিক্য, রসনির্গত হইয়া পুরু শক্ত মামড়ি পড়ে (সালফার, মিজিরিয়ম, ভাইওলা)। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থাকিলে

ওলিএণ্ডারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গাত্রের কাপড় খুলিলে গাত্র ত্বক অত্যন্ত চুলকায়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—নেট্রাম মিউর, রাসটক্স, কষ্টিকাম, ল্যাথিরাস।

রোগের বৃদ্ধি—গাত্রের কাপড় খুলিলে, বিশ্রামে, বস্ত্রের ঘর্ষনে।

ওসিমাম ক্যানাম (Ocimum Canum).

ইউরিক এসিড (uric acid) ধাতুগ্রস্থ লোক। প্রস্রাবে লাল বালুকা কনা তলানি হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ। কুচকি এবং স্তনের গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic) বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়, মূত্রশিলার (Renal calculas) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic)—মূত্রপিণ্ডশূলের সহিত বিশেষতঃ রক্তস্রাব এবং দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। প্রস্রাব ঘোলা অপরিষ্কার, পূয, রক্তযুক্ত। ইহাতে কেবল ইষ্টকচূর্ণবৎ লাল কিংবা পীতবর্ণ তলানি ব্যতীত রক্ত স্রাবও বর্ত্তমান থাকে। মূত্রপ্রণালীতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় অণ্ডকোষ উত্তপ্ত হয় এবং ফুলিয়া উঠে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিকপাটের যন্ত্রণায় যোনিদেশ ফুলিয়া উঠে। স্তনের বোঁটা সামান্য স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করে। স্তন পূর্ণ এবং টান হইয়া থাকে। জোনি ভ্রংশও হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—বার্ব্বেরিস, লাইকোপডিয়াম।

ওন্যান্থি ক্রোকেটা
(Oenanthe Crocata)

ইহাতে মৃগীবৎ কনভালসন (convulsion) হয়। কনভালসন ঋতুস্রাব-কালীন এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বৃদ্ধি হয়। সূতীকা আক্ষেপে (puerperal eclampsia), মূত্রবিকার জনিত কনভালসন ইত্যাদিতে অর্থাৎ একমাত্র কনভালসনেই ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠব্যাধিতে এবং এবম্বিধ চর্ম্মরোগেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

কনভালসন—রোগী হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া যায়। চেহারা নীল আভাযুক্ত হয় চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, চক্ষুর তারা বিস্তারিত হয়, মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপযুক্ত আবর্ত্তন হয়, দাঁত লাগিয়া যায় মুখে ফেনা উঠে, হস্তপদ শীতল হয়, কটি স্নায়ুতে যন্ত্রণা হয়। গ্রীবা পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকাধ্বনি হয়।

সমগুণ ঔষধ—সিকিউটা, কেলিব্রোম।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬x, ৬।

ওলিয়াম এনিমেলি (Oleum Animale)

ইহা স্নায়ুমণ্ডলে বিশেষতঃ ফুস্‌ফুস্ পাকাশয় প্রদেশে অধিক কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত আধকপালে শিরঃপীড়া এবং কোষরজ্জুর স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও ইহা ব্যবহার হয়। ইহাতে দুইটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—উপরে যেন জোরে টানিয়া ধরিয়াছে এবং যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে প্রকাশ পায়।

দন্তশূল—দাঁতে দাঁতে চাপদিলে উপশম হয়।

এক শিরা—কোষরজ্জুর সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা অণ্ডকোষে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মনে হয় অণ্ডকোষ কেহ ধরিয়া জোরে

উপরে টানিয়া রাখিয়াছে (testicles feel seized and pulled forcibly upwards) দক্ষিণ অণ্ডকোষ অধিক আক্রান্ত হয়। বিটপ প্রদেশে চাপ বোধ করে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং স্বল্প হয়, রক্ত কৃষ্ণ বর্ণ।

হাঁপানি—পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া হাঁপানি হয়। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে প্রকাশ পায়।

পরিপাক ক্রিয়া—মনে হয় পাকস্থলীতে জল রহিয়াছে। পেট ফাঁপিয়া ওঠে এবং গড় গড় করে। মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা হয়। মলত্যাগের পর পেটে আঘাতপ্রাপ্তবৎ যন্ত্রণা হয়।

শিরঃপীড়া—ওলিয়াম এনিমেলি আধকপালে শিরঃপীড়ায় প্রয়োগ হয় কিন্তু এতদসহ প্রচুর মূত্রস্রাব বর্ত্তমান থাকে, প্রস্রাব সাদা পরিষ্কার জলের ন্যায়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ-সমূহ—পালস, আর্সেনিক, সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—আহারের পর, রাত্রি ২টা হইতে ৯টা।

রোগের উপশম—ঘর্ষণে, উদ্গারে, খোলা মুক্ত বায়ুতে।

ওলিয়াম জেকরিস এসেলি
(Oleum Jecoris Aselli)

ইহা কডলিভার ওয়েল (cod-liver oil) হইতে প্রস্তুত। ইহা শরীরের পরিপোষণ ক্রিয়ায় সাহায্য করে। শিশুদিগের শীর্ণতা রোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। শিশু শুষ্ক হইতে থাকে, হস্ত এবং মস্তক উত্তপ্ত। যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা বোধ করে। টিউবার কিউলাস এবং স্ক্রফিউলাস রোগে

ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। টিউবার কিউলাস রোগের প্রথম অবস্থার ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ।

কাশি—শুষ্ক, খকখকে কাশি বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয়। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়। অনেক স্থলে কাশির সহিত রক্ত উঠে (একালিফা, মিলিফোলিয়াম)। হৃৎস্পন্দনও বর্ত্তমান থাকে। শিশু দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না। শিশুর চেহারা দেখিতে পিতাভ হয়।

জ্বর—সন্ধ্যায় সকল সময় শীত শীত বোধ করে। জ্বর অল্প অল্প লাগিয়া থাকে, হেকটিক ফিবার (Hectic fever) এবং নৈশ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোলেস্ট্রিন, টিউবারকিউলিনাম ফস্ফরাস, আইওডিন।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ কিংবা কডলিভার অয়েল। এতদসহিত কডলিভার অয়েল শুষ্ক শীর্ণ রোগীতে মালিস করিবে।

ওলিয়াম স্যাণ্টালি (Oleum Santali)

ইহার বাঙ্গালা নাম চন্দন তৈল। প্রস্রাব এবং জননেন্দ্রিয়ে বিশেষতঃ প্রমেহ রোগে ইহার কার্য্য বিশেষরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রমেহ—এলোপ্যাথিক এবং আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসকগণের প্রমেহ রোগ চিকিৎসার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লিঙ্গোচ্ছ্বাস অত্যন্ত যন্ত্রণা যুক্ত। লিঙ্গত্বক ফুলিয়া উঠে। গাঢ় পীতবর্ণ পূঁজবৎ স্রাব হয় এবং এতদসঙ্গে বিটপ প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা এবং টানানি থাকে। প্রস্রাব সরুধারে পড়ে। মূত্রপিণ্ড প্রদেশে তরুণ যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ গ্লিট অবস্থায়ও প্রয়োগ হয়। প্রচুর গাঢ় পূঁজ স্রাব হয়।

মাত্রা—২ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা ক্যাপস্যুলে সেবনীয়।

ওনোসমোডিয়াম (Onosmodium)

এই ঔষধে এক নিবিষ্ট চিত্ত হওয়া এবং পেশীর সামঞ্জস্যভাবে কার্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিরঃ ঘূর্ণন, অসাড়তা এবং পেশীর অবসাদ প্রকাশ থাকে। পেশীর দুর্ব্বলতাসহ মস্তক এবং চক্ষুর নানা প্রকার উপসর্গ উৎপন্ন হয়।

ওনোসমোডিয়াম আধকপালে শিরঃপীড়ায়ও প্রয়োগ হয়। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং চক্ষুর অনেকক্ষণ কার্য্য করার (eye-strain) দরুণও শিরঃপীড়া হয়।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই কামপ্রবৃত্তি হ্রাস করে কাজে কাজেই জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় (sexual neurasthenia) ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেও সঙ্গম ইচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। এই ঔষধটিতে সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে, যেন জন্ম হইতেই এই প্রকার অবসন্নতা আসিয়া রহিয়াছে।

মানসিক লক্ষণ—স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে প্রাতঃকালে ভ্রমণে যন্ত্রণা হয় বিশেষভাবে বামপার্শ্বে অধিক হয়।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টি অপরিষ্কার ঘোলা হয়। চক্ষুতে টাটানি যন্ত্রণা হয়, চক্ষু ব্যবহারে ইহা অধিক বৃদ্ধি হয়। চক্ষুর পশী সমূহ যেন টান হইয়া রহিয়াছে। চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পেশী সমূহ আংশিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত। অক্ষি গোলকে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা বামপর্শ্বে বিস্তারিত হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—শীতল এবং বরফ জল পান করিবার আকাঙ্ক্ষা, এবং জল পুনঃ পুনঃ পান করিতে ইচ্ছা করে। নিম্নোদর ফাঁপা বোধ করে।

ধ্বজভঙ্গ—সর্ব্বদা কাম প্রবৃত্তি অথচ সঙ্গম ক্রিয়ায় অক্ষম, কাম ইচ্ছাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। রেতঃস্খলন শীঘ্র হয়, লিঙ্গের উত্থান শক্তি দুর্ব্বল।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ুতে ভীষণ নিম্নাভিমুখীন অকর্ষণবৎ যন্ত্রণা হয় এবং এই সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন যন্ত্রণা ফিরিয়া আইসে। কামইচ্ছা কিছুই থাকে না, সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। রোগীর মনে হয় ঋতুস্রাব হইবে, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, স্তনের বোঁটা চুলকায়।

ঋতুস্রাব এবং শ্বেতপ্রদর—ঋতুস্রাব শীঘ্র এবং প্রচুর হয়। জরায়ুপ্রদেশে বেদনা বোধ করে। শ্বেতপ্রদর পীতবর্ণ, ক্ষতকারক এবং প্রচুর।

পক্ষাঘাত—পদদ্বয় ক্লান্ত এবং অসাড় বোধ। হাঁটিতে শরীর এবং পদক্ষেপ ঠিক রাখিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া যায়। পেশীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি বোধ।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০। কিন্তু নিম্নক্রম ২x, ৩x ব্যবহারও দেখা যায়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—নেট্রাম মিউর, লিলিয়াম, জেলস, রুটা।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে, ঝাঁকুনিতে, শক্ত আঁট করিয়া বস্ত্র পরিধানে।

রোগের উপশম—বস্ত্র অনাবৃতে, চিৎ হইয়া শয়নে, শীতল পানীয় এবং খাদ্যসামগ্রী পানে এবং আহারে।

ওপুনটিয়া-ফিকাস ইণ্ডিকা
(Opuntia-Ficus Indica)

ইহার একমাত্র প্রয়োগ উদরাময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। উদরাময়ের সহিত বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণই হইতেছে যে, পাকস্থলী যেন নিম্নোদরে ঝুলিয়া বসিয়া পড়িয়াছে (as if bowels were settled down in lower abdomen)।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—চ্যাপারাস এমোর গোসা (Chaparas Amorgosa) মেক্সিকো দেশের চিকিৎসকগণ পুরাতন উদরাময়ের ইহাকে একটি অব্যর্থ ঔষধ বলেন।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x.

ওর্ণিথোগেলাম অম্বেলেটাম
(Ornithogalum Umbellatum)

পুরাতন পাকাশয় রোগে এবং নিম্নোদরের কঠিনতায় বিশেষতঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের কর্কট রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ কার্য্য pylorus প্রদেশে প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্ধেতু যন্ত্রণাযুক্ত সঙ্কোচন উৎপন্ন করতঃ duodenal এর স্ফীতি প্রকাশ করে।

মানসিক লক্ষণ—মন অত্যন্ত অবসাদপূর্ণ। সর্ব্বদা মনে হয় যেন রোগ লাগিয়া রহিয়াছে এতদ্দ্ধেতু রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, জাগিয়া থাকে।

পাকাশয় ক্ষত—ইহার পাকাশয় ক্ষতেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য pylorus এর ছিদ্র দিয়া অতিক্রম করা কালীন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। কফিগুড়ার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বমন হয়।

পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠে। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উদ্গার হয়। জিহ্বা লেপাবৃত। ক্ষুধা থাকে না, রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আইসে।

মাত্রা—একমাত্রা মাত্র মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিয়া ঔষধের কার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিবে।

ওস্‌মিয়াম (Osmium)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের সর্দ্দি এবং অস্বস্তি বোধ। গলদেশে যন্ত্রণা, এতদ্ব্যতীত ইক্‌জিমা, এলবিউমিনিউরিয়া ইত্যাদিতেও প্রয়োগ হয়।

মস্তক—মস্তক যেন একটি বন্ধনী দ্বারা জড়ান রহিয়াছে। মস্তক হইতে চুল পড়িয়া যায়।

সর্দ্দি—মনে হয় নাসিকা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নাসিকা এবং কণ্ঠনালী বায়ুতে স্পর্শাধিক্য।

চক্ষুরোগ—গ্লোকোমা (Glaucoma), দৃষ্টি অপরিষ্কার, অক্ষিপুটের উর্দ্ধে এবং নিম্নে ভীষণ স্নায়ুমূল যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। মোমবাতির আলোর চারিপার্শ্বে সবুজবর্ণ গোলাকার দেখায় (green colors surround candle light) অর্থাৎ আলোর চারিপার্শ্ব যেন সবুজ বর্ণ গোল আকারে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

কাশি—কাশি আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক। শ্লেষ্মা রজ্জুবৎ লম্বা মনে হয় কণ্ঠনালী হইতে যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিঁড়িয়া আসিতেছে। কাশিতে অত্যন্ত শব্দ হয় এবং কাশিতে সমুদায় শরীর অত্যন্ত ঝাঁকি দিয়া ওঠে। কথা বলিতে কণ্ঠনালীতে যন্ত্রণা বোধ করে। কাশি ব্যতীত তরুন কণ্ঠনালী প্রদাহেও ওস্‌মিয়াম প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০

ওরিগেনাম (Origanum)

স্নায়ুমণ্ডলে ইহা অধিক কার্য্য করে। হস্তমৈথুন এবং কামইচ্ছার উপর ইহার অধিক কার্য্য প্রকাশ পায়।

স্ত্রীলোকের প্রেমোন্মাদ এবং কামেচ্ছা চরিতার্থ করিবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা

সমগুণ ঔষধ—ফেরুউলা গ্লোকা (Ferula glauca) স্ত্রীলোকদিগের ভীষণ কামপ্রবৃত্তি এবং এতদসহ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ শীতলতা।

প্ল্যাটিনা, ভেলেরিয়ানা, হাইওসিয়ামাস।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

অকজেলিকাম্ এসিডাম (Oxalicum Acidum)

কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) উপর কার্য্য করতঃ গতিবিধায়ক স্নায়ুর (motor) পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে (in spots) অধিক হয় (কেলি বাইক্রমিকাম) এবং যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে যন্ত্রণা অধিক বলিয়া মনে করে। বাম পার্শ্বে বাত প্রকাশ পায়।

শিরঃপীড়া—মস্তক উত্তপ্ত বোধ করে। মস্তকের গোলমালে কোন বিষয় ঠিক করিতে পারে না। শিরঃপীড়া মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু রোগ—চক্ষুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু প্রসারিত বোধ হয়। Retina বোধাধিক্য হয় (Hyperaesthesia of retina)।

পরিপাকক্রিয়া—পাকাশয়ে যন্ত্রণা হয়, এবং যন্ত্রণা ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হয়, সামান্য স্পর্শে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তিক্ত এবং অম্লস্বাদযুক্ত উদ্গার, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। আহারের দুই ঘণ্টা পর নাভির নিকট এবং তদূর্দ্ধে যন্ত্রণা হয় এবং পেট ফাঁপিয়া উঠে।

একশিরা—কোষরজ্জুতে (spermatic cord) ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। অণ্ডকোষ যেন পিসিয়া ফেলিতেছে এইরূপ মনে হয়।

স্বরভঙ্গ—স্বরযন্ত্রের পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত হেতু স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়। বাম ফুস্‌ফুসে যন্ত্রণা হয়।

হৃৎপিণ্ড—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিকদোষহেতু হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায়। চিন্তা করিলে আরো অধিক বৃদ্ধি হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ এবং স্বরভঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের শূল যন্ত্রণাও প্রকাশ পায়। বাম ফুসফুসে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা হঠাৎ প্রকাশ পায়, এমনকি শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

কটিশূল—মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সর্ব্বত্র এবং পদদ্বয়ে বিস্তারিত হয়। ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, কটিদেশ অসাড় দুর্ব্বল বোধ করে, এতদ্ব্যতীত হস্তের মণিবন্ধেও যন্ত্রণা হয় যেন হস্তের মণিবন্ধ মচকাইয়া গিয়াছে।

স্কোলো পেণ্ড্রা—কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা নিম্নে নাবিয়া আইসে। যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে (return periodically)।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—অর্শ, কলচিকম্, পিক্রিক এসিড।

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে, সামান্য স্পর্শে, ক্ষৌরকার্য্যে (shaving), আলোতে। রোগের বিষয় চিন্তায়।

অক্সিডেনড্রন এরবোরিয়াম
(Oxydendron Arboreum)

শোথ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রচুর জলের সমাবেশ হইলে, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা অক্সিডেনড্রন প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করাইলে আশু এবং স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

পিওনিয়া (Paeonia)

ইহার কার্য্য মলদ্বারেই অধিক প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত শরীরের নিম্নাঙ্গে অর্থাৎ পদদ্বয়ে, পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে, পদদ্বয়ের পাতার পুরাতন ক্ষতেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মলদ্বার (Rectum)—মলদ্বার চুলকায়, কামড়ায় এবং মলদ্বারের ছিদ্র স্ফীত হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা করে। মলদ্বারে ক্ষত এবং ভগন্দর হয়, দুর্গন্ধ রক্তস্রাব হইতে থাকে।

অর্শ—অর্শ রোগে পিওনিয়া উত্তম কার্য্য করে, এতদ্ব্যতীত মলদ্বার বিদারণেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। মলদ্বারে এবং মলদ্বারের সংলগ্ন স্থানে ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষত মামড়িতে ভরিয়া উঠে এবং দুর্গন্ধস্রাব লাগিয়া থাকে। (মলদ্বার অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে, মল অত্যন্ত চেষ্টায় জোরে নির্গত হয়—র‍্যাটেনিয়া)।

ডাইলিউসন—সাইলিসিয়া, র‍্যাটেনিয়া।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x।

প্যালেডিয়াম (Paladiam)

ইহার লক্ষণ অনেকটা প্ল্যাটিনার ন্যায় এবং ইহা প্রধানতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর অধিক ব্যবহার হয়। ইহার বিশেষত্ব মানসিক লক্ষণ সমূহও জননেন্দ্রিয়ে লক্ষণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকে এক কথায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় এবং যাহা কিছু কার্য্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরই দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগী সর্ব্বদা ক্রন্দনভাবাপন্ন ও অতি সহজেই বিরক্ত হয়। যখন অনেক লোক সঙ্গে থাকে তখন অত্যন্ত প্রফুল্ল থাকে। রোগী প্ল্যাটিনার ন্যায় অহঙ্কারী নয়। গান বাজনা, সান্ধ্যকালীন প্রীতি সম্মিলনে উত্তেজিত হয় এবং দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা উৎপাদন করে।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া কর্ণের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপরে উঠিয়া আর এক কর্ণের পার্শ্বে শেষ হয় (pain accross top of head from ear to ear)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়, চক্ষুর চারি পার্শ্বে কালিমা পড়ে। সর্ব্বদা বমনেচ্ছা লাগিয়া থাকে। সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি হয় এবং অত্যন্ত অম্ল উদ্গার উঠে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, মল দেখিতে সাদা।

জরায়ু রোগ—প্যালেডিয়ামের জরায়ু লক্ষণে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—নিম্নাভিমুখীন চাপে নিম্নোদরে টাটানি যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। কাজ কর্ম্ম এবং পরিশ্রমের পর জরায়ুতে এবং মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা বোধ করে। জরায়ুতে যেন ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে এইরূপ যন্ত্রনা হয়, মলত্যাগের পর উপশম হয়। কটিদেশে সকল সময় বেদনা বোধ করে। রোগী এত অধিক ক্লান্তি বোধ করে যে চলিয়া উঠিয়া বেড়াইতে পারে না। সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, সমুদায় শরীরময় টাটানি যন্ত্রণা, মস্তকে ভার বোধ, বস্তিদেশে বেদনা বোধ করে, পরিশ্রমে বেদনা অধিক হয়—এতদ্ব্যতীত দণ্ডায়মান হইয়া থাকা হাটাহাটি অপেক্ষা অধিক কষ্টজনক হয়। বাম পার্শ্বে শয়নে বরং উপশম বোধ করে।

হেলোনিয়াস—প্যালেডিয়ামের সহিত হেলোনিয়াসের জরায়ু রোগ এবং বিশেষতঃ ক্লান্তিবোধ (feeling of tiredness) অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল—দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে স্ফীত হয়। নাভি-কুণ্ডল হইতে বস্তিপ্রদেশে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় এবং তদসহিত জরায়ুপ্রদেশে কোথানিবৎ আকর্ষণ যন্ত্রণা (bearing down) থাকে। এতদ যন্ত্রণা ঘর্ষনে (rubbing) উপশম যয়। জেলির ন্যায় শ্বেতপ্রদর স্রাবও থাকে।

আর্জেণ্টাম মেটালিকাম—ইহাও প্যালেডিয়ামের ন্যায় জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের রোগে নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু আর্জেণ্টাম মেটালিকামে জরায়ুভ্রংশ লক্ষণের সহিত বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণা থাকা উচিত। আর্জেণ্টাম মেটালিকাম রোগী মনে করে তাহার বাম ডিম্বাশয় অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া যাইতেছে।

লিলিয়াম টাইগ্রিণাম—ইহার সহিত প্যালেডিয়াম এবং প্ল্যাটিনামের মানসিক লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহারা সমুদায়ই খিটখিটে প্রকৃতির, অতি সহজেই রাগান্বিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্লাটিনাম রোগীর অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত অধিক।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধসমূহ—প্ল্যাটিনাম, হেলোনিয়াস, লিলিয়াম।

প্যারাফিন (Paraffine)

জরায়ু রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শিরঃপীড়া—এই ঔষধটীতে মস্তকের এবং মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। মনে হয় যেন পেরেক মস্তকের তালুর বাম পার্শ্বে বিদ্ধ হইতেছে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—শিশুদিগের ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য (এলিউমিনা)। অর্শরোগ সহ পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য এবং সর্ব্বদা মলত্যাগের বেগ অথচ মল কিছুই নির্গত হয় না।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব বিলম্বে, কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রচুর হয়। স্তনের বোঁটা স্পর্শাধিক্য, স্পর্শে যন্ত্রণাবোধ করে। প্রস্রাব অত্যন্ত উষ্ণ, যোনিদেশে জ্বালা বোধ করে।

অগ্নিদগ্ধ—ভীষণ অগ্নিদগ্ধে ক্ষত গলিত এবং দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্যারাফিন প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ক্ষত প্রথমতঃ উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া, প্যারাফিন ছিটাইয়া, তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ডাইলিউসন—চূর্ণ কিংবা ৩০ শক্তি।

প্যারেইরা ব্রেভা (Pariera Brava)

মূত্র পিণ্ডশূল এবং মূত্রাশয়ের পাথরি রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত মূত্রে শ্লেষ্মা বর্ত্তমানেও নির্ব্বাচিত হয়।

মূত্র পিণ্ডশূল (Renal colic)—সর্ব্বদা প্রস্রাবের বেগ, মূত্র-ত্যাগকালীন যন্ত্রণা, জানুদেশের নিম্ন হইতে পায়ের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ রক্ত-যুক্ত, গাঢ় শ্লেষ্মা পূর্ণ। হাঁটুর উপর নির্ভর করিয়া এবং মস্তক মেঝেতে জোরে ঠেস দিয়া সহজে প্রস্রাব করিতে পারে। মূত্র ত্যাগের পর মূত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়। লিঙ্গ-মুণ্ডে (glans penis) ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মূত্রে প্রচুর ইউরিক এসিডের এবং রক্তের তলানি পড়ে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—উভা, বারবেরিস, ওসিমাম ক্যানাম।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x।

প্যাসিফ্লোড়া (Passiflora)

নিদ্রাহীনতা, স্নায়বীয় রোগ, স্নায়ুশূল ইত্যাদি রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহার কার্য্য মর্ফিয়া এবং মাদকজাতীয় ঔষধ অপেক্ষা অতি দ্রুত অথচ উক্ত শ্রেণীর ঔষধসমূহের ন্যায় ক্ষতিকারক নহে। কনভালসন, তাণ্ডব রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সেবনে অতি অল্প সময়ে সুনিদ্রা আনয়ন করে এবং উক্ত প্রকার রোগে আশু উপকার করিয়া রোগীর কষ্ট যন্ত্রণার উপশম করে। নিদ্রা আনয়ন করিবার ইহাকে অনেকে অব্যর্থ ঔষধ রূপে ব্যবহার করেন।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার হইতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে।

পার্টুসিন (Pertussin)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। হুপিং কাশির শ্লেষ্মা হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার একমাত্র ব্যবহার কাশিতে এবং উক্ত প্রকার আক্ষেপযুক্ত কাশিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন ঔষধে ফল পাওয়া যায় না, তখন পার্টুসিনকে স্মরণ করিবে।

মাত্রা—২০০ শক্তি

পল্লিনিয়া সারবিলিস
(Pallinia Sarbilis)

উদরাময়—সবুজ উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। উদরাময় উজ্জ্বল সবুজ এবং প্রচুর হয় কিন্তু কোন প্রকার গন্ধ থাকে না।

মাত্রা—১৫ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয়।

পেন্থোরাম লিডয়ডিস
(Penthorum Ledoides)

সর্দ্দিতে ইহার একমাত্র প্রয়োগ দেখা হায়। নাসিকায় সকল সময় ভিজা ভিজা বোধ লাগিয়া থাকে এবং নাসারন্ধ্র কাঁচা কাঁচা বোধ হয়। নাসিকায় ভিজা ভিজা বোধ নাক ঝাড়িলেও যায় না। নাসিকা হইতে পুঁজের ন্যায় ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, শ্লেষ্মার সহিত রক্তের রেখা মিশ্রিত থাকে।

ডাইলিউসন—৬x, ৬। ইহাতে শীঘ্র ফলদর্শে না, ধৈর্য্য সহকারে কিছুদিন ব্যবহার করা উচিত। পুরাতন সর্দ্দিতে অধিক কার্য্য করে।

পেট্রোসিলিনিয়াম (Petroselinium)

পেট্রোসিলিনিয়ামের যাহা কিছু কার্য্য মূত্রযন্ত্রের উপর, প্রমেহ রোগের পুরাতন অর্থাৎ গ্লিট অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে দুইটি লক্ষণের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়—হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ (sudden urging to urinate) এবং মূত্রমার্গে চুলকানি (itching in the urethra)।

প্রস্রাবের হঠাৎ এত জোর বেগ হয় যে রোগী কাপড় খুলিতেই সময় পায় না, অনেক সময় কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা—প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় যখন প্রদাহ মূত্রাশয়ের মুখ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমুদায় মূত্রপথ আক্রমণ করে। সমুদায় মূত্রপথ ব্যাপিয়া জ্বালা করে (Burning tingling from perineum throughout whole urethra)। এতদ্ব্যতীত মূত্রপথ এত ভীষণ চুলকায় এবং কামড়ায় যে রোগী অস্থির হইয়া পড়ে এবং রোগী মূত্রমার্গে কোন কিছু খসখসে কাঠি প্রবেশ করাইয়া চুলকাইতে ইচ্ছা করে। রোগী লিঙ্গ দুই হাতে ধরিয়া ঘসিতে থাকে। মূত্রপথ দিয়া সাদা সাদা স্রাবও অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—পুস্তকে নিম্নক্রমের ব্যবস্থা দেখিতে পাই কিন্তু আমি সচরাচর ২০০ শক্তি ব্যবহার করি। ৩০ শক্তিও ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যান্থারিস, মার্কিউরিয়াস, ক্যানাবিস।

ফ্যাসিওলাস (Phaseolus)

ইহা হৃৎপিণ্ডের রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বাসপ্রশ্বাস মৃদু এবং দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত। নাড়ী দ্রুত এবং হৃৎস্পন্দন (palpitation) বর্ত্তমান থাকে। হৃৎস্পন্দন ভীষণ হয়। মনে হয় শীঘ্র মৃত্যু ঘটিবে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্রেটেগাস, ল্যাকেসিস।

ফেলাণ্ড্রিয়াম (Phelandrium)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অধিক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। থাইসিসের দুর্গন্ধযুক্ত গয়ের এবং কাশির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। থাইসিসে ফুস্‌ফুসের মধ্য স্থান অধিক আক্রান্ত হয়। মুখের সমুদায় দ্রবের স্বাদ মিষ্টি বোধ হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে ভার বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত জ্বালাও করে। মস্তকের তালু যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আলো কিংবা কোন শব্দ সহ্য করিতে পারে না।

স্তন এবং থাইসিস—মাতা স্তন পান করাইতে পারে না, স্তন পানকালীন স্তনের দুগ্ধ প্রণালীতে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে। থাইসিস রোগে যন্ত্রণা দক্ষিণ বক্ষঃস্থল হইতে পশ্চাতে স্কন্ধদেশে ফুটিয়া বাহির হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, অতি প্রত্যুষে ক্রমাগত কাশি হইতে থাকে। কাশিতে প্রচুর ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত গয়ের উঠে। কাশিতে কাশিতে রোগী উঠিয়া বসে।

জ্বর—হেক্‌টিক (Hectic) জ্বর লাগিয়া থাকে, প্রচুর দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোনায়াম, ফাইটোলেক্কা সাইলি, ক্রোটন।

মাইওসটিস আরভেনসিস (Myosotis Arvensis)—প্রচুর পূঁজবৎ গয়ের উঠে, রোগী শীর্ণ হইতে থাকে এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০। থাইসিসে নিম্নক্রম প্রয়োগ করিবে না।

পিলোক্যারপাস মাইক্রোফিলাস
Pilocarpus Microphyllus

ইহার আর একটি নাম **জেবরণ্ডি (Jaborandi)**

অস্বাভাবিক প্রকার ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে পিলোক্যারপাস প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়—এতদ্ব্যতীত ক্ষয়কাশ রোগীর নৈশ ঘর্ম্মেরও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চক্ষু—যে কোন কারণ বশতঃ চক্ষুর অধিক পরিশ্রম হেতু টাটানি হইতে থাকিলে পিলোক্যারপাসকে চিন্তা করিবে। সামান্য কার্য্যেই চক্ষুর কষ্ট হয়। দূরের সমুদায় দ্রব্য অপরিষ্কার দেখায়। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি ঘোলা হয়। ইলেকট্রিক কিংবা অন্য আলোতে চক্ষুতে কষ্ট উৎপাদন করে। চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত হয়। আলোতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না। চক্ষুর সম্মুখে সাদা সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ উড়িয়া বেড়ায়।

লালাস্রাব (Saliva)—ডিম্বের শ্বেতাংসের ন্যায় চট্‌চটে এবং এতদ সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকে।

ঘর্ম্ম (Perspriation)—শরীরের সর্ব্বত্র প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। প্রচুর ঘর্ম্ম এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ ৩০।

পিক্‌স লিকুইডা (Pix Liquida)

থাইসিস—ইহা থাইসিসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বামপার্শ্বের তৃতীয় পাঁজরার অস্থির সন্ধিস্থলের নিকট একটী নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানে যন্ত্রণা হয় (Pain at a spot about the third left costal cartilage where it joins the rib) বাম ফুসফুসের পূজোৎপাদনে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ফুস্‌ফুসে শ্লেষ্মায় ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয়। পুঁজবৎ শ্লেষ্মা উঠে। শ্লেষ্মার গন্ধ এবং স্বাদ উভয়ই দুর্গন্ধ। পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ইহা কেবল যে শ্লেষ্মাযুক্ত কাশিরই একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা নহে, ইহা থাইসিসের তৃতীয় অবস্থার একটি অতি মহৎ ঔষধ। বাম ফুস্‌ফুসে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া বাহির না হইতেও পারে। পুঁজবৎ শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মায় দুর্গন্ধতা বরং বাম ফুস্‌ফুসে যন্ত্রণা পিক্‌স লিকুইডার বিশেষ লক্ষণ।

বাম ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয় ঔষধ সমুহ— মার্টাস কমিউনিস (উর্দ্ধ অংশ)। সুম্বুল, ফ্লুরিক এসিড, অক্জেলিক এসিড, সিমিসিফিউগা—বক্ষঃ স্থলের বোঁটার নিম্নে। লিলিয়াম ট্রাইগ্রিনাম—বক্ষঃস্থল কিংবা স্তনহইতে পৃষ্ঠ দেশে। কেলিকার্ব্ব, সালফার সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্দেশে। সার্স-প্যারিলা—পশ্চাদ্দেশ হইতে বাম বক্ষঃ স্থলে। পালসেটিলা নুটেলিয়ানা—বামপার্শ্বে বাহুর নিম্নে প্রায় পৃষ্ঠের পার্শ্বে। গুয়েইকাম (উপরের তিনটি পাঁজরার অস্থির নিকট, শ্লেষ্মা পূজবৎ) থেরিডিয়ন, ফস্ফরাস, সাইলিসিয়া।

চর্ম্মরোগ—ত্বক ফাটিয়া যায়। ভীষণ চুলকায়, চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—ক্রিয়োজোট, পেট্রোলিয়াম, ইউপিয়ন।

ডাইলিউসন—৬×, ৬, ৩০।

প্ল্যাণ্টাগো মেজর (Plantago Major)

দন্তশূল, কর্ণশূল এবং শেযেমোতা ইত্যাদির ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। কর্ণে ভীষণ যন্ত্রণা দন্তশূল হইতে প্রত্যাবৃত্ত (reflex) হয় যন্ত্রণা কর্ণ এবং দন্তের এই দুই স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সময় সময় আক্রান্ত পার্শ্বের কর্ণের চারিধারে ও যন্ত্রণা হয়।

কর্ণশূল—কর্ণে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা এক কর্ণ হইতে আর এক কর্ণে মস্তকের ভিতর দিয়াই বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। এমন কি গোলমালেও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

দন্তশূল—দন্তশূলের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যবহারে আশু উপকার হয়। পোকা খাওয়া দাঁতের যন্ত্রণায়, দন্তের স্নায়ুশূলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহাতে দাঁতের মাড়ী কিংবা দাঁতে কোন প্রকার পুঁজের সম্ভাবনা থাকে না। আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডস্থল স্ফীত হয়, প্রচুর লালা স্রাব বর্ত্তমান থাকে, দাঁত স্পর্শ করা যায় না। এমন কি দাঁতের যন্ত্রণায় কর্ণ পর্য্যন্ত যন্ত্রণা যুক্ত হয়।

শেষেমোতা (enuresis)—রাত্রিতে শয্যায় অসারে মূত্র ত্যাগ করে। প্রচুর প্রস্রাব হয়।

তামাক সেবন নিবারণ—প্ল্যাণ্টাগো মেজর প্রয়োগে তামাক সেবনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং বীতরাগ জন্মে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যালমিয়া, ক্যামোমিলা, পালসেটিলা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট কিংবা নিম্নক্রম। ইহা দাঁতের কিংবা কর্ণের যন্ত্রণায় বাহ্যিক রূপেও প্রয়োগ হয়। আক্রান্ত দাঁতে ইহার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট তুলা দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিতে হয় এবং আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডস্থলে সমভাগ গ্লিসিরিন এবং প্ল্যাণ্টাগো (বাহ্যিক) মিশ্রিত বলিয়া মালিস করিতে হয়। 'কর্ণের যন্ত্রণায় ২।১ ফোঁটা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট কর্ণে দিলে আশু উপকার দর্শে।

পোপুলুস ট্রিমিউলয়ডিস
(Populus Tremuloides)

ইহা বিশেষরূপ বৃদ্ধলোকদিগের অগ্নিমান্দ্য এবং মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মায় (catarrh of the bladder) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শস্ত্রোপচার এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মূত্রাশয়ের রোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। এতদ্ব্যতীত নৈশঘর্ম্ম, কম্পজ্বর ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—অজীর্ণ রোগসহ পেটফাঁপা, অম্বল এবং বমন ও বমনোদ্বেগ থাকে।

প্রস্রাব—ভীষণ কোঁথানি হয়। প্রস্রাব জ্বালাজনক এবং শ্লেষ্মা ও পুঁজযুক্ত।

সমগুণ ঔষধসমূহ—নাক্স, চায়না, ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

পাইনাস সিলভেসট্রিস
(Pinus Sylvestris)

পায়ের গোরালির দূর্ব্বলতায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ক্রোফিউলাস এবং বালাস্থি বিকৃতি রোগগ্রস্থ (Rachitic.) শিশুদিগের উক্ত প্রকার গোড়ালির দূর্ব্বলতা এবং শীর্ণতা সহ হাটিতে বিলম্বে পাইনাস সিলভেসট্রিস উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যীত ইহা হস্তের অঙ্গুলির বাত যন্ত্রনায়ও নির্ব্বাচিত হয়।

ডাইলিউসন——৬×, ৩০।

প্যাথোস ফিটিডা (Pathos Foetida)

হাঁপানি—হাঁপানিতে প্যাথোস ফিটিডার উল্লেখ দেখা যায়, ধূলা শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবেশ দরুণ হাঁপানি প্রকাশ পায় এবং মলত্যাগে উপশম হয়, এতদ্ব্যতীত হিষ্টিরিয়া, অন্যমনস্কভাব, খিটখিটে এবং নিম্নোদরের ভীষণ স্ফীতি ইত্যাদিতেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

পোপ্পুলুস ক্যান্ডিক্যান্স
Populus Candicans

তরুণ সর্দ্দিসহ স্বরভঙ্গে ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। পশ্চাদ্দেশ এবং নিম্নোদরে স্পর্শচেতনা অধিক থাকে না, অত্যন্ত জোরে ঘর্ষণ এবং মর্দ্দন করিলেও কষ্ট বোধ করে না বরং ইহাতে স্থান উত্তপ্ত হওয়ায় রোগী উপশম বোধ করে। হস্তের অঙ্গুলির প্রান্তদেশ পুরু, শৃঙ্গবৎ হয়, চিমটি কাটিলে কিংবা পিন দিয়া ফুটাইলেও টের পায় না। স্বরভঙ্গে তখন তখনি স্বর পরিষ্কার করিয়া দেয়।

স্বরভঙ্গ—তরুণ স্বরভঙ্গ। গলদেশ এবং নাসারন্ধ্র জ্বালা করে। শুষ্ক কাশিতে সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। অন্ননলী এবং বায়ুনলী শুষ্ক বোধ হয় এবং গলার স্বর দুর্ব্বল যেন জোর নাই। বক্ষঃস্থল এবং গলদেশ কাঁচা বোধ হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

প্লাম্বাম আইওডেটাম
Plumbum Iodatum

নানাপ্রকার পক্ষাঘাতে এবং কশেরুকা মজ্জায় বিকৃতি অবস্থায় ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্তনগ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন হয় বিশেষতঃ যখন প্রদাহ এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কআইওড, এষ্টেরিয়াস, কোনায়াম, ফাইটোলেক্কা, কার্ব্বএনামেলিস, সাইলিসিয়া।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

পলিমনিয়া (Polymnia)

ইহা প্লীহা বৃদ্ধি এবং প্লীহার তরুণ যন্ত্রণায় উত্তম কার্য্য করে। প্লীহা এবং এমন কি সমুদায় বাম কুক্ষিপ্রদেশ স্পর্শাধিক্য হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর বশতঃ প্লীহা বিবৃদ্ধিতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। ইহাকে অনেকে সিয়ানোথাসের সমতুল্য ঔষধ বলেন। তরুণ এবং পুরাতন উভয় অবস্থাতেই ইহা নির্ব্বাচিত হয়। প্লীহা বিবৃদ্ধি ব্যতীত পলিমনিয়া জরায়ু গ্রন্থি ইত্যাদি বিবৃদ্ধিতেও নির্ব্বাচিত হয়। মস্তকের কেশ এবং নখ পড়িয়া যায়, চর্ম্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপড়ি আকারে উঠিয়া যায়। মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ব্যবহার হয়।

পাইপার মেথিষ্টিকাম
(Piper Methysticum)

মূত্র এবং চর্ম্মরোগে ইহার কার্য্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

চর্ম্মরোগ—ইহা কুষ্ঠব্যাধিতেও নির্ব্বাচিত হয়। পাপড়িযুক্ত (Scaly) চর্ম্মরোগে ইহা অধিক কার্য্য করে, পাপড়ি উঠিয়া গিয়া স্থানে সাদা দাগ প্রকাশ পায় এবং উক্তস্থানে প্রায়ই ক্ষত হয়।

প্রমেহ—ইহা প্রমেহ বরং গ্লিট রোগেও প্রয়োগ হয়। মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা হয় এবং অত্যন্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা হয়।

মানসিক লক্ষণ—খিট্‌খিটে, রাগী। যন্ত্রনা অন্যমনস্ক হইলে সাময়িক উপশম হয়। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

প্রুনাস স্পাইনোসা
Prunus Spinosa

মস্তকে এবং মূত্রযন্ত্রে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের খুলির নিম্নে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা মস্তকের সম্মুখে আরম্ভ হইয়া মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া গিয়া মস্তকের পশ্চাতে শেষ হয়।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—দক্ষিণ চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় যেন ইহা ফাটিয়া যাইবে। হঠাৎ বাম চক্ষুতেও বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। চক্ষু হইতে জল নিঃসরণে উপশম হয়।

প্রস্রাব—প্রস্রাব সহজে হয় না, অনেক সময় নিষ্ফল চেষ্টা হয়। প্রস্রাব নির্গত হইবার পূর্ব্বে মূত্রাশয় প্রদেশে যথেষ্ট চাপ দিতে হয়। মূত্র ত্যাগে কোথাইতেও হও এবং মূত্রপথে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

টিলিয়া (Ptelia)

ইহা পাকাশয় এবং যকৃত রোগের একটি বিখ্যাত ঔষধ। যকৃত প্রদেশে ভার ভার বোধ এবং যন্ত্রণা বাম পার্শ্বে শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—যন্ত্রণা মস্তকের সম্মুখ হইতে নাসিকার গোড়া পর্য্যন্ত অধিক হয়। মস্তকের সম্মুখ অর্থাৎ কপালের শিরঃপীড়ায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে, সঞ্চালনে, চক্ষু ঘর্ষণে অধিক হয়।

লালাস্রাব—প্রচুর লালাস্রাব সহ মুখের স্বাদ তিক্ত হয় জিহ্বা শ্বেত কিংবা পীত লেপাবৃত। জিহ্বা কণ্টক লাল এবং সমুন্নত (papillae red prominent)।

পরিপাকক্রিয়া—পাকাশয় সর্ব্বদা যেন উত্তপ্ত। আহারের পর পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয়। পাকস্থলী এবং যকৃৎ রোগের সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা হয়।

যকৃত—দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত ভার এবং যন্ত্রণা বোধ হয়। যকৃতে চাপ দেওয়া যায় না, যকৃত স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হয়। বামপার্শ্বে শয়নে বেদনা অধিক বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—৩০. ২০০ শক্তি।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মার্কিউরিয়াস, ম্যাগনেসিয়া মিউর, নাক্স, চেলিডোনিয়াম।

রোগের বৃদ্ধি—বাম পার্শ্বে শয়নে, অতিপ্রত্যুষে।

রোগের উপশম— অম্ল খাদ্য সামগ্রী আহারে।

কোয়াসিয়া (Quassia)

পরিপাকক্রিয়ায় ইহা টনিকরূপে কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত চক্ষুতেও ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পরিপাক ক্রিয়া—ইহাতে উদরে বায়ুর সমাবেশ হয়। পেট ফাঁপিয়া উঠে। অম্লউদ্গার, বুকজ্বালা, পাকাশয় শূল ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

প্রস্রাব—মূত্র ত্যাগের ভীষণ বেগ হয়, বেগ ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব দিবা রাত্র প্রচুর মূত্র ত্যাগ হয়। শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইলেই শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে।

কৃমি—কৃমির দরুণ উপসর্গে কোয়াসিয়া উত্তম কার্য্য করে। কৃমিজনিত তরকায় ইণ্ডিগোয় উপকার না হইলে কোয়াসিয়া প্রয়োগ করিবে।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

কুইল্লায়া সেপোনেরিয়া (Quillaya Saponaria)

তরুণ সর্দ্দির একটি উত্তম ঔধষ। সর্দ্দির প্রারম্ভে উত্তম কার্য্য করে। ইহা প্রয়োগে সর্দ্দি আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। জেলসিমিয়ামের ন্যায় ইহাতেও শারিরীক ক্লান্তিভাব, পেশীসমূহের চালনা করিবার অনিচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ থাকে। জেলসিমিয়ামের সর্দ্দি তরল এবং অত্যন্ত স্রাব হইতে থাকে, আর কুইল্লায়ায় নাক সাঁটিয়া ধরা লক্ষণ অধিক থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কেলিআইওড, জেলসিমিয়াম, সেপা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এবং ১x।

র‍্যাডিয়াম (Radium)

র‍্যাডিয়াম হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় একটি বিশেষ নূতন সংযোগ। ইহার উপকারিতা অনেক দুরারোগ্য রোগে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার বিশেষ কার্য্য—বাত, আচিল, তিল, ক্ষত, কর্কট রোগ, ব্রন, চর্ম্মরোগ ইত্যাদিতে অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে শরীরের সর্ব্বত্র অত্যন্ত বেদনা লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদসহ অস্থিরতা থাকে এবং সঞ্চালনে বেদনা উপশম হয়।

মানসিক লক্ষন—ভীত বিষাক্তযুক্ত, অন্ধকারে একলা থাকিতে ভয় পায়, লোক সঙ্গ ভালবাসে। ক্লান্ত এবং খিট্‌খিটে।

শিঃরপীড়া এবং শিরঃঘুর্ণন—শিরঃঘূর্ণনসহ মস্তকের পশ্চাতে যন্ত্রণা। দক্ষিণ চক্ষুতেও যন্ত্রণা হয়, খোলা বাতাসে শিরঃঘূর্ণন উপশম হয়।

পাকস্থলী—পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয় এবং পাকস্থলী উষ্ণ বোধ হয়। মিষ্ট খাদ্য সামগ্রী আহারে অরুচি। নিম্নোদরে ভীষণ খিলধরা যন্ত্রণা হয়। বায়ুর সমাবেশ এবং শব্দ হয়। উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য পর্য্যায়ক্রমে হয়। মলদ্বার চুলকায়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব বিলম্বে এবং স্বল্প হয় এবং কটিদেশে যন্ত্রণা হয়। যোনিদেশ চুলকায়, দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়, খুব জোরে মর্দ্দন করিলে উপশম হয়।

কাশি—সকল সময় কাশি লাগিয়া থাকে, কাশি ঘুস্‌ঘুসে এবং আক্ষেপযুক্ত।

কটিবাত—কটিদেশে বেদনা হয়। বেদনা যেন অস্থিতে হয়। সঞ্চালনে উপশম হয়।

বাত—পায়ের অঙ্গুলিতে, পায়ের ডিগিতে, জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে বাত প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা রাত্রিতে অধিক হয়।

চর্ম্মরোগ এবং অস্থিক্ষত—সমুদায় শরীর চুলকায়। গাত্রত্বক আগুণের ন্যায় জ্বালা করে। অস্থিক্ষত এবং ক্ষতেও প্রয়োগ হয়।

রোগের উপশম—খোলা বায়ুতে অবিরাম সঞ্চালনে, উষ্ণজলে স্নানে, শয়নে, চাপে

রোগের বৃদ্ধি—শয়ন হইতে উত্থানে।

ডাইলিউসন—৩০, ১২ চূর্ণ এবং ২০০ শক্তি।

র‍্যানানকিউলাস সেলেরেটাস
Ranunculas Scaleratus

চর্ম্মরোগে ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে যন্ত্রণা ইহার বিশেষ বিশেষত্ব। পোড়া নারাঙ্গায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মুখ এবং জিহ্বা—দাঁত এবং দাঁতের মাড়ী স্পর্শাধিক্য। জিহ্বা মানচিত্রের ন্যায় লেপাবৃত। জিহ্বা জ্বালা করে এবং কাঁচা কাঁচা বোধ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—যকৃত প্রদেশে যন্ত্রণা হয়। মনে হয় যেন উদরাময় প্রকাশ পাইবে।

বক্ষঃস্থল—প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা হয়।

পোড়া নাড়াঙ্গা—ফোস্কার ন্যায় জলপূর্ণবৎ পীডকা প্রকাশ পায়। ক্ষতকারক রস নিঃসরণ হয় এবং রসের স্পর্শে ক্ষতের চারিপার্শ্ব ক্ষতযুক্ত হয়।

র‍্যানানকিউলাস সেলেরেটাসে এইরূপ ফোস্কাযুক্ত পোড়া নারাঙ্গা প্রকাশ পায় কিন্তু ফোস্কার নীলবর্ণ অনেকটা ল্যাকেসিসের ন্যায় কিংবা নিঃসৃত রস শৃঙ্গাকৃতি হয়। র‍্যানানকিউলাস সেলেরেটাসের পোড়া নাড়ঙ্গা অনেকটা ক্যান্থারিসের ন্যায়।

বাত—হস্তের এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে বাত এবং গেঁটে বাত প্রকাশ পায়। দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হঠাৎ জ্বালা এবং বেদনা হয়।

কড়া (Corns)—পদদ্বয় বিশেষতঃ ঝুলাইয়া রাখিলে কড়াস্থানে জ্বালা করে এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬x, ৩০।

র‍্যাফেনাস (Raphanus)

আবদ্ধ বায়ুর সমাবেশ হইতেছে ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। বায়ু উপর এবং নীচ কোন পথ দিয়াই নির্গত হয় না। বায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—বমন এবং বমনোদ্বেগ, ক্ষুধামান্দ্য। উদর ফাঁপিয়া শক্ত হইয়া থাকে। বায়ু মুখ কিংবা মলদ্বার কোন পথ দিয়াই বহির্গত হয় না। নাভীর নিকট কামড়ানি যন্ত্রণা হয়। মল তরল, ফেনা ফেনা, প্রচুর কটাবর্ণ এতদসহ অন্ত্রপ্যাডের স্ফীত হইয়া থাকে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব প্রচুর এবং অধিকদিন স্থায়ী হয়।

প্রস্রাব—ঘোলা, অপরিষ্কার, তলানিযুক্ত। প্রস্রাব প্রচুর এবং দুগ্ধের ন্যায় ঘন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কার্ব্বভেজ, এনাকার্ডিয়াম, আর্জেণ্টামনাই।

ডাইলিউসন—৬০।

র‍্যামনাস কেলিফর্ণিকা
Rhamnus Californica

বাত এবং পেশীর যন্ত্রণাই হইতেছে ইহার বিশেষ লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত পার্শ্ব-বেদনা, কটিবাত, পাকাশয় শূল ইত্যাদিতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ—স্নায়বীক, অস্থির, খিটখিটে, নির্ব্বোধ কোন বিষয়ে এবং লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না।

শিরঃপীড়া—মস্তকে অস্বস্তিজনক বোধ। প্রতিপদবিক্ষেপে মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং তালুতে বেদনা হয় এবং মস্তক নত করিলে বৃদ্ধি হয়।

বধিরতা—কর্ণে পরিষ্কার শুনিতে পায় না। কর্ণের গভীর প্রদেশে গলাধঃকরণে বেদনা বোধ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য সহ বায়ু নিঃসরণ হয়। মল শুষ্ক এবং কোথানিযুক্ত।

বাত—সন্ধিস্থল স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। প্রদাহিক বাতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মাত্রা—১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যাকালে।

রাস এরোমেটিকা (Rhus Aromatica)

মূত্রপিণ্ড এবং মূত্র সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষতঃ বহুমূত্রে (Diabetis) ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মূত্র—মূত্র ঈষৎ পীতাভ ফেকাসে বর্ণ, এলবিউমেনযুক্ত। মূত্রত্যাগের প্রারম্ভে কিংবা পূর্ব্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব আপনা আপনিই হইতে থাকে। সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে।

বহুমূত্র—প্রচুর মূত্রস্রাব হয় অথচ Low specific gravity (ফস্ফরিক এসিড)।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ফোঁটা ফোঁটা মাত্রায় সেবনীয়।

রাসগ্লেবরা (Rhus Glabra)

নাসিকার বামরন্ধ্র প্রদেশ হইতে রক্তস্রাবে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়ায়, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণে, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত প্রচুর ঘর্ম্মে রাস গ্লেবরা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ লিখিত আছে যে ইহা প্রয়োগে মল এবং বায়ুর দুর্গন্ধতা নাশ করে।

মুখক্ষত—মুখের ঘা, দুর্গন্ধতা এবং মাড়ির স্ফীতিতে ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ হয়।

উপদংশ—রাস গ্লেবরা পারদের দোষ নষ্ট করে, ইহাকে পারদের বিষঘ্ন ঔষধ বলা হয় এবং উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় পারদের ব্যবহারের পর উত্তম কার্য্য করে।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট। মাড়ীর শিথিলতায়, মুখক্ষতে, অন্ননালী প্রদাহে ইহা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ২x ব্যবহার করা হয়।

রাস ভেনেনেটা (Rhus Venenata)

ইহার চর্ম্মরোগই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ, বাঁচিতে ইচ্ছা করে না, হতাশ ভাব, সর্ব্বদা বিষন্ন।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখ অংশে বেদনা এবং ভারী বোধ হয়। হাটাহাটিতে কিংবা মস্তক অবনত করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়.।

চক্ষু—চক্ষু স্ফীত হইয়া প্রায় বুজিয়া যায়।

কর্ণ—কর্ণও প্রদাহ হইয়া ফোস্কাবৎ ফুলিয়া উঠে।

নাসিকা—লাল এবং চকচকে।

জিহ্বা—জিহ্বাগ্র লাল। মধ্যস্থল ফাটা ফাটা, পার্শ্বদেশ ফোস্কাযুক্ত।

উদরাময়—প্রাতঃকালে প্রায় ৪ টার সময় প্রচুর জলবৎ তরল সাদা উদরাময় প্রকাশ পায়, উদরে যন্ত্রণা হয় এবং মল বেগের সহিত বহির্গত হয়। প্রত্যেক মলত্যাগের পূর্ব্বে কুক্ষিপ্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

বাত—দক্ষিণ বাহুতে বিশেষতঃ হস্তের মনিবন্ধতে পক্ষাঘাত সদৃশ টান বোধ হয় এবং ইহা অঙ্গুলিতে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

বিসর্প (**Erysiplas**)—চুলকানি উষ্ণ জলে উপশম হয়। বিসর্প ফোস্কাযুক্ত এবং চর্ম্ম গাঢ় লালবর্ণ।

ডাইলিউসন—৬, ৩০ শক্তি।

রাস রেডিক্যান্‌স (Rhus Radicans)

শিরঃপীড়া—পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ায় ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। শিরঃপীড়ার সহিত বাতের যন্ত্রণার ন্যায় গ্রীবাদেশ আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

পার্শ্ব বেদনা—পার্শ্ব বেদনা কিংবা কৃত্রিম প্লুরিসিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, যখন যন্ত্রণা পার্শ্বদেশ হইতে স্কন্ধদেশে বিস্তারিত হয়। ইহা ব্যতীত ইহাতে ইহাও দেখা গিয়াছে—যন্ত্রণা ulnar nerve দিয়া হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

রোবিনিয়া (Robinia)

অতিরিক্ত অম্বলের একটি উত্তম ঔষধ। যে স্থলে এলবিউমেনযুক্ত খাদ্যদ্রব্য অতি শীঘ্র পরিপাক হয় অথচ শ্বেতসারময় (starchy) খাদ্যসামগ্রী পরিপাকে গোলযোগ হয় এবং অম্লের (acidity) লক্ষণ বিশেষরূপ প্রকাশ পায়

সেইরূপ স্থলে রোবিনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অম্লই হইতেছে ইহার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। রোবিনিয়ায় অম্ল লক্ষণের সহিত কপালে শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। উদ্গার ভীষণ ক্ষতকারক, যেন গলা হাঁজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। বমন ক্ষতকারক এবং সবুজ আভাযুক্ত। শূলযন্ত্রণা, পেট ফাঁপা, পাকস্থলীতে রাত্রিতে জ্বলনযুক্ত যন্ত্রণা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ও তদসহিত মলত্যাগের অত্যন্ত বেগ বর্ত্তমান থাকে। শিশুদিগের অম্ল রোগেও প্রয়োগ হয়, মল এবং ঘর্ম্ম অম্লস্বাদযুক্ত।

শিরঃপীড়া—কপালে অর্থাৎ মস্তকের সম্মুখাংশে বেদনা হয়, সঞ্চালনে ও পীড়ায় বৃদ্ধি হয়। এতদসহ অম্বল বমনও থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—বমনেচ্ছা, ভীষণ অম্লস্বাদযুক্ত প্রচুর বমন (সালফিউরিক এসিড)। পাকস্থলী অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে। মল অম্লগন্ধবিশিষ্ট।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—কামোন্মাদ, ক্ষতকারক, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর। ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়েও রক্তস্রাব হয়। জোনিদেশে ও জোনিকপাটে হার্পিস (Herpes) চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ম্যাগনেসিয়া ফস, আর্জেন্টাম নাইট্রিকম।

ডাইলিউসন—৬×, ৬। ইহা দ্বারা কার্য্য পাইতে হইলে কিছু অধিক সময় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সেবেল সেরুলেটা (Sabal Serrulata)

প্রোষ্টেট (Prostrate) গ্রন্থির বিবৃদ্ধির ইহা একটি মহৌষধ, এতদ রোগে ইহা পেটেন্ট ঔষধরূপে বিক্রয় হয়। ইহার প্রধান কার্য্যই প্রষ্টেট গ্রন্থির উপর প্রকাশ পাইয়াছে, এতদ্ব্যতীত উপকোষ প্রদাহে (epididymitis) এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতায়ও ইহার সুনাম রহিয়াছে। আর একটি স্থানে ইহার কার্য্য দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে স্তনগ্রন্থির উপর। স্তনগ্রন্থি উপযুক্তরূপে বিকাশ হয় না (valuable for undeveloped mammary glands)।

পরিপাক ক্রিয়া—উদ্গার উঠে এবং অম্বল হয়। দুগ্ধ পান করিবার আকাঙ্ক্ষা।

ডিম্বাশয়—ডিম্বাশয় স্পর্শাধিক্য এবং বিবৃদ্ধি।

স্তন—স্তন শুষ্ক, উপযুক্তরূপ বিকাশ হয় না। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের কামপ্রবৃত্তি হয় না কিংবা বিকৃতিযুক্ত।

পুং জননেন্দ্রিয় এবং প্রোষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি—প্রোষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, মূত্র ত্যাগে কষ্ট, প্রোষ্টেট রস নিঃসরণ, লিঙ্গের দুর্ব্বলতা, অণ্ডকোষের শুষ্কতা ইহার প্রধান লক্ষণ। রাত্রিতে সকল সময় মূত্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছা অথবা অসারে মূত্র নিঃসরণ অথবা মূত্র ত্যাগ করিতে কষ্ট।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা।

স্যাকারাম অফিসিনেলি
(Saccharum Officinale)

ইহা ইক্ষু হইতে প্রস্তুত সাদা চিনি। ইহা পচন নিবারক এবং রোগ-সংক্রমণ নিরোধ করে। ক্ষতকে দূষিত হইতে দেয় না। ফিব্রিনের (Fibrin) উপর কার্য্য করিয়া এবং ক্ষতকে পরিষ্কার রাখিয়া শীঘ্রই আরোগ্যের পথে লইয়া আইসে। ইহা ব্যতীত চিনি হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপরও যথেষ্ট কার্য্য করে। কাজেকাজেই হৃৎপিণ্ডের নানা প্রকার উপসর্গে ইহা প্রয়োগ হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীর উপর বলকারক ঔষধরূপে (tonic) কার্য্য করিয়া হৃৎপিণ্ডের গতির হঠাৎ লুপ্ত হওয়া (heart failure) নিরোধ করে. (sugar must be considered a sustainer and developer in the musculature of the heart and hence useful in failure of compensation and a variety of Cardio-vascular troubles).

চক্ষুর কর্ণিয়ার অসচ্ছতা, অপরিষ্কার দৃষ্টি, অম্লপিত্ত (acidity) এবং মলদ্বার চুলকানিতেও স্যাকারাম ব্যবহার হয়। স্থূলকায়, ফোলা ফোলা, খিটখিটে শিশুদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রসব যন্ত্রণা—চিনি সন্তান প্রসবেও ব্যবহার হয়। ইহাকে প্রসবকর ঔষধও (Oxytocic) বলা হয়। প্রসবের সময় যদি জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ সন্তান প্রসবে বিলম্ব হয় অথচ যান্ত্রিক দোষ কিছুই নাই এইরূপ স্থলে জলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর পুনঃ পুনঃ সেবন করাইলে শীঘ্র সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

মাত্রা—৩০, ২০০ শক্তি। এক আউন্স পরিমাণ চিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় হৃৎপিণ্ডের পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অবরোধে (heart failure) উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত গলিত ক্ষত রোগেও ইহা বাহ্যিকরূপেও ব্যবহার হয়।

স্যালিসিলিকাম এসিডাম
(Salicylicum Acidum)

ইহাকে স্যালিসিলিক এসিড বলা হয়। বাত এবং অজীর্ণ রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

শিরঃপীড়া—শিরঃঘূর্ণনে, বামপার্শ্বে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। হঠাৎ উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলে মস্তক গোলমাল হইয়া যায়। মস্তকের পার্শ্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

চক্ষু—চক্ষুর রেটিনাতে রক্তস্রাব (Retinal haemorrhageএ) হয়, এতদ্ব্যতীত চক্ষুর রেটিনার প্রদাহেও স্যালিসিলিক এসিড প্রয়োগ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—মুখের ক্ষতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, মুখবিবর জ্বালা করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। পেট ফাঁপিয়া উঠে, উষ্ণ, টক উদ্গার উঠে। পেট ভুট্ ভাট্ করে অর্থাৎ fermentation অজীর্ণ রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—উদরাময় দুর্গন্ধযুক্ত, মল দেখিতে সবুজ (ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব)।

বধিরতা—কর্ণে গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ শব্দ করে। শিরঃঘূর্ণন ও বধিরতা থাকে।

বাত—হাঁটু ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণা হয়। তরুণ সন্ধিস্থলের বাতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা একস্থান হইতে অন্য স্থানে সড়িয়া বেড়ায় এতদ্ব্যতীত কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়ও প্রয়োগ হয়, যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—স্যালোল (Salol) সন্ধিস্থলে বাতের যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থান আড়ষ্ট হয়)। কলচিকম, চায়না, ল্যাকটিক এসিড।

ডাইলিউসন—৩×, ৬×।

স্যালিক্স নাইগ্রা (Salix Nigra)

জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হ্রাস করে এবং কাম প্রবৃত্তিকে অনেকটা দমন করে। তরুণ প্রমেহ রোগে যন্ত্রণাযুক্ত অত্যন্ত লিঙ্গের উচ্ছ্বাস হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে অত্যন্ত স্নায়বীক উত্তেজনা হয়। ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হয় এবং ঋতু স্রাব যন্ত্রণাযুক্ত।

পুংজননেন্দ্রিয়—অণ্ডকোষদ্বয় সঞ্চালনে কষ্ট বোধ করে।

কটিবাত—কটিদেশে যন্ত্রণা। শীঘ্র শীঘ্র পা ফেলিতে এবং চলিতে পারে না।

সমগুণ ঔষধসমূহ—যোহিম্বিন, ক্যান্থারিস।

মাত্রা—২০।৩০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রিকা
(Sanguinaria Nitrica)

নাসিকার অর্ব্বুদে, তরুণ এবং পুরাতন সর্দ্দিতে, তরুণ গলকোষ প্রদাহে (pharyngitis), গলায়, বক্ষঃস্থলে বিশেষতঃ বুকাস্থির (sternum) নিম্নে জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সর্দ্দি—নাসিকা আবদ্ধ মনে হয়। প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং জ্বালা করে। নাসারন্ধ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামড়ি পড়ে, তাহা ছাড়াইলে রক্ত নিঃসৃত হয়। নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং জ্বালা করে এবং পুরু পীতাভ রক্তযুক্ত শ্লেষ্মায় বদ্ধ হইয়া থাকে।

গলদেশ—খসখসে, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং জ্বলনযুক্ত, দক্ষিণ কণ্ঠনালী যন্ত্রণাযুক্ত, গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে।

কাশি—বুকাস্থির (sternum) নিম্নে চাপ বোধ হয়, খুসখুসে কাশি, গাঢ় পীতাভ মিষ্ট স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ।

স্যানটোনাইনাম (Santoninum)

চক্ষু এবং মূত্র লক্ষণ ইহার বিশেষ পরিচায়ক। কৃমির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু সকল সময় নাসিকারন্ধ্রে আঙ্গুল দেয়, নাসিকা ঘর্ষণ করে, দন্তে দন্তে শব্দ করে।

দৃষ্টি—কৃমিবশতঃ তীর্য্যক দৃষ্টির (squinting), দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। রোগী কোন্‌টি কি রং তাহা বুঝিতে পারে না (colour blindness).

পরিপাক ক্রিয়া—জিহ্বা গভীর লালবর্ণ, বমনেচ্ছা, আহারে রোগী ভাল বোধ করে।

মুত্র—প্রস্রাব সবুজ আভাযুক্ত, অসারে মূত্রস্রাব।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিনা, টিউক্রিয়াম, স্পাইজেলিয়া, নেট্রাম-ফস।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ।

স্ক্রোফুলেরিয়া নোডোসা
(Scrophularia Nodosa

যে স্থানেই গ্রন্থির বিবৃদ্ধি প্রকাশ হউক ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। স্তনযুগলে ইহার কার্য্যের অধিক প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষঃস্থলের টিউমার অর্থাৎ অর্ব্বুদ দূরীভূত করিতে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত কর্ণের ইকজিমা, যোনিকুণ্ডয়ন, স্ক্রফিউলাস স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত অর্শ ইত্যাদিতেও স্ক্রোফুলেরিয়া নির্ব্বাচিত হয়।

চক্ষু—ভীষণ আলোকাতঙ্ক। চক্ষুর সম্মুখে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ উড়িয়া বেড়াইতেছে। অক্ষি গোলকে বেদনা হয়।

ইকজিমা—কর্ণের পার্শ্বে ইকজিমা প্রকাশ পায়।

অর্শ—রক্তস্রাবী যন্ত্রণাযুক্ত অর্শ, হারিশ বাহির হইয়া পড়ে।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—ভীষণ শ্বাস কষ্ট, বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ হয়, এবং রোগী কাঁপিতে থাকে।

হাঁপানি—স্ক্রোফিউলাস রোগীতে হাঁপানি প্রকাশ পায়।

নিদ্রা—প্রাতঃকালে এবং আহারের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত তন্দ্রা বোধ করে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট ১x, ৩x।

সমগুণ ঔষধসমূহ—লোবেলিয়া, রুটা, কোনিয়াম, অষ্টেরিয়াস

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

স্যারাসেনিয়া পারপিউরিয়া
(Sarracenia Purpurea)

বসন্ত রোগে স্যারাসেনিয়ার প্রয়োগ অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় কোন" কোন চিকিৎসক ইহাকে হামের প্রতিষেধক বলেন—ইহা ব্যতীত চক্ষুর দৃষ্টির উপসর্গেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

দৃষ্টি—আলোকাতঙ্ক। চক্ষু স্ফীত এবং বেদনা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—সকল সময় এমনকি আহারের পরও ক্ষুধার্ত্ত বোধ হয়। প্রচুর যন্ত্রণাযুক্ত বমন হয়।

বসন্ত—স্যারাসোনিয়া ব্যবহারে বসন্ত আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না, শীঘ্র আরোগ্য করিয়া দেয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এন্টিমটার্ট, ভেরিওলিনাম।

ডাইলিউসন—৬x, ৬।

সিলিনিয়ম (Selenium)

সিলিনিয়ামের প্রধান কার্য্যই হইাতছে পুং জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপর, এতদ্ব্যতীত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ প্রষ্টেটিক গ্রন্থির প্রদাহে এবং লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় নির্ব্বাচিত হয়।

মানসিক লক্ষণ—সকল সময় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা অথচ আংশিক ধ্বজভঙ্গ। অত্যন্ত বিষণ্ণ, হতাশ, নিরুৎসাহ, স্মরণশক্তিহীন কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় যাহা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা দর্শন করে।

শিরঃপীড়া—বাম চক্ষুর উপর যন্ত্রণা হয়। রৌদ্রে, তীব্র গন্ধে এবং চা পানে অধিক হয়। চা পানে এবং অপরাহ্ণে শিরঃপীড়া অধিক হয়।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গে সিলিনিয়ামের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। গায়কদিগের স্বরভঙ্গেও সিলিনিয়াম প্রয়োগ হয়। প্রত্যেক প্রাতঃকালে স্বচ্ছ চাপ চাপ ময়দার কাইএর ন্যায় শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। প্রাতঃকালে কাশি হয়, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। অনেকক্ষণ স্বর যন্ত্রের ব্যবহারে স্বরভঙ্গ হয়। সঙ্গীত গাহিতে হইলেই গলার স্বর ঘস্ ঘস্ করে, তদহেতু পুনঃপুনঃ গলা খেঁকড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ব্র্যাণ্ডি এবং ঐ প্রকার কোন তীব্র পানীয় পান করিতে ভীষণ আকাঙ্খা। মুখের আস্বাদ মিষ্ট, ধুমপানের পর হিক্কা এবং উদ্গার উঠে।

যকৃত—পুরাতন যকৃৎ রোগে সিলিনিয়াম প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়। যকৃত যন্ত্রণাযুক্ত এবং আকারে বৃহৎ হয়। যকৃতের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুরি প্রকাশ পায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত কঠিন, মলদ্বারে সমাবেশ হইয়া থাকে। অঙ্গুলি দিয়া বাহির করিতে হয়। কোন প্রকার গুরুতর রোগের পরই ইহা অধিক হয়।

রেতঃপাত—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়। প্রষ্টেট গ্রন্থির রস আপনা আপনি ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইতে থাকে। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা অথচ কাম ইচ্ছার প্রবলতা। বীর্য্য তরল গন্ধহীন। সঙ্গম ক্রিয়া চেষ্টা করিতেই লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। উপবেশন করিতে, মলত্যাগ করিতে প্রোষ্টেটিক রস নিঃসৃত হয়।

চর্ম্মরোগ—শুষ্ক, মামড়িযুক্ত হস্তের চেটোয় হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়। পদদ্বয়ের গোড়ালির সন্ধিস্থলে হস্তের অঙ্গুলির মাঝখানে চুলকানি প্রকাশ পায়। চক্ষুর ভ্রূর, গুম্ফ প্রদেশের, লিঙ্গদেশের চুল পড়িয়া যায়, মস্তকের চুল পড়িয়া টাক সদৃশ হয়।

চুলকানি মার্কিউরিয়াস কিম্বা সালফার দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে সিলিনিয়াম অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে।

নিদ্রা—শরীরের শিরায় স্পন্দনহেতু রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। সকল সময় নিদ্রা যাইবার প্রবল আকাঙ্খা, হঠাৎ শরীর দুর্ব্বল করে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ফসফরাস—জননেন্দ্রিয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে। আর্জেণ্টাম মেটালিকাম এবং ষ্ট্যানাম—গায়ক এবং বক্তাদিগের কণ্ঠনালীর প্রদাহ। এলিউমিনা—শক্ত কঠিন মল এবং মলদ্বারের পেশীর দুর্ব্বলতা।

সিলিনিয়ম—ক্যালেডিয়াম, ষ্ট্যাফি এবং ফস্ফ এসিডের পর লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুর ঝাপটাতে, রৌদ্রে, চা, লিমনেড ও মদ্য পানে।

রোগের উপশম—শীতল জল পানে কিংবা শীতল বায়ু মুখে গ্রহণে।

সিলিকা ম্যারিনা (Silica Marina)

ইহা একটি কোষ্ঠ কাঠিন্যের উৎকৃষ্ট ঔষধ। 3x চূর্ণ ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার করিয়া প্রয়োগ হয়। ইহার কার্য্য যদিও দ্রুত নয়, কিন্তু কিছুদিন নিয়মিতভাবে সেবন করাইলে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। বিলাতের ডাক্তার লোই ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন।

সিম্পারভাইভাম টেক্টোরাম (Sempervivum Tectorum)

ইহার ব্যবহার হার্পিস (Herpes Zoster) অর্থাৎ বর্তুলাকার বিসর্পিকা এবং কর্কট রোগ জাতীয় অর্ব্বুদে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্কট রোগ—জিহ্বা শক্ত কঠিন আকার প্রাপ্ত হয়। মুখ বিবরে দূষিত ক্ষত এবং জিহ্বায় কর্কট রোগ (গেলিয়াম) প্রকাশ পায় জিহ্বায় ক্ষত হয় এবং জিহ্বা হইতে সহজে রক্তস্রাব হয় বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয়। জিহ্বায় ভীষণ কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। এতদ্ব্যতীত স্তনের কর্কট রোগেও ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, 3x। মৌমাছি হুল বিদ্ধে, কোন প্রকার পোকা-মাকড়ের দংশনে, বিষাক্ত ক্ষতে, আঁচিলে মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগও হয়।

সিনিসিও অরিয়াস (Senecio Aureus)

ইহার প্রধান কার্য্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় রোগে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে হোমিওপ্যাথিতে **mense regulator** বলা হয়।

মানসিক লক্ষণ—কোন বিষয়ে মনকে স্থির করিয়া রাখিতে পারে না। অন্যমনস্ক, হতাশ ভাবাপন্ন।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাতে জলের ঢেউয়ের স্থায় শিরঃঘূর্ণন বোধ হয়। বাম চক্ষুর উপর ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয় এবং যন্ত্রণা বাম চক্ষু হইতে বাম পার্শ্বের কপালে ফুটিয়া বাহির হয়।

উদরাময়—পাতলা তরল জলবৎ মল তৎসহিত শক্ত চাপ চাপ মল মিশ্রিত থাকে (এন্টিমনি ক্রুডাম)। এতদ্ব্যতীত মলত্যাগ করিতে কোঁথ দিতে হয় ও পাতলা কৃষ্ণবর্ণ রক্তযুক্ত মলও হয়। নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা সমুদায় নিম্নোদর ব্যাপিয়া হয়।

মূত্র—মূত্র স্বল্প, গভীর লালবর্ণ, রক্ত এবং শ্লেষ্মাযুক্ত ও কোঁথানি থাকে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং সর্ব্বদা মূত্রের বেগ। এতদ্ব্যতীত মূত্রপিণ্ডশূলেও প্রয়োগ হয়।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব আটকাইয়া যায় কিম্বা অবরুদ্ধ হয়। অল্প বয়স্ক বালিকাদিগের রজঃকৃচ্ছ্রতা এবং তৎসহ কটিশূল। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে গলা, বক্ষঃস্থল এবং মূত্রাশয়ে প্রাদাহিক যন্ত্রণা হয়। ঋতুস্রাবের পরে এতদলক্ষণ সমূহ উপশম হয়। এতদ্ব্যতীত সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর ঋতুস্রাব হয় (কেলকেরিয়া)। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ ব্যতীত ঋতুস্রাব স্বল্প কিম্বা প্রচুর হওয়া অর্থাৎ ঋতুস্রাবের কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না। এইরূপ স্থলে এবং যে স্থলে ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া থাইসিসের উপক্রম হয় সেই স্থলেও সিনিসিও অরিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অল্পবয়স্ক বালিকাদিগের ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া রোগে সিনিসিও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবরুদ্ধ ঋতুস্রাবকে আনয়ন করিতে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (In certain region senecio has been used as a domestic medicine, an old woman's remedy for bringing on the menstrual flow.)

পুংজননেন্দ্রিয়—কাম পরিচায়ক স্বপ্ন দেখে এবং অসারে রেতঃপাত হয়। প্রোষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি হয়। কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

কাশি—কাশি তরল এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। উপরে উঠিতে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করে। খুস্‌খুসে কাশি লাগিয়া থাকে এবং কাশিতে বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ করে। ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া থাইসিস রোগেও সিনিসিও অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। (Phthisis with obstructed menstruation, when the symptoms agree in this kind of a case Senecio is a most useful medicines for establishing the menstrual flow.)

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিপিয়া, এলেটেরিস্, কলফাইলাম।

সেনা (Senna)

ইহা সোণামুখী পাতা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা শিশুদিগের উদরশূল যন্ত্রণায় উত্তম কার্য্য করে। যখন পেট বায়ুতে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে এবং specific graivty অধিক সহ oxaluria রোগেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। যাহাদিগের শরীর এক সময় সবল ছিল, রোগে ভুগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পেট কোষ্ঠ কাঠিন্য, পেশীর দুর্ব্বলতা এবং শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সেনা টনিকরূপে কার্য্য করে।

মল—পীতাভ, মলত্যাপের পূর্ব্বে পেটে কামড়ানি যন্ত্রণা হয়। এতদ্‌-ব্যতীত সবুজ মলও হয় এবং মলত্যাগের পর কোঁথানি থাকে (মার্কিউরিয়াস)। মলদ্বার জ্বালা করে এবং প্রস্রাবে কষ্ট হয়, সহজে সরলভাবে প্রস্রাব হয় না।

যকৃত—যকৃত বড় হয় এবং স্পর্শাধিক্য, মল শক্ত এবং কালবর্ণ, ক্ষুধা থাকে না, জিহ্বা লেপাবৃত, মুখের স্বাদ খারাপ এবং দুর্ব্বল।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—জ্যালাপা।

ডাইলিউসন—৬x, ৬ শক্তি।

সেনেগা (Senega)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মা এবং চক্ষুর পক্ষাঘাতের লক্ষণই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

মানসিক লক্ষণ—ঝগড়াটে।

শিরঃপীড়া—কপাল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে।

চক্ষুরোগ—অক্ষিপুট প্রদাহ, অক্ষিপুট শুষ্ক এবং মামড়িযুক্ত (গ্র্যাফাইটিস)। চক্ষু শুষ্ক এবং মনে হয় চক্ষু অক্ষিগোলক হইতে অত্যন্ত বৃহৎ। দ্রব্যসমূহ ছায়াযুক্ত দেখে। একটি জিনিষকে দুইটি দেখে, মস্তক পশ্চাদ্দিকে নত করিলে ভাল বোধ করে। Vitreous humor অস্বচ্ছ। চক্ষু অস্ত্র করার পর ইহা ব্যবহারে শীঘ্র চক্ষু আরোগ্য হইয়া হয়। চক্ষুর সম্মুখে কি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে, পুনঃপুনঃ চক্ষু মুছিতে হয়।

কাশি—কথা বলিতে কষ্ট বোধ হয়। কাশিতে পৃষ্ঠদেশে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়। স্বর বসিয়া যায়, বক্ষঃস্থল খুব সরু বোধ হয়। কাশিতে কাশিতে হাঁচি হয়, হাঁচি হইয়া কাশি বন্ধ হয়। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা ঘড ঘড় করে। উপরে উঠিতে বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ করে। শ্লেষ্মাসহ বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকে, শ্লেষ্মা উত্তোলনে কষ্ট হয়, প্রচুর শ্লেষ্মা হয় বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকদিগেতে অধিক হয়।

মূত্র—মূত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, শ্লেষ্মার তলানি পড়ে। মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে জ্বালা করে। মূত্রপিণ্ড (kidney) স্থলে বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—১×, ৩×, ৬×, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—কষ্টিকম, ফসফরাস, এমন কার্ব্ব কেলকেরিয়া

রোগের বৃদ্ধি—খোলা বাতাসে, চলাফেরায়, বিশ্রামকালে।

রোগের উপশম—ঘর্ম্মে, মস্তক পশ্চাদ্দিকে নত করায়।

সিনাপিস নাইগ্রা (Sinapis Nigra)

সর্দ্দি, গলকোষ প্রদাহ ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্দ্দি—স্রাব ক্ষতকারক। বাম নাসারন্ধ্র সমস্ত দিন ব্যাপিয়া কিংবা অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যায় বন্ধ থাকে। নাসারন্ধ্র পর্য্যায়ক্রমে বন্ধ হয় এবং স্রাবযুক্ত হয়।

কাশি—কাশি শয়নে উপশম হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, পলাণ্ডুর ন্যায় গন্ধ (এসাফিটিডা)।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী জ্বালা করে, জ্বালা অন্ননালী গলদেশ ও মুখবিবর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, মুখে ক্ষত প্রকাশ পায়। উষ্ণ অম্ল গন্ধযুক্ত উদ্গার ওঠে, সম্মুখদিকে অবনত হইলে শূলযন্ত্রণা অনুভব করে সোজা হইয়া বসিলে উপশম হয়।

মূত্র—মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা হয়, দিবারাত্রি প্রচুর প্রস্রাব হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

স্কুকুম-চুক (Skookum Chuck)

চর্ম্মরোগে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। আমবাত, ইকজিমা, চর্ম্মের শুষ্কতা ইত্যাদি এবং কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশের রোগে, দুর্গন্ধ স্রাবে এবং সর্দ্দিতেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

সোলেনাম্ লাইকোপার্সিকাম্ (Solanum Lycopersicum)

বাত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ইহার বিশেষ লক্ষণ। সমুদায় শরীরময় ভীষণ যন্ত্রণা। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে, মস্তকে যেন সকল সময় রক্তাধিক্য।

শিরঃপীড়া—বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া সমুদয় মস্তকে বিস্তারিত হয়। অন্তকে যন্ত্রণা হ্রাস হওয়ার পরও টাটানি এবং বেদনা বোধ হয়।

চক্ষু—চক্ষুর ভিতরে এবং বাহিরে বেদনা বোধ হয়।

সর্দ্দি—জলের ন্যায় প্রচুর সর্দ্দি হয়।

কাশি এবং স্বরভঙ্গ—কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে অধিক হয় এবং কাশিতে নিদ্রা যাইতে পারে না জাগিয়া থাকে। গলার স্বর ঘস্‌ঘসে, স্বরভঙ্গ, সকল সময় গলদেশ পরিষ্কার করিবার জন্য শ্লেষ্মা উত্তোলনে চেষ্টা করে।

মুত্র—খোলা বায়ুতে সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে। রাত্রিতে প্রস্রাব করিবার জন্য উঠিতে হয়।

বাত—দক্ষিণ স্কন্ধদেশ এবং বক্ষঃস্থলের পেশীর ভীষণ যন্ত্রণা। দক্ষিণ বাহুর মধ্যস্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। দক্ষিণ কনুই এবং হস্তের কব্জীতে যন্ত্রণা। পদদ্বয়েও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—ইউপেটোরিয়াম, রাস, স্যাঙ্গুইনেড়িয়া।

রোগের বৃদ্ধি—দক্ষিণ পার্শ্ব, খোলা বায়ুতে, সর্ব্বদা সঞ্চালনে, ঝাঁকুনিতে, গোলমালে।

রোগের উপশম—উষ্ণ ঘরে, তামাক সেবনে।

সোলিডেগো ভির্গা-অরিয়া
(Solidago Virga-aurea)

ইহার কার্য্য মূত্রপিণ্ডের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে রোগী ক্যাথিটার (Catheter) ব্যতীত মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না সেইরূপ স্থলে সোলিডেগো ক্যাথিটারের কার্য্য করে। মূত্রপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, হস্তের স্পর্শ করা যায় না, মূত্র স্বল্প এবং প্রস্রাবে অত্যন্ত তলানি পড়ে।

মাত্রা—৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট।

স্পাইরেন্থীস (Spiranthes)

স্তনদাত্রী স্ত্রীলোকের দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে ইহা অনেক স্থলে উত্তম কার্য্য করে এতদ্ব্যতীত কটি শূল, বাত শূলযন্ত্রণা ইত্যাদিতেও নির্ব্বাচিত হয়। ইহা একোনাইটের ন্যায় প্রদাহ নিবারক ঔষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিদেশ জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং যোনিদেশের ভিতর শুষ্ক বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত যোনিকুণ্ডয়নও বর্ত্তমান থাকে। সহবাস ক্রিয়ার সময় যোনিদেশ জ্বালা করে।

কটি স্নায়ুশূল—দক্ষিণ পার্শ্বে কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, স্কন্ধদেশেও যন্ত্রণা প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৬×, ৬, ৩০।

স্কুইলা ম্যারিটিমা (Squilla Maritima)

ইহার কার্য্য বিশেষরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে, পরিপাক ক্রিয়ায় এবং মূত্রপিণ্ডে প্রকাশ পায়। বৃদ্ধলোকদিগের পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় ইহার যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ হয় এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে।

সর্দ্দি—তরল সর্দ্দি, নাসারন্ধ্রের পার্শ্ব হাঁজিয়া যায় এবং বেদনা হয়। হাঁচি হয়, গলা জ্বালা করে, শুষ্ক ও শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট থাকে।

কাশি—ভীষণ কাশি হয় তদসহ প্রচুর শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে, শ্লেষ্মা লবণ স্বাদযুক্ত। কাশির সহিত মূত্র অসারে নির্গত হইয়া পড়ে। কাশির সময় শিশু হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করে (কষ্টিকাম, পালসেটিলা)। কাশি গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিলে কিংবা শীতল পানীয় পানে এবং পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। হাম হইয়া কাশিতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। কাশির সহিত হাঁচি বর্ত্তমান থাকে। হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল অথচ অন্য সমুদয় শরীর উষ্ণ থাকে।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ডিজিট্যালিস, ষ্ট্রোফেন্থাস্, এপোসাইনাম্,

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে।

রোগের উপশম—বিশ্রামে।

ষ্টেল্লেরিয়া মিডিয়া (Stellaria Media)

যকৃত এবং বাতে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যকৃত—যকৃত বিবৃদ্ধি এবং স্ফীত হয়, যকৃতে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। মল কাদার ন্যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হয়।

বাত—বাত শরীরের নানা স্থানে প্রকাশ পায়। সন্ধিস্থলসমূহ আড়ষ্ট হয়, বাতগ্রস্থ স্থান স্পর্শ করা যায় না, যন্ত্রণা বোধ করে। পুরাতন বাত এবং যন্ত্রণা সড়িয়া সড়িয়া বেড়ায় (পালসেটিলা)।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x। মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রলেপে ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, গরমে, তামাক সেবনে।

রোগের উপশম—সন্ধ্যায় শীতল বায়ুতে, সঞ্চালনে

ষ্টিক্টা (Sticta)

সর্দ্দি, শ্লেষ্মা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এই প্রকার শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের লক্ষণে এবং এতদসহ বাতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—রোগীর মনে হয় সে যেন আকাশে উড়িতেছে।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় মস্তকের সম্মুখে এবং নাসিকার গোড়ালিতে চাপ চাপ বোধ হয়। সর্দ্দিজনিত শিরঃপীড়া, সর্দ্দি নিঃসৃত না হওয়ার দরুণ শিরঃপীড়া।

সর্দ্দি—নাসারন্ধ্র শুষ্ক, সর্ব্বদা নাসিকা ঝাড়িতে ইচ্ছা অথচ কোন প্রকার স্রাব থাকে না। সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে শুষ্ক মামড়ি পড়ে। নাসিকার মূলদেশে পূর্ণতা বোধ।

কাশি—রাত্রিতে শুষ্ক খকৃখকে কাশি। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে তরল কাশি। সন্ধ্যায় এবং যখন শরীর ক্লান্ত বোধ হয় তখনও কাশি বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলে বুকাস্থির নিকট যন্ত্রণা হইয়া পৃষ্ঠে মেরুদণ্ডে প্রকাশ পায়।

বাত—দক্ষিণ স্কন্ধদেশের সন্ধিতে এবং দক্ষিণ বাহুর পেশীতে। সন্ধি-স্থল স্ফীত উত্তপ্ত এবং লাল হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থলের উপর প্রদাহ এবং লাল দাগ হয়। যন্ত্রণা ভীষণ হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থলের আশে পাশের স্থানও লাল হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ড্রসেরা, রিউমেক্স, স্যাম্বুকাশ।

ষ্ট্যানাম আইওডেটাম
Stannum Iodatum

গলদেশে সুড়সুড়ি হইয়া বহুক্ষণ স্থায়ী কাশিতে ষ্ট্যানাম আইওড ৩x চূর্ণ উত্তম কার্য্য করে। ইহাকে শ্লেষ্মাজনিত ফুসফুসের দোষযুক্ত কাশিতে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

ষ্টিলিঞ্জিয়া (Stillingia)

উপদংশ এবং স্ক্রফিউলাস দোষ বশতঃ অস্থির পুরাতন বাতে ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশ পায়।

মানসিক লক্ষণ—হতাশ, বিষণ্ণ, নিরুৎসাহ, সমুদায় জগত যেন তাহার নিকট অন্ধকার।

স্বর ভঙ্গ—স্বরভঙ্গ এবং বক্তাগণের কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ।

ক্ষত—হস্ত এবং অঙ্গুলিতে পুরাতন পীড়কা প্রকাশ পায়।

গ্রন্থি প্রদাহ—গলদেশের গ্রন্থির প্রদাহ এবং স্ফীতি।

অস্থি প্রদাহ—অস্থিগুল্ম প্রকাশ পায় এবং অস্থিতে বেদনা হয়। অস্থি বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, মার্কিউরিয়াস, সিফিলিনাম্, অরম।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্নে, স্যাঁৎসেতে বায়ুতে, সঞ্চালনে।

রোগের উপশম—প্রাতঃকালে, শুষ্ক বায়ুতে।

ষ্ট্রনসিয়া (Strontia)

বাত যন্ত্রণা, পুরাতন মচকান, রক্তস্রাবের দরুণ পুরাতন উপসর্গে, এবং অস্ত্রপোচারের (operation) দরুণ shockএ ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাই।

শিরঃঘূর্ণন—শিরঃপীড়া এবং বমনেচ্ছাসহ শিরঃঘূর্ণন।

উদরাময়—রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগের সকল সময় ইচ্ছা, প্রাতঃকালের দিকে উপশম হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা করে এবং জ্বালা অনেকক্ষণ থাকে।

বাত—বাতযন্ত্রণা দক্ষিণস্কন্ধে প্রকাশ পায়, এমন যন্ত্রণা হয় যে মনে হয় অস্থির মজ্জাতে কন কন করিতেছে। পদদ্বয়ের ডিমিতে এবং পায়ের তলাতে খিলধরা যন্ত্রণা হয়। পায়ের গুল্‌ফসন্ধিতে পুরাতন আক্ষেপ (chronic spasm) হইতে থাকে। সন্ধিস্থলে বাত হয়।

জ্বর—রোগী জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় গাত্রাবরণ খুলিতে চায় না।

চুলকানি—রসযুক্ত চুলকানি, জ্বালা করে, খোলা বাতাসে উপশম বোধ হয়

মচকান (**Sprain**)—গুল্‌ফ সন্ধির মচকানর ষ্ট্রনসিয়া একটি উত্তম ঔষধ, সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে। ইহা সচরাচর পুরাতন অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। রাত্রিতে ভীষণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—৬x চূর্ণ, ৩০, ২০০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—আর্ণিকা, রুটা, সাইলিসিয়া, ব্যারাইটা কার্ব্ব, ষ্ট্রনসিয়া।

ষ্ট্রন্‌সিয়াম ব্রোম—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

রোগের উপশম—উষ্ণজলে ডুবাইলে উপশম বোধ করে।

ষ্ট্রোফেন্টাস্ হিসপিডাস
(Strophantus Hispidus)

ইহার যাহা কিছু কার্য্য হৃৎপিণ্ডের উপরই দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের উপর কার্য্য করিয়া হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন (systole) বৃদ্ধি করতঃ হৃৎপিণ্ডের গতি হ্রাস করে। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার বলকারক ঔষধরূপে ইহা ব্যবহার হয়। নিউমোনিয়া কিংবা শস্ত্রপোচারজনিত রক্তস্রাব বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বলতার কিংবা তরুণ রোগ হেতু অবসন্নতার ষ্ট্রোফেন্টাস্ হিসপিডাস উত্তম কার্য্য করে। ষ্ট্রোফেন্টাসকে fatty heart হওয়ার দরুণ হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রমের আশঙ্কায় অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হয় (specially useful in failing compensation dependent upon fatty heart)।

নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দুর্ব্বল হয়, হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং এতদসহিত পদদ্বয়ের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৬x। অধিক তরুণ রোগে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট দিনে ৩বার করিয়া সেবনীয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ডিজিটালিস কিন্তু ইহার কার্য্য ষ্ট্রোফেনটাস অপেক্ষা বিলম্বে হয়।

ষ্ট্রিক্নাইনাম (Strychninum)

মৃগীবৎ কনভালসন শরীর পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায়। অক্রমণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পেশী সমূহ শিথিল হয়। সামান্য স্পর্শে এবং গোলমালে কনভালসন বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং চক্ষু অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয়। শিরঃঘূর্ণনসহ কর্ণে গুণগুণ ভন্‌ভন্‌ শব্দ হয়। মস্তক সম্মুখ দিকে ঝাঁকাইয়া উঠে।

গলদেশ—শুষ্ক, সঙ্কুচিত, মনে হয় গলদেশে কিছু দলা পাকাইয়া আছে। গলাধঃকরণ অসম্ভব। গলদেশ এবং অন্ননালীর সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া জ্বালা করে। মুখবিবরের ভিতরে টাকরা অত্যন্ত চুলকায়।

পরিপাক ক্রিয়া—সর্ব্বদা কাঠ বমি এবং ভীষণ বমন ও বমনেচ্ছা। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনেচ্ছা। আক্ষেপের সময় মল অসারে নির্গত হয়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য—ভীষণ কোষ্ঠ কাঠিন্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—সঙ্গম ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা। গাত্রে সামান্য স্পর্শে কাম ইচ্ছার উত্তেজনা উৎপাদন করে।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—কণ্ঠনালীর পেশীর আক্ষেপ (spasm) হয়। ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়। বক্ষঃস্থলের পেশীর অত্যন্ত কষ্ট হয়।

কাশি—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর কাশি লাগিয়া থাকে, শীঘ্র যায় না।

কনভালসন—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের পেশীর আড়ষ্টতা (rigidity)। পৃষ্ঠদেশে এবং মেরুদণ্ডের নিম্নে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। পৃষ্ঠদেশ আড়ষ্ট হইয়া যায়। মেরুদণ্ডে ভীষণ ঝাঁকুনি হইতে থাকে। মেরুদণ্ডের নিম্নে বরফবৎ শীতল অনুভূতি হয়। ভীষণ ঝাঁকুনি, কাপুনি এবং আকুঞ্চন হইতে থাকে (violent) jerking, twitching and trembling)। মৃগীবৎ ভীষণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কনভালসন হইতে থাকে, রোগীর পৃষ্ঠদেশ বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আকার ধারণ করে। সামান্য স্পর্শে এবং নড়াচড়ায় কনভালসন আরম্ভ হয়। পেশী সমূহে খিলধরা যন্ত্রণা হয়।

ষ্ট্রীকনাইন আর্স (Strychninum ars)—শয়ন অবস্থায় ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়, পদদ্বয় স্ফীত হয়, মূত্র স্বল্প হয়, specific gravity অত্যন্ত অধিক হয়, মূত্রে প্রচুর glucoseএর তলানি পড়ে। বহু মূত্রে ৬x চূর্ণ ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিকিউটা, আর্ণিকা, ষ্ট্রিকনাইন আর্স।

ইউকেলিপ্‌টাস—ষ্ট্রিক্‌নাইনামের অপব্যবহারের গুণ নষ্ট করে।

ডাইলিউসন——৬x, ৩০।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া ফস্ফরিকা (Strychnia Phosphorica)

মস্তিষ্ক মাজ্জেয় মণ্ডলীতে (cerebro spinal system) কার্য্য করতঃ পেশী মণ্ডলে কার্য্য প্রকাশ করিয়া পেশীর আকুঞ্চণ, আড়ষ্টতা, পেশীর দুর্ব্বলতা এবং কার্য্যে অক্ষমতা উৎপন্ন করে। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় কার্য্য করিয়া নাড়ীর অনিয়মতা প্রকাশ করে, মনের অবস্থাকে কর্ত্তৃত্বের বাহিরে লইয়া যায়—রোগী হাসিতে থাকে, হাসি থামাইতে পারে না। ষ্ট্রিকনিয়া ফস্ তাণ্ডব রোগে, হিষ্টিরিয়ায় প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। ইহার লক্ষণ সমূহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্রামে খোলা বাতাসে উপশম হয়।

কশেরুক মজ্জার রক্তশূন্যতায় ষ্ট্রিক্‌নিয়া ফস একটি উত্তম ঔষধ—পক্ষাঘাত, জ্বালা, যন্ত্রণা, এবং মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতায় ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। মেরুদণ্ড হইতে যন্ত্রণা বক্ষঃস্থলের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ হয়। পদদ্বয় শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত থাকে। হস্ত এবং বক্ষঃদেশ অল্প অল্প শীতল।

সাল্‌ফোনাল (Sulfonal)

ইহাতে ভীষণ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এবং মস্তিষ্কের রোগবশতঃ শিরঃঘূর্ণন হয়

মানসিক লক্ষণ—মন অত্যন্ত চঞ্চল, আনন্দ এবং আশাপূর্ণ অবস্থা হইতে নিরানন্দ নিরাশা এবং দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়।

চক্ষুদৃষ্টি—একটি দ্রব্যকে দুইটি দেখে, দ্বিদৃষ্টি হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ লাল এবং অস্থিরতায় পূর্ণ।

শিরঃঘূর্ণন—মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না।

মুত্র—প্রস্রাবের সর্ব্বদা বেগ, মূত্র অল্প।

দুর্ব্বলতা—রোগী হাটিতে টলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। দুর্ব্বল, পদদ্বয় ভার ভার বোধ হয় এবং কাঁপে। উভয় পদই আড়ষ্ট এবং শক্ত বোধ করে। শারীরিক ক্রিয়ার বৈষম্য (ataxia)।

নিদ্রা—সজাগ, অস্থিরতাপূর্ণ অথচ তন্দ্রাযুক্ত।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ট্রাইনাল—শিরঃঘূর্ণন, শারিরীক ক্রিয়ার বৈষম্য, বমনোদ্বেগ,উদরাময়, নাসিকারবযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস।

সালফার আইওডেটাম
(Sulphur Iodatum)

ইহা চর্ম্মরোগে বিশেষতঃ Barber's itch এবং ব্রণের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে সমুদায় চর্ম্মরোগ সহজে আরোগ্য হয় না সেই স্থলে ইহাকে চিন্তা করা উচিত।

চর্ম্মরোগ এবং চুলকানি—কর্ণ, নাসিকা এবং মূত্রমার্গে চুলকানি হয়। মুখমণ্ডলে ঘন বটীযুক্ত অর্থাৎ প্রচুর ফুস্কুড়িযুক্ত পীড়কা প্রকাশ পায়। গ্রীবাদেশে স্ফোটক হয়, হস্তদ্বয়ে প্রচুর চুলকানিযুক্ত পীড়কা দেখা দেয়।

ডাইলিউসন—৬× চূর্ণ।

সুম্বুল (Sumbul)

হিষ্টিরিকেল এবং স্নায়বীক লক্ষণে ইহার ব্যবহার দেখা যায়, এতদ্ব্যতীত স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদিতেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে।

হৃৎস্পন্দন—স্নায়বীক হৃৎস্পন্দনের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। বাম বক্ষঃস্থলের চারিপার্শ্বে এবং বাম কুক্ষি প্রদেশে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়। পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয়, নাড়ীর গতি অনিয়ম।

ডিম্বাশয় প্রদাহ—নিম্নোদর পূর্ণ, ফাঁপা, এবং যন্ত্রণাযুক্ত। ডিম্বাশয়েও যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬x।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এসাফিটিডা, মস্কাস।

সিম্ফরিক্যারপাস রেসিমোসা
Symphoricarpus Recemosa

ইহা অন্তঃসত্বাবস্থায় ভীষণ বমনের একটি অব্যর্থ মহৌষধ। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ মুখে জল উঠা, তিক্ত আস্বাদ, বিবমিষা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। সঞ্চালনে বমন বৃদ্ধি হয়, সমুদায় খাদ্যে অরুচি। চিৎ হইয়া শয়নে উপশম।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, এবং ২০০। অনেকে ২০০ শক্তিকে অধিক ফলপ্রদ বলেন।

সিম্ফাইটাম (Symphytum)

ইহা উদ্ভিজ্জ জাতীয় ঔষধ।

সিম্ফাইটামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে—ভগ্ন অস্থির সংযোগ সাধন করা (কেলফস) এবং তদহেতু অস্থির বেদনা যন্ত্রণা নিবারণ করা। ক্ষত শুষ্ক

হইবার পর অস্থির যন্ত্রণা। ভগ্ন অস্থির মুখের যন্ত্রণা, আঘাত, মুষ্ঠাঘাত লাগিয়া অক্ষি গোলকের যন্ত্রণা ইত্যাদিতে সিম্ফাইটাম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। আঘাত হেতু চক্ষুর যন্ত্রণায় সিম্ফাইটাম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই বলিলেই হয় (for traumatic injuries of the eyes no remedy equals this)। যে স্থলে অস্থি ভগ্ন হইয়া শীঘ্র জোড়া লাগিতেছে না, অথবা অঙ্গচ্ছেদ (amputation) হওয়ার দরুণ ছিন্নাগ্রে যন্ত্রণা হইতেছে সেইরূপ স্থলে সিম্ফাইটামকে প্রাধান্য দিবে।

সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলেনাম (Syzygium Jambolanum)

ইহা কাল জামের বিচী হইতে প্রস্তুত হয়। বহুমূত্র রোগে ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। এই প্রকার আর দ্বিতীয় কোন ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা প্রয়োগে মূত্রে শর্করার পরিমাণ এত শীঘ্র হ্রাস এবং শূন্য করিয়া দেয়। বহুমূত্রে ইহার উপকারিতা দেখিয়া অনেকে ইহাকে বহুমূত্রের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া বাজারে বিক্রয় করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং ভীষণ চুলকায়। অত্যন্ত পিপাসা থাকে, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। প্রস্রাব প্রচুর হয় এবং specific gravity অত্যন্ত অধিক হয়। পুরাতন ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট।

ট্যাক্সাস ব্যাকেটা (Taxus Baccata)

চর্ম্ম এবং পুরাতন বাতরোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী এবং নাভির চারি পার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। আহারের পর কাশি হয় পাকস্থলীতে পিনের খোঁচার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। উষ্ণ লালাস্রাব হয় এবং লালাস্রাব ক্ষতকারক।

ক্ষত—ক্ষতের আকার বড় বড় হয় এবং চ্যাপ্টা ও অত্যন্ত চুলকায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এবং ৬x।

টেলিউরিয়াম (Tellurium)

চর্ম্মরোগ, কর্ণ প্রদাহ এবং দুর্গন্ধ পূঁজের সঞ্চার এবং ক্ষত হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা এবং পৃষ্ঠদেশের স্পর্শাধিক্যতা বর্ত্তমান থাকে।

অক্ষিপুট প্রদাহ—অক্ষিপুট পুরু এবং প্রদাহ হয় ও চুলকাইতে থাকে।

ইকজিমা—কর্ণের পশ্চাতে ইকজিমা প্রকাশ পায় এবং এতদ্ব্যতীত গোলাকাররূপে গাত্রের অন্যত্রও ইকজিমা হয়।

কানপাকা—কর্ণের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশে পূঁজের সঞ্চার হয়, ক্ষতকারক স্রাব হয়, আঁষ্টানি গন্ধ হয়, চুলকায় এবং দপ্ দপ্ করে।

সর্দ্দি—সর্দ্দিসহ চক্ষু হইতে জল পড়া এবং স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে, সর্দ্দি খোলা বাতাসে ভাল থাকে।

মেরুদণ্ডের প্রদাহ—মেরুদণ্ডের শেষ অংশে অর্থাৎ sacrum এ এবং শেষ cervical vertebra হইতে ৫ম dorsal vertebraeতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় (চিনিমাম সালফ, ফস্ফ)।

কটি স্নায়ুশূল—দক্ষিণ পার্শ্বে হয়, কাশিতে, টান পড়িলে, এবং রাত্রিতে অধিক হয়। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডের vertebrae তে যন্ত্রণা থাকে। হাঁটুর ভাঁজের পেশীবন্ধনীর সঙ্কোচন হয়।

দদ্রু—(Ring worm)—হস্ত পদ চুলকায়। গোলাকারভাবে অনেক স্থান ব্যাপিয়া দাদ প্রকাশ পায় এবং আক্রান্ত স্থান দুর্গন্ধ হয়।

ডাইলিউসন—৬. ৩০. ২০০। টেলিউরিয়ামের কার্য্য শীঘ্র প্রকাশ পায় না, কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিৎ।

সমগুণ ঔষধসমূহ—র‍্যাডিয়াম, সিলিনিয়াম, সিপিয়া, আর্স, রাসটক্‌স্।

রোগের বৃদ্ধি—বিশ্রামে, রাত্রিতে, শীতকালে, ঘর্ষণে, কাশিতে, হাসিতে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, স্পর্শে।

টিউক্রিয়াম ম্যারাম (Teucrium Marum)

নাসিকা এবং মলদ্বারের লক্ষণ ইহাতে অধিক প্রকাশ থাকে। অর্ব্বুদ (Polypi) ইহার একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলদ্বারের ক্রিমিতেও ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। পুরাতন সর্দ্দিতে, দুর্গন্ধযুক্ত বৃহৎ আকারের নাসিকার মামড়িতে, পিনাশে (Ozaena) ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। ইহাতে রোগী কোন জিনিষের গন্ধ টের পায় না।

নাসিকা অর্ব্বুদ—শ্লেষ্মা অর্ব্বুদ বটি। বড় বড় আকারের শ্লেষ্মা পিণ্ড নাসিকা হইতে স্রাব হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। নাসারন্ধ্র সড় সড় করে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে জল নির্গত হয় এবং হাঁচি বর্ত্তমান থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ শ্লেষ্মা বমন হয়। পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রণা সহ সকল সময় হিক্কা হইতে থাকে। অস্বাভাবিকরূপ ক্ষুধা হয়, আহারে হিক্কা হয়।

ক্রিমি—মলদ্বার চুলকায় এবং সন্ধ্যায় শয্যায় সকল সময় মলদ্বারে অস্বস্থি বোধ হয় এবং চুলকায়। কৃমিতে রাত্রে রোগী অধিক অস্থির হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বারে যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ সুড় সুড় বোধ হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনা, ইগ্নেসিয়া, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সাইলিসিয়া

ডাইলিউসন—১×, ৩×। নাসিকার অর্ব্বুদে শুষ্ক চূর্ণ।

থ্যাল্লিয়াম (Thallium)

কশেরুকা মজ্জা (locomotor ataxia) রোগের ভীষণ যন্ত্রণা উপশম করে। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত মস্তক হইতে কেশ-পতনেও (allopecia) ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

পক্ষাঘাত—পদদ্বয়ের পক্ষাঘাতে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে, অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ। হস্ত পদের অঙ্গুলি অসাড় বোধ হয়, এবং এই অসাড়তা নিম্নাঙ্গে বিস্তারিত হয়।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x চূর্ণ এবং ৩০ শক্তি।

থ্যাস্‌পিয়াম অরিয়াম-জিজ্রিয়া (Thaspium aureum-Zizia)

হিষ্টিরিয়া, মৃগী এবং তাণ্ডব রোগে ইহার প্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক লক্ষণ—আত্মহত্যা চিন্তা, অবসাদ, কখন হাসি কখন ক্রন্দন ইত্যাদি মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়।

পুং জননেন্দ্রিয়—সঙ্গম ক্রিয়ার পর অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ। সঙ্গমশক্তি বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—বাম ডিম্বপ্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা হয়।

শ্বেত প্রদর—ক্ষতকারক প্রচুর শ্বেত প্রদর স্রাব হয়।

কাশি—কাশি শুষ্ক এবং কাশিতে বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—তাণ্ডব রোগ বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায়

প্রকাশ পায়। পদদ্বয় সর্ব্বদা নাড়াইতে থাকে, পদদ্বয় অত্যন্ত অস্থির (ট্যারেণ্টুলা)।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এগারিকাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, ট্যারেণ্টুলা, ইথুজা।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রিতাবস্থায়।

থিয়া (Thia)

চা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। স্নায়বীক নিদ্রাহীনতা, হৃৎপিণ্ডের রোগ, হৃৎস্পন্দন এবং পুরাতন চা পানকারীদিগের অজীর্ণ রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

নিদ্রাহীনতা—নিদ্রাহীনতা এবং অস্থিরতা। সুনিদ্রা হয় না মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। দিবসে নিদ্রা পায়, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ, পাকস্থলীতে যেন কিছুই নাই অম্লস্বাদযুক্ত দ্রব্য আহার করিতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ পেটে প্রচুর বায়ুর সমাবেশ হয়।

হৃৎস্পন্দন—বাম পার্শ্বে নিদ্রা যাইতে পারে না, হৃৎস্পন্দন হয়। নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং ইণ্টারমিটেণ্ট।

ডাইলিউসন—৩x, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—থুজা, ফেরাম, বিস্মার।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, খোলা বায়ুতে ভ্রমণে, আহারের পর।

রোগের উপশম—উষ্ণ জলে স্নানে এবং উত্তাপে।

থিওসিনামিন (Theosinamine)

কর্ণের গুণগুণ শব্দের একটি উত্তম ঔষধ। ডাক্তার মুর কর্ণের যে কোন প্রকার গুঞ্জন শব্দের থিওসিনামিনকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। তিনি ইহার

দ্বারা অনেক রোগী, বহুদিন স্থায়ী পুরাতন কর্ণের শব্দ আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি কর্ণের গুণ্ গুণ্ ভন্ ভন্ ইত্যাদি শব্দের ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলেন।

ইহা চূর্ণ এবং তরল উভয়ই পাওয়া যায়। প্রত্যহ ৩x চূর্ণ অর্দ্ধ গ্রেন্ পরিমাণ ২ বার করিয়া সেবণীয়।

থাইমল (Thymol)

জননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রে ইহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহার যাহা কিছু কার্য্য সমুদায়ই যেন এতদস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। লিঙ্গের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, স্বপ্নদোষ হয় এবং এতদ্ব্যতীত Hook worm রোগে ইহাকে অব্যর্থ বলা হয় (চিনোপোডিয়াম)।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত খিটখিটে, তর্কপ্রিয়, একগুঁয়ে এবং লোক সঙ্গ ভাল বাসে।

স্বপ্নদোষ—রাত্রিতে প্রচুর স্বপ্নদোষ হয়, কুৎসিৎ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃপাত হয়। প্রস্রাব ফোঁটাফোঁটা হয়, জ্বালা করে। এতদ্ব্যতীত প্রচুর প্রস্রাবও হয়। ইউরেট বৃদ্ধি হয়, ফস্ফেট হ্রাস হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

রোগের বৃদ্ধি—মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে।

থাইরইডিনাম (Thyroidinum)

অত্যধিক থাইরাইড সেবনে রক্তশূন্যতা, শীর্ণতা, পেশীর দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম, শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়বীক কম্পন, সুড়সুড়ি, ঝিনঝিনি বোধ এবং পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়।

শিশুদিগের শীর্ণতা, বালাস্থিবিকৃতি, অস্থিভঙ্গের সংযোগের বিলম্বে ইহার

প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ লিখিত দেখিতে পাওয়া যে শিশু-দিগের অণ্ডকোষ ঝুলিয়া না পড়িলে (undescended testicle) থাইরইডিনাম অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া কিছুদিন প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। থাইরইড শরীরের পরিপোষণ ক্রিয়ার উপর উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত স্তন এবং জরায়ু স্থানের অর্ব্বুদে (tumor), অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনে, অসারে শয্যায় মোতা, গলগণ্ডে, স্মরণশক্তিহীনতায়ও ব্যবহার হয়।

মানসিক লক্ষণ—বিমর্ষ, খিট্‌খিটে, সামান্য কারণেই রাগান্বিত হয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের সম্মুখে যন্ত্রণা হয়।

হৃৎস্পন্দন—সামান্য পরিশ্রমেই হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মনে হয় বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দুর্ব্বল।

প্রস্রাব—প্রচুর প্রস্রাব হয়, এলবিউমেন এবং শর্করা বর্ত্তমান থাকে।

শেযে মোতা—দুর্ব্বল স্নায়ু প্রধান খিটখিটে শিশুদিগের শেযে মোতায় উত্তম কার্য্য করে। (প্রাতে এবং সন্ধ্যায় অর্দ্ধ গ্রেন মাত্রায় সেবণীয়)।

ডাইলিউসন—৬, ৩০, ২০০।

টিলিয়া ইউরোপা (Tilia Europa)

চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতায়, রক্তস্রাবে, জরায়ুপ্রদাহে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—মস্তকে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্ব তৎপর বামপার্শ্বে, যন্ত্রণার সময় দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়।

জরায়ু—জরায়ু প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় অথচ যন্ত্রণার উপশম হয় না। বস্তি কোটরে প্রদাহ হয় এবং ফাঁপিয়া উঠে, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না।

শ্বেত প্রদর—হাঁটাহাঁটিকালীন শ্লেষ্মাবৎ প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়। যোনিদেশের বাহ্যপ্রদেশে হাঁজিয়া যায়।

আমবাত—ভীষণ চুলকায় এবং চুলকানির পর আগুণের ন্যায় জ্বালা করে লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা প্রকাশ পায় এবং চুলকায়। নিদ্রায় অভিভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায়, উত্তপ্ত ঘরে, শয্যার উত্তাপে।

রোগের উপশম—শীতল ঘরে, সঞ্চালনে।

থ্লাপ্‌সী বার্সা প্যাসটোরিস
(Thlapsi-Bursa-Pastoris)

ইহা রক্ত স্রাব এবং ইউরিক এসিডের বিষঘ্ন ঔষধ, ইহাতে রক্ত স্রাব হ্রাস করার এবং ইউরিক এসিডের সমাবেশ নষ্ট করে। জরায়ু, অর্ব্বুদ, যে কোন স্থান হইতে রক্ত স্রাবে ইহা নির্ব্বাচিত হয় এবং ইউরিক এসিডের বিষঘ্নরূপে কার্য্য করিয়া মূত্রপিণ্ড শূল যন্ত্রণা (renal colic) নিবারণ করে।

রক্ত স্রাব—রক্ত স্রাব প্রচুর হয় এবং রক্ত স্রাব নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির। রক্ত কাল এবং চাপ চাপ। জরায়ু হইতে রক্ত স্রাবে ভীষণ খিলধরা এবং শূল যন্ত্রণা হয়। রক্ত স্রাব, গর্ভপাত, প্রসব যন্ত্রণা, রজোনিবৃত্তিকালে অধিক হয় এবং এমন কি জরায়ুর কর্কট রোগবশতঃ রক্ত স্রাব হয়।

ঋতু স্রাব—মাসিক ঋতু স্রাব সময়ের পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রচুর এবং অনেক দিন স্থায়ী, প্রায় ১০।১৫ দিন হয়। প্রথম স্রাব নির্গত হইতে কষ্ট হয়, প্রথমে কেবলমাত্র সামান্য দেখা দেয়, দ্বিতীয় দিনে শূল যন্ত্রণা, বমন এবং চাপ চাপ রক্ত স্রাব হয় এবং দেখা যায় প্রত্যেক এক দিন পর পর স্রাব অধিক হয়। থ্লাপ্‌সীতে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জরায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃ রক্ত স্রাব কিংবা ঋতু স্রাবে বিলম্বও হয়।

মূত্রপিণ্ড শূল—মূত্রপিণ্ড শূলে থ্ল্যাপসি উত্তম কার্য্য করে এবং অনেক স্থলে কোন ঔষধে উপকার না হইলে থ্ল্যাপসিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। যে সমুদয় রোগীতে ইউরিক এসিডের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ স্থলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। থ্ল্যাপসিতেও ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে। প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়, প্রস্রাবে কষ্টও হয়, অনেক সময় থ্ল্যাপসি ক্যাথিটারের কার্য্য করে।

শ্বেত প্রদর স্রাব—রক্তযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ। মাসিক ঋতু স্রাবের কিছুদিন পূর্ব্বে এবং পরে হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—মূত্রপিণ্ড শূলে মূল অরিষ্ট অধিক ব্যবহার হয় এবং আমিও মূল অরিষ্টই প্রয়োগ করিয়া থাকি। রক্ত স্রাব ইত্যাদিতে ৬×, ৩০ অধিক প্রচলিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনাপিস, ট্রিলিয়াম, ভাইবুরনাম, উষ্টিল্যাগো।

ট্রাইবুলাস টেরেসট্রিস (Tribulas Terrestris)

মূত্র যন্ত্রে বিশেষতঃ মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় দ্রুত রেতঃপাতে, বীর্য্যের তারল্যে, প্রষ্টেটিক গ্রন্থির প্রদাহে, পাথরি রোগে, লিঙ্গের দুর্ব্বলতায় ইহা একটি উত্তম ঔষধ। হস্তমৈথুনজনিত আংশিক ধ্বজভঙ্গে, মলত্যাগ করিতে বীর্য্যস্খলনে ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অধিক বয়সে অত্যধিক স্ত্রীসহবাস হেতু লিঙ্গের দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইলেও ট্রাইবুলাসকে স্মরণ করিবে। এই শ্রেণীর ঔষধ—সিলিনিয়াম, এসিড ফস ইত্যাদিতে উপকার না হইলে ট্রাইবুলাস প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। ইহাতে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা হইতেছে যন্ত্রণাযুক্ত মূত্র ত্যাগ এবং মূত্রের বেগ ধারণে অক্ষমতা।

মাত্রা—১০ হইতে ২০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবনীয়।

ট্রাইফোলিয়াম প্রেটেনসি
(Trifolium Pratense)

অত্যন্ত লালা স্রাব হয়। মনে হয় কর্ণমূল হইবে, এতদ্ব্যতীত মস্তকে চর্ম্মরোগ অর্থাৎ দুগ্ধ পীড়কা (crusta lactea) প্রকাশ পায়। লালা স্রাবই ইহার বিশেষ লক্ষণ (মার্কিউরিয়াস)।

হুপিং কাশি—রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। তরল সর্দ্দি থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ট্রাইফোলিয়াম রিপেন্স—কর্ণমূলে ইহাকে প্রতিষেধক ঔষধ বলা হয়। লালাস্রাবী গ্রন্থি রক্তাধিক্য যন্ত্রণাযুক্ত এবং শক্ত হয়, শয়নে বৃদ্ধি হয়। মুখ-বিবর তরল জলবৎ লালায় পূর্ণ হইয়া থাকে। মনে হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ ভয় হয়, উপবেশনে এবং সন্ধ্যাকালে উপশম বোধ করে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ট্রাইটিকাম (Triticum)

মূত্রাশয়ের irritationএর ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশয় প্রদাহ এবং প্রমেহ ইত্যাদি রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণাযুক্ত এবং কষ্টজনক প্রস্রাব হয়। পূঁজ এবং শ্লেষ্মাস্রাব থাকে, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রোষ্টেটিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, সর্ব্বদা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান থাকে।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট দিনে ৩ বার সেবনীয়।

ট্রোম্বোডিয়াম (Trombodium)

আমাশয়ের ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। খাদ্যদ্রব্য আহারে এবং পানে লক্ষণ সমুদায় বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে নিম্নোদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। কেবল আহারের পর মলত্যাগ হয়, যকৃত রক্তাধিক্য হয়, প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উঠিলে তরল মলত্যাগের অত্যন্ত বেগ হয়। মল কটাবর্ণ, তরল, রক্তমাখা এবং কোঁথানিযুক্ত। মলত্যাগকালীন বাম পার্শ্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা নিম্ন দিকে বিস্তারিত হয়, মলদ্বার জ্বালা করে।

ডাইলিউসন ৬, ৩০।

টুসিল্যাগো (Tussilago)

মূত্র যন্ত্রে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং প্রমেহ রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

প্রমেহ—মূত্রমার্গ সুড় সুড় করে। পীতবর্ণ, গাঢ় পুঁজ স্রাব হয়। সুড় সুড় বোধের সহিত লিঙ্গের উচ্ছ্বাস হয়, কোষরজ্জুতে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—নিম্ন ক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

টুরনেরা (Turnera)

ইহা ডেমিয়ানা নামেও পরিচিত। লিঙ্গের দৌর্ব্বল্যে, ধ্বজভঙ্গে, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য হেতু লিঙ্গের দুর্ব্বলতায়, পুরাতন প্রোষ্টেটিক (Prostatic) স্রাবে। অল্প বয়স্ক বালিকাদিগের স্বাভাবিক ঋতু আনয়ন করিতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ১০ হইতে ৪০ ফোঁটা।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম
(Uranium Nitricum)

ইহার ব্যবহার বহুমূত্রে, মূত্রপিণ্ডের প্রদাহে, high blood pressure এবং শোথ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিপাক ক্রিয়া—অত্যন্ত পিপাসা, বমনেচ্ছা, বমন এবং ভীষণ ক্ষুধা হয়। আহারের পর পেট ফাঁপিয়া উঠে, পাকাশয়ের নিম্নদিকের মুখে যন্ত্রণা হয়, এতদ্ব্যতীত পাকাশয় এবং duodenal ক্ষতেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুমূত্র—প্রস্রাব প্রচুর হয়। শরীর শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপাও থাকে। মূত্রমার্গে জ্বালা করে প্রস্রাবের বেগ রাখিতে পারে না, অসাড়ে মূত্রস্রাবও হয় (মুলেন অয়েল)।

ধ্বজভঙ্গ—সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ হয় এবং এতদসহ স্বপ্নদোষ বর্ত্তমান থাকে। লিঙ্গ শীতল এবং শিথিল।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ফস্ফরিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, আর্জেণ্টাম নাই, কেলিবাই, আর্স।

ডাইলউসন—২x, ৩x।

আর্টিকা ইউরেন্স (Urtica Urens)

প্রসবান্তে স্তনে দুগ্ধাভাব, আমবাত, প্লীহা রোগ, গেঁটে বাত এবং ইউরিক এসিড ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত কাঁকড়া, গুগলি আহার করার জন্য উপসর্গে ইহা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে। বাতে আমবাতের ন্যায় পীড়কা বর্ত্তমান থাকে।

উদরাময়—উদরাময়ে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব থাকে, পুরাতন উদরাময়ে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

চুলকানি—অণ্ডকোষে চুলকানি হয় এবং চুলকানির জন্য রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

দুগ্ধ লোপ—স্তনে দুগ্ধ অধিক হয় না, হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

যোনি কুণ্ডয়ন—যোনিদেশ অত্যন্ত চুলকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং চুলকানি বর্ত্তমান থাকে ও স্থান চাকা চাকা হইয়া ফুলিয়া উঠে।

আমবাত—চাকা চাকা আমবাত প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়। গাত্র অত্যন্ত জ্বালাও করে।

বাত—আমবাতের সহিত বাত পর্য্যায়ক্রমে হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, এবং নিম্নক্রম।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মেডুসা, নেট্রাম মিউর, ল্যাক-ক্যানাইনাম, রিসিনাস, রাসটক্স, এপিস।

রোগের বৃদ্ধি—জলে, শীতল স্যাঁৎসেতে বায়ুতে, স্পর্শে।

উষ্টিল্যাগো (Ustilago)

জরায়ু থল থলে শিথিল যেন পেশী সমূহের কোনপ্রকার শক্তি নাই, রক্তস্রাব হয়। শরীরের নানান স্থানে রক্তাধিক্য হয় বিশেষতঃ রজঃ নিবৃত্তি কালে। রক্তস্রাব নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির (passive) এতদ্ব্যতীত দুগ্ধপীড়কায়ও (crusta lactea) ব্যবহার হয়।

হস্তমৈথুন—হস্তমৈথুন যেন কর্ত্তৃত্বহীন অর্থাৎ সংযম করিতে পারে না। হস্তমৈথুন করিতে প্রবল আকাঙ্খা। কটিদেশে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে। অবসন্ন হঠাৎ নিরুৎসাহ।

ঋতুস্রাব—অনুকল্প ঋতুস্রাব হয় অর্থাৎ ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে মুখ হইতে রক্ত উঠে (ব্রাই, ফস্ফ)। ডিম্বাশয় জ্বালা এবং বেদনা।

রক্তস্রাব—গর্ভপাতের পর কিংবা অন্য সময়ে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাবে যন্ত্রণা থাকে না। সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয় (ইপিকাক, স্যাবাইনা)।

রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, তরল এবং চাপ চাপ। রজঃ নিবৃত্তিকালে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (ল্যাকেসিস, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব)। রক্ত উজ্জ্বলবর্ণ ব্যতীত কালবর্ণ চাপ চাপ রক্তও নিঃসৃত হয় এবং রক্ত টানিলে দড়ির মত লম্বা হইয়া যায় (ক্রোকাস, ল্যাক-ক্যানাইনাম)।

জরায়ু গ্রীবা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়। প্রসবান্তিক রক্তস্রাবেও উষ্টিল্যাগো উত্তম কার্য্য করে (সিকেলি, স্যাবাইনা)। প্রচুর ক্লেদস্রাবও হয়।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্ম শুষ্ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া হইবার প্রবণতা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিকেলি, স্যাবাইনা।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

উভাউর্সি (Uvaursi)

মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। মূত্রাশয় প্রদাহ, রক্ত প্রস্রাব, জরায়ুযুক্ত স্রাব, শ্লেষ্মাযুক্ত প্রস্রাব, শ্লেষ্মাযুক্ত মূত্র ত্যাগের পর জ্বলন। পাথরি হেতু প্রদাহ।

মূত্র—পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ এবং মূত্রাশয়ে ভীষণ আক্ষেপ (spasm) হয়। প্রস্রাবে রক্ত পুঁজ এবং চট্‌চটে শ্লেষ্মা ও বড় বড় চাপ বর্ত্তমান থাকে (clots in large masses)। অসাড়েও মূত্র নিঃসরণ হয় এবং মূত্র সবুজ-বর্ণ হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ৩০ ফোটা প্রয়োগ করা হয়।

ভ্যাক্‌সিনিনাম (Vaccininum)

ইহা নোসোড জাতীয় ঔষধ। ইহাকে বসন্ত রোগের একটি মহৎ ঔষধ বলা হয়। বসন্ত রোগ যখন বহুব্যাপক রূপে দেখা দেয় সেইরূপ স্থলে ইহা সপ্তাহে একবার করিয়া সেবনে প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। ইহা সচরাচর ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। কপালে যন্ত্রনা হয়, কপাল এবং চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয়। গাত্রত্বক উত্তপ্ত এবং শুষ্ক।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ভ্যারিওলিন, ম্যালানড্রিনাম, থুজা।

ভ্যাক্‌সিনাম মার্টিলইডিস ফোলিও (Vaccinum Myrtilloides Folio)

ইহা বহুমূত্রের নূতন ঔষধ এবং অত্যন্ত ফলপ্রদ। ইহাতে পথ্যের বিশেষ কোন বিচার দরকার হয় না। যাহারাই ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহারাই ইহার সুনাম করিয়াছে। ইহা মুল অরিষ্ট ব্যবহার হয়। (several who have used this new diabetes remedy have reported a very marked reduction of sugar in the urine with little or no restriction in the diet—B & T.)

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana)

ভ্যালেরিয়ানা হিষ্টিরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী স্নায়ু প্রধান, স্পর্শাধিক্য, পরিবর্ত্তনশীল মানসিক লক্ষণ।

হিষ্টিরিয়া—ভ্যালেরিয়ানার যাহা কিছু প্রয়োগ হিষ্টিরিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এসাফিটিডা, মস্কাস ইত্যাদির ন্যায় ভ্যালেরিয়ানাতে হিষ্টিরিকেল

আক্ষেপ এবং তদসহিত অচৈতন্যতা থাকে না। ইহাতে স্নায়বিক চঞ্চলতা অধিক থাকে। মন এবং শরীর উভয়ই উত্তেজিত হয়। রোগী সময় সময় অত্যন্ত আনন্দিত, স্ফূর্ত্তিশীল হয় আবার বিপদের কল্পনা করিয়া বিষন্ন চিন্তিত হয়। রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সকল সময় নড়াচড়া করিতে থাকে (she must move)। ভ্যালেরিয়ানায় একটি লক্ষণের বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে তাহার যাবতীয় উপসর্গ যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকে কিংবা পদদ্বয় স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বৃদ্ধি হয় এবং চলাফেরায় উপসম হয়। ভ্যালেরিয়ানা রোগীতে মানসিক অবস্থারও অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে রোগী মনে করে যে, তাহার শরীর সোলার মত পাতলা হইয়া গিয়াছে সে আকাশে, উড়িতেছে (এসারাম, ল্যাকক্যান। মনে হয় পদদ্বয় কেবল আকাশে উড়িতেছে—ষ্টিকটা) আরো দেখিতে পাওয়া যায় রোগী গলদেশের ভিতরে দড়ি কিংবা সুতা লম্বা হইয়া রাখিতেছে এইরূপও বোধ করে (জিহ্বায়—সাইলি, নেট্রাম) এবং তদহেতু পুনঃ পুনঃ ওয়াক তুলে বমনোদ্বেগ হয়। পাকস্থলী হইতে একটি উত্তপ্ত বায়ু যেন গলদেশে ঠেলিয়া উঠিতেছে, এইরূপ লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে।

ভ্যালেরিয়ানা রোগীর স্নায়ু মণ্ডল এত অধিক স্পর্শাধিক্য থাকে যে ইহাকে হেপার, ক্যামোমিলা, নাক্সমশ্চেটার সমতুল্য বলা যাইতে পারে সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

ডাঃ ফিলিপ বলেন ভেলেরিয়ানা হিষ্টিরিয়ার একটি উত্তম ঔষধ, ইহা ব্যবহারে হিষ্টিরিয়ার যাবতীয় উপসর্গ নিদ্রাহীনতা, অবসাদ, অস্থিরতা, ইত্যাদি দূরীভূত করিয়া সুস্থ অবস্থা আনয়ন করে (in hypochondriasis, it claims the nervousness, removes the wakefulness, promotes sleep and induces sensation of quietude and comfort, sadness is removed and the hypochondriac state of the mind in general abates.)

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica) এবং বাত—কটি স্নায়ুশূলে ভ্যালেরিয়ানার প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে। দাঁড়াইয়া মেজের উপর পা স্থিরভাবে

রাখিলে (বেলেড) এবং পদদ্বয় বিশ্রাম অবস্থায় টান করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং চলা ফেরায়, হাটাহাটিতে উপশম হয়। পদদ্বয়ের ডিমিতে, গোড়ালিতে, পেশীতে ইত্যাদি নানা স্থানে যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণা বিশ্রামে বৃদ্ধি হয় এবং হাটাহাটিতে উপশম হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—শিশু দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। দুগ্ধ চাপ চাপ আকারে বমন হয় এবং উদরাময়েও দুগ্ধের চাপ থাকে (ইথুজা)। মাতার ক্রোধান্বিত অবস্থার পর যে মুহূর্তে স্তন পান করা হয় থান থান আকারে বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

উদরাময়—জলবৎ তরল মল। দুগ্ধের চাপ মিশ্রিত থাকে। উদরাময়ের সহিত পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অধিকাংশ পুস্তকে মূল অরিষ্ট এবং ১x প্রয়োগের ব্যবস্থা দেখিতে পাই কিন্তু আমি ৬ এবং ৩০ শক্তি ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাইয়াছি। আমার মতে ৩০, ২০০ শক্তি রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এসাফিটিডা, এসারাম, ইগ্নেসিয়া, ল্যাক, কেল।

পদদ্বয়ের গোড়ালির যন্ত্রনায়—এগারিকাস, কষ্টিকাম, লেডাম, ফাইটোলেক্কা।

ভেরিওলিনাম (Variolinum)

বসন্তের লসীকা (lymph) হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। বসন্ত রোগের ইহা একটি অবর্থ মহৌষধ এবং বসন্তের সকল অবস্থাতেই ইহা

নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ হইতে পারে। টিকা দেওয়ার ন্যায় বসন্তের প্রতিষেধকরূপে ইহা ব্যবহার হয়।

কটি শূল—কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং পদদ্বয় কন্ কন্ করিতে থাকে। রোগী অস্থির এবং সমুদায় শরীরের ক্লান্তি বোধ। হস্তের মণিবন্ধেও যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা কটিদেশ হইতে নিম্নোদরে সরিয়া বেড়ায়।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া—শ্বাসপ্রশ্বাসে চাপ বোধ, গলদেশ যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়। কাশি চটচটে কখন কখন রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

জ্বর—গাত্র ত্বক অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

ইকজিমা—টিকা দেওয়ার দরুণ পুরাতন ইকজিমা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ভ্যাক্সিনাম, ম্যালাণ্ড্রিনাম।

ভারবাসকাম (Varbascum)

ইহার মস্তিষ্ক স্নায়ুতে, কর্ণে, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে এবং মুত্রাশয়ে যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—বাম মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যন্ত্রণা চুয়ালে আরম্ভ হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থান পিসিয়া ফেলিতেছে। কথা বলায়, হাঁচিতে এবং দন্তের পরস্পর চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া যন্ত্রণা হয়, প্রত্যেক দিন প্রাতে ও সন্ধ্যার একই সময় হয়। যন্ত্রণার সহিত সর্দ্দি এবং চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ বর্ত্তমান থাকে।

কর্ণশূল—কর্ণশূল যন্ত্রণায় মনে হয় কর্ণ যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, বধিরতা লক্ষণও প্রকাশ পায়।

স্বর ভঙ্গ—গলার স্বর বসিয়া যায়, স্বর ঘং ঘং করে।

কাশি—কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কাশি ফাঁপা ঘং ঘং শব্দযুক্ত।

শেষে মোতা—অসারে প্রস্রাব হয়, সর্ব্বদা ফোঁটা ফোঁটা হয়।

বাত—নিম্নাঙ্গের সন্ধিস্থল আড়ষ্ট এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

মাত্রা—কর্ণ বেদনায় এবং কর্ণকুহরের শুষ্কতায়, রাত্রিতে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হওয়ায়, শেষে মোতায় ৪।৫ ফোঁটা করিয়া প্রাতে এবং অপরাহ্নে সেবনীয়। এতদ্ব্যতীত কর্ণ বেদনায় এবং কর্ণকুহরের শুষ্কতায় কর্ণে ইহার ফোঁটা দেওয়া হয়।

ভেস্‌পা ক্র্যাবরো (Vespa Crabro)

চর্ম্ম এবং স্ত্রীরোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব হইবার পূর্ব্বে মানসিক অবসাদ, যন্ত্রণা, চাপ বোধ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পায়।

ডিম্বাশয়—বাম ডিম্বাশয় অত্যন্ত আক্রান্ত হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং জ্বালা করে জরায়ুর মুখের বাহির হাঁজিয়া যায়।

স্ফোটক—হুলবিদ্ধবৎ এবং টাটানি যন্ত্রণা হয়, ভিনিগার দ্বারা প্রক্ষালণে উপশম হয়।

ইরিথিমা (Erythema)—ইরিথিমা প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে।

সমগুন ঔষধসমূহ—এপিস।

ডাইলিউসন—৩০।

ভাইবুরনাম ওপুলুস
(Viburnum Opulus)

ইহার প্রধান কার্য্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগে বিশেষতঃ গর্ভপাত নিবারণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণা এবং গর্ভপাতের আশঙ্কা ইহাতে উপশম করে।

ঋতুস্রাব—অত্যন্ত বিলম্বে, স্বল্প এবং স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, স্রাবে দুর্গন্ধ হয়, নিম্নোদরে খিলধরা যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা জানুদ্বয়ের নিম্নে বিস্তারিত হয়। ডিম্বাশয় প্রদেশ ভারী এবং রক্তাধিক্য বোধ হয়।

গর্ভপাত—পুনঃ পুনঃ এবং সময়ের অতি পূর্ব্বে গর্ভপাত হয়। নিম্নোদরে হঠাৎ খিলধরা এবং শূল যন্ত্রণা হয়। নাভিদেশের নিকট চাপ দেওয়া যায় না।

যাহাদিগের প্রতিবার গর্ভপাত হয় তাহাদিগের প্রতি ইহা উত্তম কার্য্য করে। ভ্যাদাল ব্যথা, জিহ্বার কর্কট্ রোগ এবং ভীষণ হিক্কায় ইহা নির্ব্বাচিত হয়, ইহাকে জরায়ুর বলকারক ঔষধও বলা হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—সিমিসিফিউগা, কলফাইলাম, সিপিয়া, জ্যান্থক্স।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩x, ৬x।

রোগের বৃদ্ধি—আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, উষ্ণ ঘরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ুতে এবং বিশ্রামে।

ভিনকা মাইনর (Vinca Minor)

ইকজিমায় বিশেষতঃ শিশুদিগের মস্তকের দুগ্ধপীড়কার ন্যায় চর্ম্মরোগে (Plica polonica) ইহার অধিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

চর্ম্ম রোগ—মস্তকের খুলির ত্বকে চাপ চাপ পীড়কা প্রকাশ পায়। চুল রসে জড়াইয়া সাঁটিয়া যায়, পীড়কার নিম্ন হইতে রস নির্গত হয়, রস ক্ষত-কারক এবং পীড়কা চুলকায়; সকল সময় চুলকাইতে ইচ্ছা করে। পীড়কায় দুর্গন্ধ হয়। গাত্রত্বক অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, সামান্য ঘর্ষণে লাল হইয়া উঠে এবং যন্ত্রণা হয়।

ঋতুস্রাব—প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং দুর্ব্বল করে। জরায়ু হইতে অল্প অল্প রক্ত স্রাব হইতে থাকে কোন প্রকার বিশেষ যন্ত্রণা থাকে না (উষ্টিলেগো, ট্রিলিয়াম, সিকেলি)। বিশেষভাবে রজোনিবৃত্তি কালে এই প্রকার রক্ত স্রাব সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে।

ইকজিমা—মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে ইকজিমা প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়। ইকজিমা রসযুক্ত হয়।

সমগুণ ঔষধ—ওলিয়েণ্ডার, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া।

ডাইলিউসন—১×, ৩×, ৬×।

ভাইওলা ওডেরেটা (Viola Odarata)

কর্ণে ইহার বিশেষ কার্য্য প্রকাশ পায়। কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত ব্যক্তিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুর উপর এবং নীচে যন্ত্রণা হয়। শরীরের উর্দ্ধ প্রদেশে বাত প্রকাশ পায় বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক হয়। শিশু-দিগের ক্রিমি রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

শিরঃঘূর্ণন—মস্তক ঘুড়িতে থাকে এবং মস্তকের সম্মুখাংশ জ্বালা করে। মস্তকের খুলির ত্বক টান হইয়া থাকে।

অক্ষিপুট স্নায়ু শূল—চক্ষুর ভ্রূর উর্দ্ধে যন্ত্রণা হয়।

কান পাকা—কর্ণে যন্ত্রণা হয়, গীতবাদ্য শুনিতে ভাল লাগে না।

কর্ণে গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ শব্দ হয়, অনেক সময় কর্ণে ভাল শুনিতে পায় না, কর্ণে পূঁজের সঞ্চার হয়।

কাশি—শুষ্ক অক্ষেপযুক্ত কাশি এবং শ্বাসকষ্ট, দিনে অধিক হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় শ্বাসকষ্ট হয়।

মূত্র—দুগ্ধের ন্যায় প্রস্রাব হয় এবং তীব্র গন্ধ থাকে।

বাত—গ্রীবাদেশের পেশীর (deltoid muscle) বাত হয়। হস্তের অঙ্গুলির, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

ভাইওলা ট্রাইকলার (Viola Tricolar)

শিশুদিগের ইকজিমা এবং স্বপ্নদোষে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ইকজিমা—মস্তকের খুলির ত্বকে এবং মুখমণ্ডলে ইকজিমা প্রকাশ পায় এবং তৎসহ গ্রন্থির স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে। ভীষণ চুলকায় জ্বালা করে, চুলকানি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত মস্তকে চাপ চাপ দুগ্ধ পীড়কাবৎ রস-যুক্ত পীড়কা হয়। মামড়ি অত্যন্ত পুরু হয় এবং ফাটিয়া গিয়া চটচটে পীতবর্ণ পূঁজ নিঃসৃত হয়। মুখমণ্ডলেও অনেকটা এই প্রকার রসযুক্ত ইকজিমা হয়।

স্বপ্নদোষ—রাত্রিতে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া অনিচ্ছায় রেতঃপাত হয় এতদ্ব্যতীত মলত্যাগ কালেও রেতঃস্খলন হয়।

পুং জননেন্দ্রিয়—লিঙ্গত্বক ফুলিয়া উঠে, লিঙ্গমুণ্ড জ্বালা করে এবং চুলকায়।

মূত্র—বিড়ালের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর প্রস্রাব।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্যালকেরিয়া, সিপিয়া, রাসটক্স।

রোগের বৃদ্ধি—শীতকালে, ১১টা মধ্যাহ্নে।

ভাইপেরা (Vipera)

শিরার প্রদাহে ইহা অধিক কার্য্যকারী। শিরা প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে, মনে হয় শিরা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যকৃতও বিবৃদ্ধি হয়।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডল অত্যন্ত স্ফীত হয়। ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বাও সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া ওঠে। প্রদাহ দেখিতে ঈষৎ বেগুনে আভাযুক্ত হয়। জিহ্বা শুষ্ক কটা অথবা কৃষ্ণবর্ণ। কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে।

যকৃত—জিহ্বা বিবৃদ্ধি হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ন্যাবা রোগ দেখা দেয় এবং জ্বর প্রকাশ পায়।

শিরাপ্রদাহ (Phlebitis)—শিরা বিবৃদ্ধি (varicose veins) এবং শিরা প্রদাহে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী পদদ্বয় উচু করিয়া রাখিতে বাধ্য হয়। পদদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিলে মনে হয় আক্রান্ত পদ যেন যন্ত্রনায় ফাটিয়া যাইবে, ভীষণ অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—১২ শক্তি

ভিস্কাম এলবাম (Viscum Album)

বাত এবং গেঁটে বাত বশতঃ উপসর্গ, স্নায়ুশূল বিশেষতঃ কটিস্নায়ুশূল, মৃগী তাণ্ডবরোগ এবং জরায়ু রক্তস্রাব, বাত জনিত বধিরতা এবং হাঁপানি, যন্ত্রণাযুক্ত বাত, ইত্যাদিতে ভিস্কামের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাসকষ্ট—বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়।

হাঁপানি—বাত কিংবা গেটে বাতের সংস্রব থাকে।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের সহিত যন্ত্রণা থাকে। রক্ত তরল এবং চাপযুক্ত। যন্ত্রণা পশ্চাদ্দেশ হইতে বস্তি কোঠরে বিস্তারিত হয়। তীব্র বিদ্ধবৎ এবং ছিন্নবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

আবদ্ধ ফুল (Retained Placenta)—সন্তান প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া যায় (সিকেলিকর)।

হৃৎস্পন্দন (Palpitation)—সঙ্গমক্রিয়াকালীন হৃৎস্পন্দন হয়, বাম পার্শ্বে শয়নে শ্বাসকষ্ট হয় যেন হৃৎপিণ্ডের গতি স্থগিত হইয়া আইসে।

কটিস্নায়ুশূল—উভয় জানুদেশে এবং উর্দ্ধে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যেন একটি অগ্নিগোলক সদৃশ উত্তপ্ত বস্তু পদদ্বয় হইতে মস্তকে উঠে এবং অগ্নিবৎ জ্বলিতে থাকে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম এবং মূল অরিষ্ট।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিকেলি, ব্রাইওনিয়া পাসসেটিলা, রডোডেনড্রন।

রোগের বৃদ্ধি—শীতকালে, ঠাণ্ডায়, বৃষ্টিবাদলার দিন, শয্যায় সঞ্চালনে এবং বাম পার্শ্বে শয়নে।

ওয়াইথিয়া (Wyethia)

গলদেশে বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সংক্রান্ত গলকোষ প্রদাহে (follicular pharyngitis) ইহার উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অর্শ রোগে, গায়কদিগের গলদেশের উপসর্গেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে।

গলদেশ—সকল সময় রোগী গলা খেঁকড়াইতে থাকে, গলা পরিষ্কার করিয়াও উপশম নাই। গলা যেন ফুলিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। গলাধঃকরণ কষ্টজনক, উপজিহ্বা যেন বৃদ্ধি হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

উদরাময়—তরল, কৃষ্ণবর্ণ, রাত্রিতে অধিক হয়। মলদ্বার চুলকায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অর্শ বর্ত্তমান থাকে রক্তস্রাব থাকে না।

কাশি—শুষ্ক কাশি, গলায় সুড় সুড় করিয়া কাশি হয়। ভুজনলীতে জ্বালা করে। কথা অধিক বলিলে কিংবা সঙ্গীত গাহিলে স্বরভঙ্গ হইবার আশঙ্কা হয়; গলদেশ শুষ্ক এবং উত্তপ্ত।

ডিম্বাশয় প্রদাহ—বাম ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা জানুদেশে বিস্তারিত হয়।

জ্বর—পূর্ব্বাহ্নে ১১টার সময় জ্বর হয়। শীত অবস্থায় বরফজল পান করিবার তৃষ্ণা হয়। উত্তাপ অবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না। ঘর্ম্ম সমুদায় রাত্রি ব্যাপিয়া হয় এবং ঘর্ম্মের সময় ভীষণ শিরঃপীড়া হয়।

সমগুণ ঔষধ—অরাম, ল্যাকেসিস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৬।

জ্যান্থক্সাইলাম (Xanthoxylum)

স্নায়ুমণ্ডলে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার প্রধান কার্য্য প্রকাশ পায়—এতদ্ব্যতীত অর্দ্ধাঙ্গক্ষেপ (hemiplegia) পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল, যন্ত্রণাযুক্ত রক্তস্রাবে, রজঃকৃচ্ছ্রে (dysmenorrhoea), ভ্যাদালব্যথায়, বাত রোগে, ইহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে এবং ইহাকে যন্ত্রণাযুক্ত রজঃকৃচ্ছ্রের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়।

মানসিক লক্ষণ—স্নায়ুপ্রধান, ভীত এবং অবসাদপূর্ণ।

শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে ভার এবং যন্ত্রণা বোধ করে। চক্ষুর উপরেও যন্ত্রণা হয়। নাসিকার উপর দপ্ দপ্ করে, মস্তক যেন বিভক্ত হইয়া যাইতেছে মনে হয়, কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়।

উদরাময় এবং আমাশয়—উদরাময়ের সহিত পেট কামড়ানি থাকে। আমাশয়ের সহিত পেটফাঁপা থাকে—মলে দ্রাণ থাকে না। মল ত্যাগকালীন কোঁথানি হয়।

ঋতুস্রাব—সময়ের অতি পূর্ব্বে হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল সহ কটিদেশে এবং নিম্নোদরে যন্ত্রণা হয়। বাম পার্শ্বে অধিক হয়, যন্ত্রণা জানুদেশে বিস্তারিত হয়। স্নায়ুশূল যন্ত্রণাযুক্ত রজঃকৃচ্ছ্র এতদ সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে, পশ্চাতে এবং পদদ্বয়ে যন্ত্রণা হয়। রজঃকৃচ্ছ্র স্নায়ুশূলে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। ঋতুস্রাব গাঢ় দেখিতে অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ।

ভ্যাদালব্যথা (after pain)—ভ্যাঁদালব্যথাতেও ইহার উপকারিতা দেখা যায় (আর্ণিকা, ক্যামোমিলা)।

পক্ষাঘাত—মেরুদণ্ডের উপসর্গ হেতু বাম পার্শ্বে পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। বাম পার্শ্ব অসার, গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত, অর্দ্ধাঙ্গক্ষেপ, গ্রীবা দেশে যন্ত্রণা হইয়া পৃষ্ঠদেশে বিস্তারিত হয়। সমুদায় শরীরে বিদ্যুতের ন্যায় স্নায়ুশূল তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। বাম বাহু অসার হয়।

নিদ্রা—নিদ্রা ভাল হয় না, যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ১x, ৩x, ৬x, ৬।

স্যাফালিয়াম, সিমিসিফিউগা, ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া, মিজিরিয়াম।

জেরোফাইলাম (Xeraphyllum)

মানসিক লক্ষণ—স্মরণ শক্তিহীন, কোন বিষয়ে মনযোগ দিতে পারে না। কথার শেষ অক্ষর প্রথমেই লিখিয়া ফেলে। সামান্য কাথার বানান ভুল করিয়া ফেলে।

শিরঃপীড়া—মনে হয় মস্তক যেন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে. কপালে চক্ষুর উপর যন্ত্রণা হয়। নাসিকার মূলদেশে অত্যন্ত চাপ বোধ হয়। জ্ঞান থাকে না।

দৃষ্টি—নিকটের কাজে দৃষ্টি এক স্থানে করিতে পারে না, যেন বালি প্রবেশ করিয়াছে এই প্রকার যন্ত্রণা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—পাকস্থলী পূর্ণ এবং ভারী বোধ হয়। উদ্গার অম্লগন্ধযুক্ত, দুর্গন্ধ, আহারের এক ঘণ্টা পর প্রকাশ পায়। ২টার সময় বমন হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্য, মলশক্ত, গুট্‌লে গুট্‌লে শীঘ্র মলত্যাগ হয় না, নরম মল ত্যাগ করিলেও কোঁথাইতে হয়। প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়।

মূত্র—মূত্রের বেগ রাখিতে পারে না, হাটাহাটিকালীন ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ হইতে থাকে। রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয।

ইরাইথিমা—(Erythema) এবং চর্ম্মরোগে—ইরাইথিমা ফোস্কাযুক্ত এবং অত্যন্ত চুলকায়। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং জ্বালা হয়। চর্ম্ম খস্‌খসে এবং বিদারণযুক্ত, চর্ম্ম গো-চর্ম্মের ন্যায়। হাঁটুর চারি পার্শ্বে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

ডাইলিউসন— ৬, ৩০, ২০০।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এনাকার্ডিয়াম, গ্রাইণ্ডেলিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল জলের প্রলেপে, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যায়।

রোগের উপশম—উষ্ণজলের প্রলেপে, প্রাতে, আক্রান্তস্থান সঞ্চালনে।

এক্‌স্‌-রে (X-Ray)

ইহা দেখিতে পাওয়া যায় পুনঃ পুনঃ এক্‌স্‌রেতে কার্য্য করার দরূণ চর্ম্মের ক্ষত উদ্ভব হইয়া কর্কট রোগে পরিণত হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়। লিঙ্গসক্রান্ত গ্রন্থি সমূহ বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ডিম্বাশয় এবং অণ্ডকোষ অসাড় এবং

শুষ্ক হইয়া যায়। স্ত্রীলোক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। রক্তে, লসিকা গ্রন্থিতে, অস্থি মজ্জার পরিবর্ত্তন ঘটায়। রক্তশূন্যতা এবং leukæmia উৎপন্ন করে। ক্ষত অগ্নি দগ্ধ ক্ষতের ন্যায় শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

এক্স্-রে জীবনীশক্তি—মানসিক এবং শারীরিক উভয়কেই সতেজ করিয়া প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। অবরুদ্ধ লক্ষণ বিশেষরূপে প্রমেহ এবং মিশ্রিত দোষ সমূহ প্রকাশ করিয়া দেয়।

শিরঃপীড়া—মস্তকের এবং মুখমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রণা হয়। দক্ষিণ পার্শ্বের চুয়ালে যন্ত্রণা হয়। গ্রীবা আড়ষ্ট হয়, গ্রীবা বালিস হইতে উত্তোলন করিতে হইলে গ্রীবা দেশের পেশীতে যন্ত্রণা হয়। কর্ণ পূর্ণ হইয়া থাকে। মস্তক ভন্ ভন্ করে।

পুং জননেন্দ্রিয়—কুৎসিত স্বপ্ন দেখে। সঙ্গমক্রিয়ার ইচ্ছা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। অবরুদ্ধ প্রমেহ রোগকে পুনঃ প্রকাশ করিয়া দেয়।

বাত—সমুদায় শরীর ক্লান্ত বোধ করে। হস্তের চেটো খস্খসে এবং শল্কযুক্ত (scaly)।

ইকজিমা—শুষ্ক চুলকানিযুক্ত ইক্‌জিমা। চর্ম্মশুষ্ক এবং কোঁচকান। অঙ্গুলির নখ পুরু হয়। আঁচিলের ন্যায় মাংস বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন—৩০, ২০০।

রোগের বৃদ্ধি—শয্যায়, অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, এবং খোলা বাতাসে।

ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টা (Yerba Santa)

ইহার আর একটি নাম ইরিও ডিক্‌সন (Eriodyction)। ইহার প্রধান কার্য্য হাঁপানি এবং ভূজনলীর রোগে (bronchial affaction)। ভূজনলীর থাইসিসে ইহার উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদসহ নৈশ ঘর্ম্ম এবং শীর্ণতা বর্ত্তমান থাকে।

হাঁপানি—গলা সাঁই সাঁই করে। সর্দ্দি এবং শ্লেষ্মা নিঃসরণ বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ ফুস্ফুসে বেদনা বোধ করে। হাঁপানির টান গয়ের উত্তোলনে উপশম হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—গ্রাইণ্ডেলিয়া, এরেলিয়া, ইপিকাক।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ১x শক্তি।

যোহিমবিনাম (Yohimbinum)

ইহা একটি উৎকৃষ্ট কামোদ্দীপক ঔষধ। লিঙ্গের রক্তাধিক্য অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক মতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ গ্রন্থিকে রক্তাধিক্য করিয়া দুগ্ধ নিঃসরণ ক্রিয়ার সাহায্য করে।

পুং জননেন্দ্রিয়—অত্যন্ত প্রবলরূপে লিঙ্গের উত্তেজনা উৎপন্ন হয় এবং লিঙ্গের উদ্রেক অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

নিদ্রা—সুনিদ্রা হয় না। জীবনের গত ঘটনা সমূহ সর্ব্বদা মনে তোলপাড় করে।

ডাইলিউসন—৬x।

জিঙ্ক এসেটিকাম (Zinc Aceticum)

রাত্রি জাগরণ এবং বিসর্প রোগের উপসর্গে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক বেদনাযুক্ত হয়।

জিঙ্ক ব্রোমেটাম (Zinc Bromatum)

দন্তোদগম, তাণ্ডব রোগ, মস্তিষ্কে জল সঞ্চারে ইহা প্রয়োগ হয়।

জিঙ্ক অক্সাইডেটাম
(Zinc Oxydatmm)

হস্তমৈথুন হেতু মস্তিষ্ক জলসঞ্চারে ইহা ব্যবহার হয়।

জিঙ্ক সাইএনেটাম (Zinc Cyanatum)

মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে, কশেরুকা মজ্জা সংক্রান্ত মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে, তাণ্ডব রোগ, হিষ্টিরিয়া, ইত্যাদি রোগে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

জিঙ্ক আর্স (Zinc Ars)

তাণ্ডব রোগ, রক্তশূন্যতা, সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত অবসন্নতা এবং পদদ্বয়ের জড়তা লক্ষণে নির্ব্বাচিত হয়।

জিঙ্ক, কার্ব্ব (Zinc Carb)

প্রমেহজনিত গলদেশের রোগ। কণ্ঠনালী স্ফীত এবং নীলক্ষৎ যুক্ত দাগ প্রকাশ পায়।

জিঙ্ক মিউরেটিকাম (Zinc Muriaticum)

শয্যা খোঁটা, আঘ্রাণ এবং জিহ্বায় স্বাদ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, চর্ম্ম ঈষৎ নীল সবুজবর্ণ হয়, গাত্রত্বক শীতল এবং ঘর্ম্মাক্ত।

জিঙ্ক ফস (Zinc Phos)

'মস্তিষ্ক এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতা, স্নায়বীক, নিদ্রাহীনতা, কাম উত্তেজনা এবং শিরঃ ঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণে জিঙ্ক ফসকে চিন্তা করা হয়।

জিঙ্ক পিক্রিকাম (Zinc Picricum)

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতা, Brights disease হেতু শিরঃপীড়া, রেতঃস্খলন, স্মরণশক্তি এবং উৎসাহ হীনতা ইহাতে প্রকাশ থাকে এবং জিঙ্ক পিক্রিকায় উত্তম কার্য্য করে।

জিঙ্ক সাল্ফ (Zinc Sulph)

দানাদার যুক্ত অক্ষিপুটের প্রদাহে (granular eyelids), জিহ্বার পক্ষাঘাতে, হস্ত এবং পদের খিল ধরা যন্ত্রণায়, কম্পন এবং কনভালসন ইত্যাদি লক্ষণে জিঙ্ক সাল্ফ নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত পুনঃ পুনঃ চক্ষুর প্রদাহ হইয়া স্বচ্ছাবরকের অসচ্ছতায়ও ইহা উত্তম কার্য করে।

ডাইলিউসন—৩x, ৬x, ৬, ৩০।

জিঙ্কাম ভেলেরিয়ানাম (Zincum Valerianum)

ইহা স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, হিষ্টিরিয়ায়, হৃৎপিণ্ডশূলে এবং এই প্রকার যন্ত্রণাপূর্ণ রোগে বিশেষরূপে ডিম্বাশয় রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মৃগী রোগ প্রকাশ

পায় অথচ কোন প্রকার পিপিলিকা সঞ্চরণবৎ সুড়সুড়ি বোধ থাকে না। মুখমণ্ডলের ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণায়, বিশেষভাবে কম্পন বাম পার্শ্বে অধিক হয়। এতদ্ব্যতীত ভীষণ হিক্কা বর্ত্তমান থাকে।

শিরঃপীড়া—মস্তকে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণাযুক্ত শিরঃপীড়া হয়। যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া হয় (intermittent) এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় যে যন্ত্রণায় রোগী উন্মাদবৎ হইয়া যায়, কর্ত্তন এবং ছিন্নবৎ যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় কিছুতেই নিদ্রা হয় না এবং যন্ত্রণার সহিত বিমর্ষ ভাব থাকে।

ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল—ডিম্বাশয়ে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা যে পার্শ্বে হয় সেই পার্শ্বের পদের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। এতদ্ব্যতীত গ্রীবা প্রদেশে এবং মেরুদণ্ডেও যন্ত্রণা হয়। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, পদদ্বয় সর্ব্বদা নাড়াইতে থাকে।

ডাইলিউসন—১x, ২x চূর্ণ। স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় কিছু অধিক দিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

জিন্‌জিবার (Zingiber)

ইহা আদা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার কার্য্য পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতায়, জননেন্দ্রিয়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টে ব্যবহার হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ বিশেষতঃ রুটীর অনেকক্ষণ থাকে। আহারের পর পাকস্থলী প্রস্তরের ন্যায় ভারি বোধ হয়। তরমুজ এবং অপরিষ্কার জল পান করিয়া রোগে এবং অম্বল হইলে জিন্‌জিবার উত্তম কার্য্য করে (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, রোবিনিয়া)

উদরাময়—অত্যন্ত তরল দাস্ত হয় এবং যন্ত্রণা থাকে। অপরিস্কার জল পান করিয়া উদরাময়। উদরাময়ের সহিত পেট ফাঁপা থাকে।

মূত্র—মুত্রপিণ্ডের কার্য্য সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। মুত্রদ্বারে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় এবং জ্বালা করে। মুত্রমার্গ হইতে পীতবর্ণ স্রাব হয়। প্রস্রাব গাঢ় ঘন, ঘোলা, তীব্রগন্ধযুক্ত। টাইফয়েডের পর প্রস্রাব সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করিতে থাকে।

পুং জননেন্দ্রিয়—লিঙ্গত্বক চুলকাইতে থাকে, কাম ইচ্ছা উত্তেজিত হয়, লিঙ্গোদ্রেক যন্ত্রণাযুক্ত। রেতঃস্খলন হয়।

হাঁপানি—উদ্বিগ্নতা থাকে না, প্রাতঃকালের দিকে বৃদ্ধি হয়।

কাশি—কাশি শুষ্ক, প্রাতঃকালের দিকে প্রচুর শ্লেস্মা নিঃসরণ হয়। কণ্ঠনালীর নিম্নে টাটানি যন্ত্রণা হয়।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—ক্যালেডিয়াম।

বিষঘ্ন- নাক্স।

এপোসাইনম ডিকক্সন
(Apocyum Decoction)

ইহা এপোসাইনাম ক্যানাবিনামের ক্বাথ হইতে প্রস্তুত। এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম মুল অরিষ্ট যদিও শোথ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত কিন্তু এপোসাইনাম ডিকক্সনকে তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ঔষধ বলা হয় এবং শোথ রোগে ইহার বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম অপেক্ষা ইহাকে অধিক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। যেস্থলে নিশ্চেষ্ট রক্তাধিক্যতা এবং তদহেতু যকৃত বিবৃদ্ধি হইয়া উদরি উৎপন্ন হয় এবং হৃদপিণ্ড প্রসারণ (cardiac dilatation) ও মূত্র পিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম বশতঃ মূত্রে এলবিউমেন প্রকাশ পায় অথচ প্রকৃতপক্ষে Bright's disease এর লক্ষণ দেখা দেয় না সেই স্থলে ইহা উত্তম কার্য্য করে (The dropsy in which the decoction of Apocynum will act beautifully is where passive congestion and enlargement of the liver are primary causes of the ascitis, leading to caraiac dilatation and kidney inaction—the urine containing small amounts of albumen but giving no true evidence of Brights disease). ইহা প্রয়োগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রচুর মূত্র নির্গত হইয়া রোগীর উদরী হ্রাস করিয়া দেয়।

প্রয়োগবিধি—অল্প জলের সহিত চা পান করিবার চাম্চার এক চামচা মিশ্রিত করিয়া প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করাইবে।

এসক্লিপিয়াস সিরিএকা
(Asclipias Syriaca)

ইহার যাহা কিছু প্রয়োগ শোথ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃত, মূত্র পিণ্ড কিংবা হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত শোথে ইহা অধিক ব্যবহার হয় এতদ্ব্যতীত বৃহৎসন্ধি স্থলের তরুণ বাত যন্ত্রণায়ও প্রয়োগ হয়।

শিরঃপীড়া—মনে হয় তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কপালের উভয় পার্শ্ব বিদ্ধ হইতেছে। ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় এবং প্রচুর প্রস্রাব্ হয়।

প্রয়োগবিধি—মূল অরিষ্ট।

এগেভে এমেরিকানা
(Agave Americana)

মুখের ঘায়ে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁতের মাড়ী ফোলে, এবং রক্ত নিঃস্থত হয়, পদদ্বয় ঘোর বেগুনেবর্ণ পীড়কায় ভরিয়া উঠে, যন্ত্রণা এবং শক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত এই ঔষধটি প্রমেহ রোগে যন্ত্রনাযুক্ত লিঙ্গোদ্রেকেও নির্ব্বাচিত হয়। ক্ষুধা ভাল থাকেনা এবং রোগী কোষ্ঠ কাঠিন্য। জলাতঙ্ক রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়।

এগ্রাফিস নুটেন্স (Argaphis Nutans)

সমুদয় শরীর যেন শিথিল, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে সহজে শ্লেষ্মাস্রাব হয় এবং ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য। শ্লেষ্মা প্রধান, নাসিকা বদ্ধঃহইয়া যায়। তালুমূল বিবৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডায় কর্ণ এবং গলদেশের উপসর্গ বৃদ্ধি হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে অনবরত শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে।

ডাইলিউসন—৩য় ক্রম

এম্‌ব্রোসিয়া (Ambrosia)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগে এবং হুপিং কাশিতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস নলী সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া যেন বদ্ধ হইয়া যায়।

সর্দ্দি—কাঁচা জলের ন্যায় স্রাব হয়, হাঁচি থাকে, নাসিকা হইতে রক্ত স্রাবও হয়। এতদসহ হাঁপানি লক্ষণও প্রকাশ পায়। সর্দ্দির সহিত চক্ষু হইতে জল নির্গত হইতে থাকে এবং চক্ষু জ্বালা করে।

উদরাময়—নানা প্রকার উদরাময় হয় বিশেষভাবে গ্রীষ্মকালে অধিক হয়। আমাশাও হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং ৩য় শক্তি। নাসিকার রক্তস্রাবের সময় এবং পরে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়।

এম্‌পিলোপসিস (Ampelopsis)

মূত্র পিণ্ডের শোথে, অণ্ডকোষে জল সঞ্চারে (Hydrocele.) এবং স্ক্রফিউলাস রোগীদিগের পুরাতন স্বর ভঙ্গে ইহা প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—৬×।

একুইলেজিয়া (Aquilegia)

ইহা একটি হিষ্টিরিয়া ঔষধ। স্ত্রীলোকের রজো নিবৃত্তি কালে বিশেষ ভাবে প্রাতঃকালে সবুজ সবুজ বমন হয়। নিদ্রা হয় না সমুদায় শরীর স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে কাঁপিতে থাকে। আলো এবং গোলমাল স্পর্শাধিক্য।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতু স্বল্প। কোমরের দক্ষিণ প্রদেশে যন্ত্রনা এবং চাপ বোধ হয়।

ডাইলিউসন—১×

বোলডো (Boldo)

ইহার একমাত্র ব্যবহার মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা এবং পিত্ত শিলায় (biliary calculas) দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ম্যালেরিয়ার পর যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে ইহা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় এবং এতদ উপসর্গে ইহাকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। ইহা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়।

বুচু (Buchu)

ইহা এবং ব্যারোসমা (Barosma) এক ঔষধ।

ক্যাটালপা (Catalpa)

ইহার ব্যবহার একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—এবং কেহ কেহ cardiac asthmaতে ইহাকে উচ্চস্থান দেন। ইহা মূল অরিষ্ট অধিক প্রয়োগ হয়।

ক্যাঞ্চালেগুয়া (Canchalagua)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভীষণ প্রকৃতির ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইহা প্রয়োগ হয়। সমুদায় শরীরে বেদনা হয়। মস্তক রক্তাধিক্য হয়, চক্ষু জ্বালা করে, কান ভোঁ ভোঁ করে।

রোগী অত্যন্ত শীত বোধ করে, রাত্রিতে শয্যায় অধিক বৃদ্ধি হয়, সমুদয় গাত্রে টাটানি যন্ত্রনা হয়, বমন এবং বমনোদ্বেগ থাকে। গাত্র ত্বক শীতে কোঁচকাইয়া যায়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

চ্যাপারো এমারগোসা
(Chaparo Amargosa)

পুরাতন উদরাময়ে ইহা অধিক ব্যবহার হয়। যকৃত প্রদেশ স্পর্শাধিক্য। মলত্যাগে যন্ত্রনা হয়, প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। ইহা বলকারক (tonic) ঔষধরূপে কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩য় শক্তি।

ক্যাষ্টেনিয়া (Castanea)

হুপিং কাশির প্রথম অবস্থায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, কাশি শুষ্ক এবং ভীষণ আক্ষেপযুক্ত। রোগী উষ্ণ পানীয় পান করিতে ইচ্ছা করে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত অথচ ক্ষুধা অধিক থাকে না।

কটিবাত—রোগী কোমরের বেদনায় কষ্ট পায়, সোজা হইতে পারে না।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

কোটিলডন (Cotyldon)

হৃৎপিণ্ডে ইহার অধিক কার্য্য প্রকাশ পায়। বক্ষঃস্থল হইতে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা স্ক্যাপুলায় ফুটিয়া বাহির হয় (well marked pain through the breast to scapula)

হৃৎপিণ্ডের রোগ—বাম বক্ষঃস্থলের বোঁটার নিম্নে যন্ত্রনা প্রকাশ পায় এবং যন্ত্রনা দক্ষিন বক্ষঃস্থলেও বিস্তারিত হয়। বাম বক্ষঃস্থলে যন্ত্রনা

আরম্ভ হইয়া স্ক্যাপুলার নিম্নে ফুটিয়া বাহির হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস চাপ চাপ বোধ হয়।

সমুদায় সন্ধিস্থলে যন্ত্রনা হয়, গাত্রত্বক স্পর্শাধিক্য এমনকি পায় জামার ঘর্ষণে যন্ত্রণা বোধ করে। পদদ্বয় এবং হস্ত ভারী এবং বেদনাযুক্ত বোধ হয়।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট। ৬, ৩০।

ইপিফেগাস (Epiphegus)

ইহা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের শিরঃপীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত যন্ত্রণাযুক্ত ঋতুস্রাব এবং রক্তাধিক্যসহ জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধিতেও (sub involution) ব্যবহার হয়। মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয় বিশেষভাবে বাম পার্শ্বে অধিক হয়। চটচটে লালা স্রাব থাকে সর্ব্বদা থুথু ফেলিবার ইচ্ছা, শিরঃপীড়া মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে ক্ষুধা বোধ করে।

ডাইলিউসন—৬, ৩০।

ফ্র্যাগেরিয়া (Fragaria)

ইহা পরিপাক ক্রিয়া এবং মধ্যান্ত্রত্বচ গ্রন্থিতে (mesenteric gland) অধিক কার্য্যকরে। এতদ্ব্যতীত আমবাত এবং দুগ্ধ লোপেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দুগ্ধ লোপে ইহা গ্যালেগার সমকক্ষ ঔষধ (increases the quantity and quality of the milk in nursing women, also the appetite) মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম ব্যবহার হয়।

গুয়েরিয়া (Guarea)

চক্ষুর রোগেই ইহার প্রধান প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর অর্জ্জুন রোগ (chemosis) (ইহা একপ্রকার চক্ষু প্রদাহ ইহাতে কণীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়াকার উন্নত পরদা জন্মে) এবং অমুপক্ষ (paterygium ইহাতে চক্ষুর ভিতরের দিকের কোনে মাংস জন্মে) ইহাতে আরোগ্য হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। দ্রব্যসমুহ কটা বর্ণ এবং উল্টা দেখায়। মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়।

গ্রাইণ্ডেলিয়া স্কোয়ারোসা (Grindelia Squarrosa)

গ্রাইণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা এবং গ্রাইণ্ডেলিয়া স্কোয়ারোসার কার্য্যের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের আময়িক কার্য্য (therapeutic action) একই প্রকার। কেহ কেহ প্লীহার লক্ষণে শেষোক্ত ঔষধটিকে প্রাধান্য দেন। গ্রাইণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা দেখ।

গুয়াকো (Guaco)

স্নায়ুমণ্ডলী এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ইহা অধিক কার্য্য করে। কাঁকড়া বিছা এবং সর্পের বিষের বিষঘ্নরূপে ইহা ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা কর্কট রোগে, কর্ণ বধিরতায় জিহ্বার পক্ষাঘাতেও প্রয়োগ হয়।

পক্ষাঘাত—অন্ন এবং কণ্ঠনালী সঙ্কুচিত মনে হয় গলধঃকরণে কষ্ট বোধ করে, জিহ্বা ভারী বোধ হয় নাড়াইতে পারে না। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত হয়, পদদ্বয় ভারি বোধ হয়।

শ্বেতপ্রদর—প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়, স্রাব ক্ষতকারক, দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকারক। রাত্রিতে আগুনের ন্যায় জ্বালা বোধ করে এবং টাটায়।

মেরুদণ্ড প্রদাহ—মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা হয়, রোগী নত হইতে পারে না।

রোগের বৃদ্ধি—সঞ্চালনে।

ডাইলিউসন—৩, ৬, ৩০।

গ্লোণ্ড্রিনা (Glondrina)

ইহা সর্পের বিষের একটি বিষঘ্ন ঔষধ। এই প্রকার লিখিত আছে যে ইহা ব্যবহারে সর্প বিষ হইতে শরীরকে immune করে অর্থাৎ ইহা সর্প বিষের প্রতিষেধক।

লিনারিয়া (Linaria)

লিনারিয়া ফুস্‌ফুস্‌ পাকাশয়িক প্রদেশের রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। উদ্গার, বমনেচ্ছা, লালাস্রাব, পাকস্থলীতে চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। পাকাশয়ের উপসর্গ এবং তন্দ্রাভাব ইহার বিশেষ লক্ষণ। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে রোগ বৃদ্ধি হয়।

ডাইলিউসন——৩, ৬।

মাইরিস্‌টিকা সেবিফেরা (Myristica Sebifera)

ইহা একটী বৃহৎ পচন নিবারক ঔষধ। চর্ম্ম টিসু এবং অস্থি আবরকের প্রদাহ হয়।

Panaritiumএ ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। আঙ্গুলের নখে যন্ত্রণা হইয়া

অঙ্গুলিসমূহ প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে। হস্তদ্বয় আড়ষ্ট বোধ করে, মনে হয় কোন জিনিষ যেন অনেকক্ষণ নিংড়ান হইয়াছে। মুখের স্বাদ তাঁবার ন্যায় এবং গলদেশ জ্বালা করে। জিহ্বা সাদা এবং ফাটা ফাটা। অগ্নিবৎ প্রদাহ হয় এবং শীঘ্র পুঁজের সঞ্চার করে। ভগন্দর, কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশের প্রদাহ পূজোৎপাদন ইত্যাদিতেও প্রয়োগ হয়।

ডাইলিউসন—নিম্ন ক্রম।

নেগুনডিয়াম এমেরিকানাম (Negundium Amaricanum)

অর্শ রোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলদ্বার রক্তাধিক্য হয় এবং অর্শরোগে ভীষণ যন্ত্রণা থাকে। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ১০ ফোটা মূল-অরিষ্ট সেবণীয়।

ওষ্ট্রিয়া ভারজিনিকা (Ostriya Virginica)

ম্যালেরিয়া জনিত রক্তশূন্যতার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পৈত্তিক এবং ইণ্টারমিটেণ্ট জরও হয়। জিহ্বা পীত বর্ণ, গোড়ার দিকটা অপরিষ্কার। ক্ষুধা থাকে না। পুনঃ পুনঃ বমনোদ্বেগ হয়, মস্তকের সম্মুখে বেদনা হয়।

ডাইলিউসন—১x, ৩x, ৬x।

পাইনাস ল্যাম্বারটিনা (Pinus Lambertina)

ইহা একটি উত্তম বিরেচক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এতদ্ব্যতীত ইহা বিলম্ব এবং যন্ত্রণাযুক্ত ঋতুস্রাবেও ব্যবহার হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

প্রোপিলামিন-ট্রাইমিথিলামিনাম
Propylamin-Trimethylaminum

তরুণবাতে অতি সত্বর জ্বর এবং যন্ত্রণা দূরীভূত করে। বাত রোগেই ইহা অধিক কার্য্য করে। বাতজনিত মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা এবং স্থান বিকল্পে বিশেষতঃ হৃদপিণ্ডের রোগ হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে (Rheumatic matastasis espcially heart lesions) হস্তের কব্জিতে এবং পদদ্বয়ের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সামান্য সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং জলতৃষ্ণা থাকে। হস্তের অঙ্গুলি চিন্ চিন্ করে এবং অসাড় বোধ হয়। হস্তের এবং পদদ্বয়ের সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা হয়, রোগী দাঁড়াইতে পারে না।

মাত্রা—১০ হইতে ১৫ ফোঁটা ৬ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক চামচা সেবনীয়।

কোয়েরকাস গ্ল্যাণ্ডিয়াম স্পিরিট
(Quercus Glandium Spirit)

পুরাতন প্লীহার রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহাতে জলের সঞ্চার হইলে (Spleen dropsy) ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পেট ফাঁপা সহ যকৃত রোগেও ইহা ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা কিছু দিন নিয়মিত ব্যবহারে মদ্য পান করার আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে।

মাত্রা—চা পান করিবার চামুচের এক চামুচ পরিশ্রুত জলে ১০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট দিনে ৩।৪ বার সেবনীয়। ইহা ব্যবহার কালীন উদরাময় প্রকাশ পাইতেও পারে তাহার জন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

ষ্টারকিউলিয়া (Sterculia)

ইহা দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডে টনিকরূপে ব্যবহার হয়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সামঞ্জস্যরূপে পরিচালনা করে।

মদ্যপানের আকাঙ্খা নষ্ট করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং পরিপাক ক্রিয়ার কার্য্য সাহায্য করে। খাদ্য দ্রব্য অনেকক্ষণ আহার না করিয়াও পরিশ্রম করিতে পারে, ক্লান্তি বোধ করে না।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কোকা।

মাত্রা—প্রত্যহ তিনবার ৩ হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত সেবনীয়।

সিলফিয়াম (Silphium)

ইহা নানা প্রকার হাঁপানি এবং পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে ব্যবহার হয়। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মায়, শ্লেষ্মাযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয় ইত্যাদিতেও ব্যবহার হয়। প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে, শ্লেষ্মা রজ্জুবৎ লম্বা, ফেনা ফেনা; শ্লেষ্মা ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এরেলিয়া, কোপেইবা, টেরিবিন্থ্ কিউবেব, স্যাম্বুকাস।

সিলফিয়ন সাইরেনাইকাম (Silphion Cyrenaicum)—থাইসিসে এবং তদসহিত ভীষণ কাশিতে ইহা প্রয়োগ হয়। প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম হয়, রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।

পোলিগোনাম (Polygonum)—ইহার মূল অরিষ্ট অধিক মাত্রায় সেবন করিলে থাইসিসে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন—৩x. ৬x।

থাইমাস সারপাইল্লাম (Thymus Serpyllum)

শিশুদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগে বিশেষতঃ হুপিং কাশিতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়, কাশিতে ভীষণ আক্ষেপ হয় কিন্তু শ্লেষ্মা অতি সামান্য উঠে। মস্তকে ভার বোধ সহ কর্ণে গুণ গুণ শব্দ হয়। গলদেশ. জ্বালা এবং ব্যথা করে, শুধু গলাধঃকরণে গলদেশে কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

ট্যানেসিটাম ভালগারি

(Tanacetum Vulgare)

ইহাতে অস্বাভাবিকরূপ দুর্ব্বলতা থাকে। রোগী সর্ব্বদা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে। মনে হয় যেন আধ মরা হইয়া রহিয়াছে ("Half dead, half alive feeling" all over)। ইহা তাণ্ডব রোগে এবং কৃমি বশতঃ প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণেও ব্যবহার হয়।

শিরঃপীড়া—সামান্য পরিশ্রমেই শিরঃপীড়া হয়।

কর্ণ—কর্ণে গুণ গুণ ভন্ ভন্ শব্দ হয়। শব্দ অস্বাভাবিক বোধ হয়। হঠাৎ কান বন্ধ হইয়া যায়।

উদরাময়—আহারের অব্যবহিত পরই মলত্যাগের ইচ্ছা হয়। পেটে যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণা মলত্যাগের পর উপশম হয়। আমাশাও হয়।

রজঃ কৃচ্ছ্রতা—রজঃকৃচ্ছ্রতা সহ আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস—শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত, কষ্টজনক, নাসিকাধ্বনিযুক্ত। ফেনা ফেনা গয়ের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার বিঘ্ন উৎপাদন করে।

সমগুন ঔষধ সমূহ—সিমিসিফিউগা, সিনা, নাক্স।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x।

টিউক্রিয়াম স্ক্রোডোনিয়া

(Teucrium Scrdonia)

থাইসিস রোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই, গয়ের পূঁজযুক্ত হয়। ইহা বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক শীর্ণ কৃষ যুবকদিগের ফুস্ ফুস্, অস্থি, গ্রন্থি, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি স্থানের টিউবারকিউলোসিস রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত শোথ, একশিরা এবং টিউবারকিউলাস উপকোষ প্রদাহেও (Tuber culous Epididymites) উত্তম কার্য্য করে।

মাত্রা—৩x।

ভাইবুরনাম প্রুনিফোলিয়াম
(Viburnum Prunifolium)

পুনঃ পুনঃ গর্ভপাতের এবং ভ্যাঁদাল ব্যথার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত ইহা জিহ্বার কর্কট রোগ, হিক্কা ইত্যাদিতে প্রয়োগ হয়। ইহাকে অনেকে জরায়ুর টনিক রূপেও ব্যবহার করে।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ভিসিকেরিয়া কমিউনিস
(Vesicaria Communis)

মূত্রপিণ্ড এবং মূত্রযন্ত্রের রোগের একটি উত্তম ঔষধ। মূত্রমার্গে এবং মূত্রাশয়ে জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। সকল সময় সহজে প্রস্রাব হয় না, মূত্র কৃচ্ছ্রতাও প্রকাশ থাকে। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, শ্লেষ্মাযুক্ত প্রস্রাব, যন্ত্রণা ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ২০ ফোঁটা।

এরাণ্ডো ডোনাক্স (Arundo Donax)

ইহা নিঃসরণ প্রণালী এবং জননেন্দ্রিয়ে অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয়, বিশেষতঃ লম্বা অস্থির পুরাতন নালীক্ষতে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম।

ব্ল্যাক গানপাউডার
(Black Gunpowders)

ইহার কার্য্য অনেকটা সাইলিসিয়ার সমতুল্য—ফোঁড়া, পৃষ্ঠব্রণ (carbuncles) ইত্যাদিতে এবং যেস্থলে খাদ্য দ্রব্যের কিংবা জলের দোষ হেতু ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না সেইরূপ স্থলেও হইবে। ইহাকে চিন্তা করিবে।

ডাইলিউসন—৩x।

ফাইটোলেক্কা ডেকেণ্ড্রা ফোলিয়া
(Phytolacca Decandra Folia)

ইহা কর্কট রোগে বিশেষরূপে Epithelioma অর্থাৎ ওষ্ঠের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কর্কট রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং এতদ্বিষয়ের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার গুডম্যান ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়, মূল অরিষ্ট অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহার হয়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট।

ইউজেনিয়া জাম্বোস (Eugenia Jambos)

ইহাতে মাদক দ্রব্যের ন্যায় বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। সমুদায় দ্রব্য সুন্দর এবং বৃহদাকার দেখায়। এতদ্ব্যতীত ব্রণেতেও প্রয়োগ হয়। ব্রণের যন্ত্রণা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ার সহিত চক্ষু হইতে উষ্ণজল নিঃসরণ হয়।

খিলধরা যন্ত্রণা (Cramp)—পদদ্বয়ের তলায় রাত্রিতে খিলধরা যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির চর্ম্ম ফাটিয়া যায়। অঙ্গুলি হইতে চর্ম্ম সরিয়া গিয়া যন্ত্রণা হয় এবং পুঁজ প্রকাশ পায়।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

ক্যাসকেরা এমারগা (Cascara Amarga)

ইহার প্রধান প্রয়োগই হইতেছে উপদংশ দোষযুক্ত ধাতুগত পীড়ায় (constilutional syphilis), এতদ্ব্যতীত ইহা ছোট বড় সমুদায় ফোঁড়ায় ও ব্যবহার হয়। ইহা ধাতু পরিবর্ত্তক (alterative) এবং মূত্রকারক।

মাত্রা—মূল অরিষ্ট এক চাম্‌চা হইতে দেড় চাম্‌চা সেবনীয়।

পাইনাস প্যালাসট্রিস (Pinus Palustris)

পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস এবং ল্যারিঞ্জাইটিসের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বদা কাশি লাগিয়া থাকে, এক এক সময় কাশি আক্ষেপাযুক্তও হয়। কাশি কালীন রোগী ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায়। শ্লেষ্মা গলদেশে আটকাইয়া থাকে কিছুতেই ছাড়াইতে পারে না, রোগীকে অনেক কাশিতে হয়। কাশি রাত্রিতে, কথা বলিতে, হাসিতে বৃদ্ধি হয়। শয়নে কাশি ভীষণ বৃদ্ধি, রোগীর পক্ষে শয়ন অসম্ভব, সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতে হয়। গয়ের অধিক উঠে না।

ডাইলিউসন—মূল অরিষ্ট এবং ৩x, ৬x।

পাল্‌মো ভালপিস (Pulmo Vulpis)

ইহা হাঁপানির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বদা শ্বাস-প্রশ্বাসে টান থাকে, সামান্য নড়াচড়ায় হাঁপানির আক্ষেপ উপস্থিত হয়। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মায় খুব জোর ঘন্ ঘন্ শব্দ হইতে থাকে (Sonorous rales)।

ডাইলিউসন—১x চূর্ণ।

জিজিয়া

(থ্যাসপিয়াম অরিয়াম দেখ। জিজিয়া এবং থ্যাসপিয়াম অরিয়াম এক)

সূচীপত্র।

ঔষধের নামানুযায়ী।

সূচীপত্র

রোগের নামানুযায়ী

পক্ষাঘাত

পায়ের ডিমির যন্ত্রণা

পার্শ্ব বেদনা (Pleurodynia)

পাকাশয় শূল

সম্পূর্ণ পুস্তকের সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী

সমুদায় পুস্তকের সূচীপত্র

রোগের নামানুযায়ী

উদরি

একপ্সিরা

অণ্ডকোষপ্রদাহ দেখ।

এপিণ্ডিসাইটিস

(Appendicites)

অন্ত্রপ্রদাহ দেখ।

কর্কট রোগ (Cancer)

কর্ণমূল প্রদাহ (Parotitis)

কর্ণশূল (otalgia) এবং কর্ণরোগ

কড়া (corns)

কালশিরা (Ecchymosis)

কানপাকা (Otorrhœa)

কৌশিক ঝিল্লির প্রদাহ (Cellulites)

ক্রোধ বশতঃ রোগ (Disease caused by anger)

ক্রুপ (Croup)

ঘুংড়িকাশি দেখ।

কৃমি

চক্ষুরোগ
(Eye disease)

চক্ষুপন্দন

চিড়ন (Cracks)

বিদারণ দেখ।

চুলকানি
(Itches)

জ্বর টাইফয়েড
(Typhoid Fever)

জরায়ু রোগ এবং জরায়ুভ্রংশ (Uterine Disease and prolupsus)

জরায়ুপ্রদাহ এবং কঠিনতা (Inflammation and induration of uterus)

জরায়ু আক্ষেপ (Uterine spasms)

জরুল (Navæ)

জানুপ্রদাহ (Synovitis)

প্রদাহ (Inflammation)

প্রতিক্রিয়া দোষ (Defective re-action)

মেরুদণ্ডের রোগ
(Spinal disease)

মূত্রপিণ্ড প্রদাহ (Nephiritis)

মূত্রপিণ্ডশূল (Renal colic)

রক্তাল্পতা (Anaemia)

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া

রক্তপ্রস্রাব (Haematuria)

রক্ত বিষাক্ত

সূচীপত্র

সূতিকা জ্বর
(Puerperal Fever)

সূতিকাক্ষেপ এবং উন্মাদ
(Puerperal Convulsions and mania)

হস্ত-মৈথুন
(Masturbation)

হাম (Measles)

ভূমিকা

১২ বৎসর হইল এই পুস্তক লিখিতে বসিয়াছিলাম। নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আজ তাহা শেষ করিলাম। ইহা তাঁহার বিশেষ করুণা। এই দীর্ঘ সময় তিনি আমাকে সুস্থ রাখিয়াছিলেন, তাই আজ ইহা সকলের সম্মুখে বাহির করিতে সক্ষম হইলাম।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য রোগ-মরণ-সঙ্কুল পৃথিবীতে সুখ শান্তি বিধান বা রোগ-শোকার্ত্তের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা দূরীকরণ। চিকিৎসা-শাস্ত্র মানব ও ঋষিগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের-অমূল্য রত্ন। দুর্জ্ঞেয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের-সুবিস্তৃত আকাশ সর্ব্বদাই গাঢ়তম অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

হোমিওপ্যাথিক্ বা সদৃশ বিধান চিকিৎসা আমাদের দেশে নূতন নহে। অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার আর্য্যদিগের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে-ইহার মূলসত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস আজ পর্য্যন্ত জগতে যত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্র বা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তম্মধ্যে এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই শ্রেষ্ঠ।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, একাই লিখিয়াছি এবং একাই প্রুফ দেখিয়াছি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য পাই নাই। ত্রুটি এবং ভ্রম যথেষ্ট রহিয়াছে তাহাও জানি—তাহা সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই, পাঠকদিগের নিকট তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে, ঔষধের পার্থক্য নিরুপণ করিতে, রোগীর বিবরণ সংযোগ করিতে, প্রচলিত এবং স্বল্প প্রচলিত ঔষধগুলি সন্নিবিষ্ট করিতে, রোগে ডাইলিউসন নির্ণয় করিতে কোন প্রকার ত্রুটী করি নাই। এখন পাঠকগণের উপকারে আসিলে এবং পাঠ করিয়া সুখী হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইব এবং সমুদায় পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

একটি বিষয় এই স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে, এই পুস্তক প্রকাশে বিখ্যাত রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এস, এন, রায় মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি নিজে ৪ খণ্ড মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম আর বাকী খণ্ড সমূহ তিনি যদি প্রকাশ করিতে ভার গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এই পুস্তক বাহির হইতে আরও বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা ছিল। শ্রীযুত এস, এন, রায় মহাশয়ের নিকট আমি এই বিষয়ে চির ঋণী রহিলাম।

কলিকাতা
১৬ সিতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
মহালয়া, আশ্বিন ১৩৪১

গ্রন্থকার—
উপেন্দ্রনাথ সরকার

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

নবম এবং দশম খণ্ড।

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক :—
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
৮৫।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।